তিরমিযী শরীফ

ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযীর

প্রথম খণ্ড

الجامع للترمذى

তিরমিযী শরীফ

প্রথম খণ্ড

أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ
তাহারাত অধ্যায়

بَابُ مَا جَاءَ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহারাত ব্যতিরেকে সালাত কবূল হয় না

١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ ، وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ". قَالَ هَنَّادٌ فِيْ حَدِيْثِهِ : "اِلاَّ بِطُهُوْرٍ" .

১. কুতায়বা ইব্ন সাঈদ ও হান্নাদ (র)......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তাহারাত ছাড়া সালাত কবূল হয় না আর খিয়ানতের মাল থেকে[১] সাদকা (কবূল) হয় না। (ইমাম তিরমিযী রাবী হান্নাদ-এর সূত্রেও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।) হান্নাদ بغير بطهور এর স্থলে لا بطهور। উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا الْحَدِيْثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ . وَفِيْ الْبَابِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ أَبِيْهِ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ . وَ أَبُو الْمَلِيْحِ بْنُ أُسَامَةَ اِسْمُهُ " عَامِرٌ " وَيُقَالُ " زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ " .

---

১. غلول খিয়ানত করা, গনীমতের মালে খিয়ানত করা, গনীমতের মাল চুরি করে রাখা। যদিও এ হাদীছে কেবল গনীমতের মালের উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু যাবতীয় হারাম মালের ক্ষেত্রেই এই বিধান প্রযোজ্য।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে উক্ত হাদীছটিই হল সর্বাপেক্ষা সহীহ এবং হাসান।

এই বিষয়ে আবুল মালীহ তাঁর পিতার বরাতে এবং আবূ হুরায়রা (রা.) ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই আবুল মালীহ হলেন উসামার পুত্র। তাঁর নাম আমির। ভিন্ন মতে তিনি হলেন যায়দ ইব্ন উসামা ইবন উমায়র আল-হুযালী।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الطُّهُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ তাহারাতের ফযীলত

٢. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى (اَلْقَزَّازُ) . حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، اَوِ الْمُؤْمِنُ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ ، اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، اَوْ نَحْوِ هٰذَا ، وَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ ، اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ " .

২. ইসহাক ইবন মূসা আনসারী (র.)......হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যখন কোন মুসলিম অথবা মু'মিন বান্দা[১] উযূ করে আর সে তার মুখ ধোয় তখন উযূর পানি অথবা উযূর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার চেহারা থেকে সব গুনাহ্ বের হয়ে যায় যা সে তার দু'চোখ দিয়ে দেখে ছিল; যখন সে তার দু' হাত ধোয় তখন উযূর পানি বা উযূর পানির শেষ ফোটার সাথে সাথে তার উভয় হাত থেকে সকল গুনাহ্ বের হয়ে যায় যা সে হাত দিয়ে ধরে ছিল; এমন কি শেষ পর্যন্ত সে তার গুনাহ্ থেকে পাক হয়ে যায়।[২]

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ حَدِيْثُ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ .

---

১. রাবী "বা মু'মিন" উল্লেখ করেছেন।

২. সগীরা গুনাহ্ থেকে সে পাক হয়ে যায়। কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে তওবার প্রয়োজন হয়।

وَاَبُوْ صَالِحٍ وَالِدُ سُهَيْلٍ هُوَ "أَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ" وَاِسْمُهُ "ذَكْوَانُ" وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ اُخْتُلِفَ فِيْ اِسْمِهِ ، فَقَالُوْا : "عَبْدُ شَمْسٍ" وَقَالُوْا : "عَبْدُاللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو" وَهٰكَذَا قَالَ مُحَمَّدُبْنُ إِسْمَاعِيْلَ وَهُوَا الْاَصَحُّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ (بْنِ عَفَّانَ) ، وَثَوْبَانَ ، وَالصُّنَابِحِىُّ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ، وَسَلْمَانَ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو.

وَالصُّنَابِحِىُّ الَّذِىْ رَوَى عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، وَاِسْمُهُ "عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُسَيْلَةَ" وَيُكْنَى "أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ" رَحَلَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ وَهُوَ فِى الطَّرِيْقِ ، وَقَدْ رَوَى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَحَادِيْثَ .

وَالصُّنَابِحُ بْنُ الاَعْسَرِ الْاَحْمَسِىُّ صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ "الصُّنَابِحِىُّ" اَيْضًا . وَإِنَّمَا حَدِيْثُهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ "إِنِّىْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْاُمَمَ فَلاَ تَقْتَتِلَنَّ بَعْدِىْ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন,এই হাদীছটি "হাসান ও সহীহ্"।এই রিওয়ায়াতটি হল মালিক-সুহাইল-সুহাইলের পিতা-হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত।

সুহাইলের পিতা আবূ সালিহ্ হচ্ছেন আবূ সালিহ্ আস্-সাম্মান। তাঁর নাম হল যাকওয়ান।

আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে মত বিরোধ বিদ্যমান। কেউ কেউ বলেন, আব্দ শামস; আবার কেউ কেউ বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র। ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারীও এইরূপ বলেছেন। আর এটিই অধিকতর শুদ্ধ।

এই বিষয়ে উছমান, ছাওবান, সুনাবিহী, আমর ইব্ন আবাসা, সালমান এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

যে সুনাবিহী তাহারাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন ইনি হলেন আবদুল্লাহ্ সুনাবিহী। আর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে যে সুনাবিহী রিওয়া-য়াত করেন তিনি রাসূল ﷺ থেকে কিছু শোনার সুযোগ পাননি। তাঁর নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন উসায়লা। উপনাম হল আবূ আবদিল্লাহ্। ইনি রাসূল ﷺ-এর সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু যখন মদীনার পথে তখন রাসূল ﷺ-এর ইন্তিকাল হয়। রাসূল ﷺ থেকে তিনি কিছু সংখ্যক হাদীছ (অন্যের সূত্রে) রিওয়ায়াত করেছেন।

সুনাবিহ ইবনুল আ'সার আল-আহমাসী ছিলেন রাসূল ﷺ -এর সাহাবী। তাঁকেও সুনাবিহী বলা হয়।। তাঁর বর্ণিত হাদীছটি হল, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি ইরশাদ করেন, আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গৌরব করব। সুতরাং তোমরা আমার পরে পরস্পরে খুন-খারাবী করো না।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ مِفْتَاحَ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের চাবি হল তাহারাত

٣ . حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادُ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ ، قَالُوْا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ (بْنُ مَهْدِيٍّ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ" .

৩. কুতায়বা, হান্নাদ ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র)......আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ সালাতের চাবি হল তাহারাত, তাকবীরে তাহ্‌রীমা (সালাতের পরিপন্থী) সকল কাজকে হারাম করে আর সালাম তা হালাল করে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا الْحَدِيْثُ أَصَحُّ شَيْئٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ . وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ هُوَ صَدُوْقٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُوْلُ : كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَاِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَالْحُمَيْدِيُّ يَحْتَجُّوْنَ بِحَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ - قَالَ مُحَمَّدٌ : وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই বিষয়ে উল্লিখিত হাদীছটি হল সবচে' সহীহ এবং সবচে' উত্তম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকীল সত্যভাষী। তবে হাদীছ বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ তাঁর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

আবূ ঈসা বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম, আল-হুমাইদী প্রমুখ হাদীছ বিশারদগণ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন আকীলের রিওয়ায়াত দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেন, ইনি মুকারিবুল হাদীছ-তাঁর হাদীছ গ্রহণযোগ্যতার নিকটবর্তী।

এই বিষয়ে জাবির ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكرٍ مُحَمَّدُ بْنُ زَنْجَوَيهِ الْبَغْدَادِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : "مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلٰوةُ ، وَمِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الْوُضُوْءُ ."

৪. আবূ বকর, মুহাম্মাদ ইব্ন যানযাওয়ায়ই আল-বাগদাদী (র.) এবং আরো একাধিক রাবী........জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের চাবি হল সালাত, আর সালাতের চাবি হল উযূ।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানায় প্রবেশের দু'আ

٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ . اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ قَالَ شُعْبَةُ : وَقَدْ قَالَ مَرَّةً اُخْرٰى : أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ اَوِ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

৫. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ পায়খানায় প্রবেশ কালে বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبِيْثِ .

হে আল্লাহ্! শয়তান, জ্বিন ও সকল কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

الخبث والخبيث। এর স্থলে الخبث والخبائث ও বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির অন্যতম রাবী শু'বা বলেন, তাঁর উস্তাদ আবদুল আযীয ইব্ন সুহাইব اعوذ بك। -এর স্থলে এক সময় اعوذ بالله। ও রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ وَجَابِرٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَنَسٍ أَصَحُّ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ .

এই বিষয়ে আলী, যায়দ ইব্‌ন আরকাম, জাবির এবং ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সর্বাপেক্ষা সহীহ্ ও হাসান।

وَحَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ فِيْ اِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ رَوَى هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَسَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ : فَقَالَ سَعِيْدٌ : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ . وَقَالَ هِشَامٌ (الدَّسْتَوَائِيُّ) : عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ : فَقَالَ شُعْبَةُ : عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ . وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ النَّضْرِبْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا فَقَالَ : يَحْتَمِلُ اَنْ يَكُوْنَ قَتَادَةُ رَوَى عَنْهُمَا جَمِيْعًا .

যায়দ ইব্‌ন আরকাম বর্ণিত হাদীছটির সনদে ইযতিরাব [১] বিদ্যমান। হাদীছটি হিশাম আদ্-দাস্‌তাওয়াঈ ও সাঈদ ইব্‌ন আবী আরূবা কাতাদা থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। সাঈদ তাঁর সনদে কাসিম ইব্‌ন আওফ আশ্-শায়বানীর মাধ্যমে যায়দ ইব্‌ন আরকাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন আর হিশাম উল্লেখ করেন যে, তিনি কাতাদার মাধ্যমে যায়দ ইব্‌ন আরকাম থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি কাসিমের উল্লেখ করেন নি। শু'বা ও মা'মারও কাতাদার সূত্রে এই হাদীছটি নায্‌র ইব্‌ন আনাস থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। শু'বা তাঁর রিওয়ায়াতে যায়দ ইব্‌ন আরকাম সূত্রের উল্লেখ করেছেন। আর মা'মার নায্‌র ইব্‌ন আনাস তাঁর পিতা আনাস থেকে হাদীছটি বর্ণিত বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারীকে আমি এই ইযতিরাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেনঃ যায়দ ইব্‌ন আরকাম ও নায্‌র ইব্‌ন আনাস উভয় থেকেই কাতাদার রিওয়ায়াতের সম্ভাবনা রয়েছে।

٦. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

---

১. একই হাদীছের সনদ বা মতন-এ বিভিন্ন রাবীদের বর্ণনায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হলে হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় এটিকে ইযতিরাব বলা হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ভূমিকা দেখুন।

قَالَ : أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ " .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৬. আহমদ ইব্ন আবদা আয্যাব্বী (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ পায়খানায় প্রবেশ কালে বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই রিওয়ায়াতটি 'হাসান ও সহীহ'।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ

٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ إِسْرَائِيْلَ بْنِ يُوْنُسَ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ أَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانَكَ .

৭. মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল (র).......আইশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় বলতেনঃ غُفْرَانَكَ

হে আল্লাহ, তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لَانَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اِسْرَائِيْلَ عَنْ يُوْسُفَ بنِ أَبِىْ بُرْدَةَ .

وَأَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ أَبِىْ مُوْسٰى اِسْمُهُ : " عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِىْ" وَلاَ نَعْرِفُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ اِلاَّ حَدِيْثَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি 'হাসান গরীব' অর্থাৎ উত্তম তবে অপ্রসিদ্ধ। ইসরাঈল-ইউসুফ ইব্ন আবী বুরদা-এর সনদ ব্যতীত অন্য কোন সনদে হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আবূ বুরদা ইব্ন আবী মূসা, তাঁর আসল নাম হল আমির ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন কায়স আল-আশআরী। এই বিষয়ে আইশা (রা.)-এর হাদীছটি ব্যতীত অন্য কোন রিওয়ায়াত তেমন পরিচিত নয়।

بَابُ فِى النَّهْىِ عَنْ إِسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব-পায়খানাকালে কিবলা মুখী হওয়া নিষিদ্ধ

٨. حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ أَبِىْ أَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَاتَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَابَوْلٍ ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْغَرِّبُوا" فَقَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ .

৮. সাঈদ ইব্‌ন আবদির রাহমান আল-মাখযূমী (র).....আবূ আয়্যূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমরা পেশাব বা পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ করবে না এবং সে দিকে পিছনও দিবে না বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে।

আবূ আয়্যূব (রা.) বলেনঃ পরে আমরা যখন শামে এলাম তখন সেখানকার পায়খানাগুলো কিবলার দিকে মুখ করে নির্মিত দেখতে পেলাম। সুতরাং আমরা এ থেকে ফিরে বসতাম আর আল্লাহ্‌র কাছে ইস্তিগফার করতাম।[১]

قَالَ أَبُوْ عِيْسى وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِىِّ . وَمَعْقِلِ بْنِ أَبِىْ الْهَيْثَمِ ، وَيُقَالُ مَعْقِلُ بْنُ اَبِى مَعْقِلٍ ، وَأَبِىْ أُمَامَةَ ، وَأَبِى هُرَيْرَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسى : حَدِيْثُ أَبِىْ أَيُّوْبَ أَحْسَنُ شَيْئٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ . وَأَبُوْ أَيُّوبَ اِسْمُهُ "خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ" . وَالزُّهْرِىُّ اِسْمُهُ "مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىُّ" وَكُنْيَتُهُ "أَبُوْ بَكْرٍ" .

قَالَ أَبُو الْوَلِيْدِ الْمَكِّىُّ : قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِىُّ : إِنَّمَا مَعْنٰى قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ "لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا" : إِنَّمَا هٰذَا فِى الْفَيَافِى ، وَأَمَّا فِى الْكُنُفِ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ رُخْصَةٌ فِىْ اَنْ يَسْتَقْبِلَهَا . وَهٰكَذَا قَالَ اِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ .

---

১. কিবলা মুখ হওয়া থেকে ফিরে বসতাম এবং পূর্ণভাবে ফিরা সম্ভব না হওয়ার দরুন ইস্তিগফার করতাম।

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ : إِنَّمَا الرُّخْصَةُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي اِسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ بِغَائِطٍ أَوْبَوْلٍ وَأَمَّا إِسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَسْتَقْبِلُهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ فِي الصَّحْرَاءِ وَلاَ فِي الْكُنُفِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইবনুল হারিছ, মা'কিল ইব্ন আবীল হায়ছাম, ইনি মাকিল ইব্ন আবী মা'কিল নামেও পরিচিত, আবূ উমামা, আবূ হুরায়রা ও সাহল ইব্ন হুনাইফ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ আয়্যুব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও বিশুদ্ধ। আবূ আয়্যুব (রা.)-এর নাম হল খালিদ ইব্ন যায়দ। রাবী আয্-যুহরীর নাম হল মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন উবায়দিল্লাহ্ ইব্ন শিহাব আয্-যুহরী। তাঁর উপনাম আবূ বকর।

আবুল ওয়ালীদ মক্কী বলেনঃ 'আবূ আবদিল্লাহ্ আশ্-শাফিঈ (র.) বলেছেন, "এ হাদীছের হুকুম মাঠ বা খোলা জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। নির্মিত পেশাব-পায়খানায় কিবলা মুখী হয়ে বসার অনুমতি আছে।" ইমাম ইসহাকের বক্তব্যও অনুরূপ।

আহমদ ইব্ন হাম্বাল (র.) বলেনঃ পেশাব-পায়খানার বেলায় কিবলার দিকে পেছন ফিরে বসার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু কিবলামুখী হয়ে বসার কোন অনুমতি নাই। অর্থাৎ তিনি খোলাস্থান বা নির্মিত পেশাব-পায়খানার কোথায়ও কিবলামুখী হয়ে বসা জায়েয বলে মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيْ ذَالِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে

٩. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالاَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : "نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ. فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .

৯. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার ও মুহাম্মাদ ইব্ন মুছান্না (র.)......জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছিলেন ; কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে তাঁকে আমি ঐ অবস্থায় কিবলামুখী হতে দেখেছি।

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَعَائِشَةَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

এই বিষয়ে আবূ কাতাদা,'আইশা এবং আম্মার (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে হযরত জাবির (রা.)-এর বর্ণিত হাদীছটি 'হাসান গরীব' অর্থাৎ উত্তম তবে অপ্রসিদ্ধ।

١٠. وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ "اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يَبُوْلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ" حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ .

وَحَدِيْثُ جَابِرٍعَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ . ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

১০. ইব্‌ন লাহী'আ......আবূ কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করেন, আবূ কাতাদা বলেছেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে দেখেছেন।

ইব্‌ন লাহী'আর এই রিওয়ায়াতটির তুলনায় হযরত জাবির সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে যে রিওয়ায়াতটি (৯ নং) করেছেন সেটি অধিকতর সহীহ। হাদীছবেত্তাগণের নিকট ইব্‌ন লাহী'আ যঈফ বলে গণ্য। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ ইব্‌ন লাহী'আকে তাঁর স্মৃতি শক্তির দিক থেকে যঈফ বলে বর্ণনা করেছেন।

١١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : "رَقِيْتُ يَوْمًا عَلٰى بَيْتِ حَفْصَةَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَلٰى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ" .

১১. হান্নাদ (র)........ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ আমি একদিন হযরত হাফসা (রা.)-র ঘরের ছাদে উঠেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম, রাসূল ﷺ কা বার দিকে পিছন দিয়ে এবং শামের দিকে মুখ করে তাঁর হাজত পূরণ (ইস্তিনজাহ) করছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ النَّهْىُ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ

١٢. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ : "مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبُوْلُ قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقُوْهُ . مَاكَانَ يَبُوْلُ الاَّ قَاعِدًا" .

১২. আলী ইব্‌ন হুজর (র)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ কেউ যদি তোমাদের বলে যে, রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তবে তোমরা তা সত্য বলে বিশ্বাস করো না। তিনি বসা ছাড়া পেশাব করতেন না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ، وَبُرَيْدَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِى الْبَابِ وَأَصَحُّ .

وَحَدِيْثُ عُمَرَ اِنَّمَا رُوِىَ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِى الْمُخَارِقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ : "رَآنِى النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا اَبُوْلُ قَائِمًا ، فَقَالَ : يَا عُمَرُ، لاَ تَبُلْ قَائِمًا ، فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ" .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَإِنَّمَا رَفَعَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُالْكَرِيْمِ بْنُ أَبِى الْمُخَارِقِ وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ : ضَعَّفَهُ أَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِىُّ وَتَكَلَّمَ فِيْهِ .

وَرَوٰى عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : مَابُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ اَسْلَمْتُ .

وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْكَرِيْمِ - وَحَدِيْثُ بُرَيْدَةَ فِىْ هٰذَا غَيْرُ مَحْفُوْظٍ . وَمَعْنَى النَّهِىِّ عَنِ الْبَوْلِ قَائِمًا : عَلَى التَّأْدِيْبِ لاَ عَلَى التَّحْرِيْمِ ، وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : اِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ تَبُوْلَ وَأَنْتَ قَائِمٌ .

এই বিষয়ে উমর, বুরায়দা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন হাসানাহ্ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই বিষয়ে হযরত আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাপেক্ষা সহীহ এবং উত্তম।

আবদুল করীম.......উমর (রা.) বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেনঃ হে উমর ! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। এরপর আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীছটি কেবলমাত্র রাবী আবদুল করীম-ই মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি হাদীছবেত্তাগণের নিকট যঈফ বলে গণ্য। আয়্যূব আস্-সাখতিয়ানী তাঁকে যঈফ বলেছেন এবং তাঁর সমালোচনা করেছেন।

উবায়দুল্লাহ্ (র.)......উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ ইসলাম গ্রহণের পর আমি কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করি নাই।

আবদুল করীম বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে এই রিওয়ায়াতটি অধিক বিশুদ্ধ। এই বিষয়ে বুরাইদা (রা.)-র হাদীছটি মাহফূজ (সংরক্ষিত) নয়। দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম বলে নয় বরং আদব ও শিষ্টাচারের দৃষ্টিকোণ থেকে তা নিষেধ করা হয়েছে। ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা শিষ্টাচার বিরোধী।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ উক্ত বিষয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে

١٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ عَلَيْهَا قَائِمًا، فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوءٍ فَذَهَبْتُ لاَتَأَخَّرَ عَنْهُ، فَدَعَانِى حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ.

১৩. হান্নাদ (র).....হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ একবার একটি আস্তাকুঁড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন।[১] আমি তাঁর উযূর পানি নিয়ে আসলাম। আমি সরে যেতে চাইলে তিনি আমাকে (ইশারায়) ডাকলেন। আমি তাঁর পিছনে এসে দাঁড়ালাম। তারপর তিনি উযূ করলেন এবং চামড়ার মোজায় মাসহে করলেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰكَذَا رَوَى مَنْصُورٌ وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّىُّ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الأَعْمَشِ.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ أَبِىْ سُلَيْمَانَ وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَحَدِيثُ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَصَحُّ.

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মানসূর এবং উবায়দা আয-যাব্বীও হুযায়ফা (রা.) থেকে এই ধরনের হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর হাম্মাদ ইব্ন আবী সুলায়মান হযরত মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে এই বিষয়ে আরেকটি হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ ওয়াইলের বরাতে হযরত হুযায়ফা (রা.)-র রিওয়ায়াতটিই অধিকতর শুদ্ধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِسْتِتَارِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব পায়খানার সময় আড়ালে যাওয়া

١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِىُّ عَنْ

১. বিশেষ কোন ওজরের কারণে।

الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ" .

১৪. কুতায়বা (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পেশাব-পায়খানার সময় ভূমির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত রাসূল ﷺ কাপড় তুলতেন না।

قَالَ أَبُو عِيسَى : وَهٰكَذَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسٍ هٰذَا الْحَدِيثَ .

وَرَوَى وَكِيعٌ وَأَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ" .

وَكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ مُرْسَلٌ وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ أَنَسٍ وَلاَ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ نَظَرَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُهُ يُصَلِّي . فَذَكَرَ عَنْهُ حِكَايَةً فِي الصَّلاَةِ .

وَالْأَعْمَشُ اسْمُهُ "سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكَاهِلِيُّ" وَهُوَ مَوْلًى لَهُمْ .
قَالَ الْأَعْمَشُ : كَانَ أَبِي حَمِيلاً فَوَرَّثَهُ مَسْرُوقٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইবন রাবী'আও আ'মাশ-এর সনদে আনাস (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ওয়াকী' ও আবূ ইয়াহইয়া আল-হিম্মানী (র.)......হযরত ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, পেশাব-পায়খানার সময় ভূমির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত রাসূল ﷺ কাপড় তুলতেন না।

আনাস (রা.) ও ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত উপরের দুটো হাদীছই মুরসাল। কারণ উভয় হাদীছই আ'মাশ-এর সনদে বর্ণিত হয়েছে। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বা অপর কোন সাহাবী থেকে আ'মাশ-এর হাদীছ শোনার সুযোগ হয়নি। তবে আনাস (রা.)-কে তিনি দেখেছেন। তিনি বলেনঃ আমি আনাসকে সালাতরত অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর তিনি আনাস (রা.) থেকে সালাতের বিবরণ দেন।

আ'মাশ-এর পূর্ণ নাম সুলায়মান ইব্ন মিহরান আবূ মুহাম্মাদ আল-কাহিলী। তিনি আল-কাহিল গোত্রের আযাদকৃত দাস ছিলেন। আ'মাশ বলেনঃ আমার পিতাকে শৈশবে দারুল-

৩—

হারব থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল পরবর্তীকালে ইমাম মাসরূক তাকে বৈধ উত্তরাধিকারী বলে রায় দিয়েছিলেন।[১]

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهَةِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ডান হাতে শৌচকর্ম মাকরূহ

١٥. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ : "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى اَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ" .

১৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী উমর মাক্কী (র.)......আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ ডান হাতে লজ্জাস্থান স্পর্শ করতে নবী ﷺ নিষেধ করেছেন।

وَفِيْ هٰذَا الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَسَلْمَانَ ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ ، وَسَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاَبُوْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ إِسْمُهُ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْيَمِيْنِ .

এই বিষয়ে আইশা, সালমান, আবূ হুরায়রা এবং সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রা.) থেকেও হদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উক্ত হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

আবূ কাতাদার আসল নাম আল–হারিছ ইব্‌ন রিব্‌ঈ।

ফকীহ্ ও 'আলিমগণ এই হাদীছ আনুসারে আমল করে থাকেন এবং তাঁরা ডান হাতে শৌচকর্ম করা মাকরূহ মনে করেন।

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাথর দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা

١٦. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ : قِيْلَ لِسَلْمَانَ قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْئٍ حَتَّى

১. ইসলামী ফৌজ আ'মাশের পিতা মিহরানকে দারুল হারব থেকে তার মাতাসহ দারুল ইসলামে ধরে নিয়ে আসে। পরবর্তীকালে সে তার মাতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে কিনা এই বিতর্কে ইমাম মাসরূক তাকে তার মাতার বৈধ উত্তরাধিকারী বলে রায় প্রদান করেন।

الْخِرَاءَةَ ؟ فَقَالَ سَلْمَانُ اَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، وَاَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ اَنْ يَسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِاَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ ، أَوْ اَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .

১৬. হান্নাদ (র.).......আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সালমান (রা.)-কে বলা হল, আপনাদের নবী আপনাদের সবকিছুই শিখান এমনকি দেখা যায় ইস্তিন্‌জায় কেমন করে বসতে হবে তাও শিখিয়ে থাকেন।

হযরত সালমান (রা.) বললেনঃ হ্যাঁ, রাসূল ﷺ আমাদেরকে পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ করতে, ডান হাতে ইস্তিন্‌জা করতে, তিনটির কম পাথর দিয়ে ইস্তিন্‌জা করতে এবং পশুর মল ও হাড্ডী দিয়ে ইস্তিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ، وَخُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، وَجَابِرٍ ، وَخَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْهِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ سَلْمَانَ فِيْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : رَأَوْا اَنَّ الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئُ وَاِنْ لَّمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ ، اِذَا اَنْقَى اَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

আইশা, খুযাইমা ইব্‌ন ছাবিত, জাবির (রা.) এবং খাল্লাদ ইবনুস সাইব থেকে তাঁর পিতার বরাতেও এই বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই বিষয়ে হযরত সালমান (রা.) বর্ণিত হাদীছটি উত্তম এবং বিশুদ্ধ।

এ হচ্ছে অধিকাংশ সাহাবী ও তৎপরবর্তী যুগের আলিম ও ফকীহগণের অভিমত। পেশাব ও পায়খানার চিহ্ন যদি ভালভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় তা হলে পানি ব্যবহার না করে কেবল-মাত্র ঢিলা ব্যবহার করা যথেষ্ট হবে বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ছাওরী, ইবনুল মুবারাক,ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (র.)ও এই মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিন্‌জায় দু'টি পাথর ব্যবহার করা

١٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ

أَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : "خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ لِحَاجَتِهِ ، فَقَالَ الْتَمِسْ لِىْ ثَلاَثَةَ اَحْجَارٍ. قَالَ : فَاَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ، فَاَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَاَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ : اِنَّهَا رِكْسٌ " .

১৭. হান্নাদ ও কুতায়বা (র.)......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ একবার ইস্তিন্‌জার উদ্দেশ্যে বের হলেন। বললেন, আমার জন্য তিনটি পাথর তালাশ করে নিয়ে আস। আবদুল্লাহ্ (রা.) বলেন, আমি দু'টি পাথর ও এক টুকরা গোময় নিয়ে এলাম। রাসূল ﷺ পাথর দু'টি গ্রহণ করলেন এবং গোময় ফেলে দিলেন। বললেনঃ এটি হল অপবিত্র।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَهٰكَذَا رَوَى قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ نَحْوَ حَدِيْثِ اِسْرَائِيْلَ .

وَرَوَى مَعْمَرٌ وَعَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

وَرَوَى زُهَيْرٌ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

وَرَوَى زَكَرِيَّا بْنُ أَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ فِيْهِ اضْطِرَابٌ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ الْعَبْدِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ : هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ لاَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ : أَىُّ الرِّوَايَاتِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ اَصَحُّ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْئٍ وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا ؟ فَلَمْ يَقْضِ فِيْهِ بِشَيْئٍ. وَكَاَنَّهُ رَاَى حَدِيْثَ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَشْبَهَ وَوَضَعَهُ فِىْ كِتَابِ الْجَامِعِ" .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَاَصَحُّ شَيْئٍ فِيْ هٰذَا عِنْدِيْ حَدِيْثُ اِسْرَائِيْلَ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ لأَنَّ إِسْرَائِيْلَ اَثْبَتُ وَاَحْفَظُ لِحَدِيْثِ اَبِيْ اِسْحٰقَ مِنْ هٰؤُلاَءِ . وَتَابَعَهُ عَلٰى ذٰلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَسَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى مُحَمَّدَ بْنَ الْـمُثَنّٰى يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ يَقُوْلُ : مَافَاتَنِى الَّذِىْ فَاتَنِىْ مِنْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ اِلاَّ لِمَا اتَّكَلْتُ بِهِ عَلٰى اِسْرَائِيْلَ ، لاَنَّـهُ كَانَ يَأْتِىْ بِـهِ اَتَـمَّ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَزُهَيْرٌ فِيْ أَبِيْ اِسْحٰقَ لَيْسَ بِذَاكَ لاَنَّ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِأُخِرَةٍ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ التِّرْمِـذِيَّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ اَحْمَـدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ : إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيْثَ عَنْ زَائِـدَةَ وَزُهَيْـرٍ فَلاَ تُبَالِيْ اَنْ لاَّ تَسْمَعَـهُ مِنْ غَيْرِهِمَا اِلاَّ حَدِيْثَ أَبِيْ اِسْحٰقَ .

وَأَبُوْ اِسْحٰقَ اِسْمُهُ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السَّبِيْعِىُّ الْهَمْدَانِىُّ .

وَاَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ . وَلاَ يُعْرَفُ إِسْمُهُ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍعَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ هَلْ تَذْكُرُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ شَيْئًا ؟ قَالَ لاَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ কায়স ইবনুর রাবী'ও এই হাদীছটি আবূ ইসহাক – আবূ উবায়দা – আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রে রাবী ইসরাঈলের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। মা'মার এবং আম্মার ইব্ন যুরাইক ও আবূ ইসহাক – আলকামা – আবদুল্লাহ্-এর সূত্রে আর যুহাইর আবূ ইসহাক – আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ – আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ – আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রে হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। যাকারিয়া ইব্ন আবী যাইদাও আবূ ইসহাক – আবদুর রহমান ইবন ইয়াযীদ – আবদুল্লাহ্ (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটির সনদ ইযতিরাব বিশিষ্ট।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদির রাহমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আবূ ইসহাকের বরাতে কার বর্ণনাটি অধিকতর সহীহ? তিনি এই বিষয়ে কোন

সিদ্ধান্ত প্রদান করেননি। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনিও কোনরূপ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেননি। তবে তাঁর আচরণে মনে হয় যে, তিনি যুহাইর-আবূ ইসহাক - আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ - তাঁর পিতা আল-আসওয়াদ - আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রটি অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তিনি এই সূত্রে বর্ণিত হাদীছটিকে তাঁর জামি' সহীহ (বুখারী শরীফ)-তে স্থান দিয়েছেন। আমার মতে ইসরাঈল এবং কায়স - আবূ ইসহাক - আবূ উবাইদা - আবদুল্লাহ্ (রা.)-এর সূত্রটি অধিক সহীহ। কেননা, আবূ ইসহাক থেকে হাদীছ বর্ণনার বিষয়ে এদের সবার চেয়ে ইসরাঈল অধিক নির্ভরযোগ্য এবং স্মৃতিধর। তদুপরি কায়স ইবনুর রাবী'ও এই হাদীছটির বর্ণনায় ইসরাঈলের সহযোগী।

আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্নাকে বলতে শুনেছে যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী বলেনঃ ইসরাঈলের উপর ভরসা করেই সুফইয়ান ছাওরীর সূত্রে আবূ ইসহাকের বর্ণিত হাদীছসমূহ আমি সংরক্ষণ করিনি। কেননা, ইসরাঈল ঐ হাদীছসমূহ যথাযথ এবং পুরা-পুরিভাবে বর্ণনা করে থাকেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ ইসহাক থেকে হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যুহাইর তেমন নির্ভরযোগ্য নন। কেননা তিনি আবূ ইসহাকের শেষ বয়সে তাঁর হাদীছ শুনেছেন।

আহমদ ইবনুল হাসান আত্-তিরমিযীকে বলতে শুনেছি যে, আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল বলেন, যাইদা এবং যুহাইর থেকে কোন হাদীছ শুনতে পেলে অন্য কারো কাছ থেকে তা শুনলে কিনা কখনও এর পরওয়া করবে না। তবে আবূ ইসহাক থেকে বর্ণিত তাদের হাদীছের ক্ষেত্রে ভিন্ন কথা।

আবূ ইসহাকের নাম হল আমর ইবন আবদিল্লাহ্ আশ-শাবীঈ আল-হামদানী।

আবূ উবাইদা ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ তাঁর পিতা ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে হাদীছ শুনেননি। তাঁর নাম তত প্রসিদ্ধ নয়।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার-এর সূত্রে আমর ইব্‌ন মুররা থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আবূ উবাইদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌কে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ আপনি (আপনার পিতা) আবদুল্লাহ্ (ইব্‌ন মাসঊদ) থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা স্মরণ রেখেছেন কি? তিনি উত্তরে বললেনঃ না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كِرَاهِيَةِ مَايُسْتَنْجٰى بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব বস্তু দিয়ে ইস্তিন্‌জা মাকরূহ

١٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لاَ تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ ، فَاِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ .

১৮. হান্নাদ (র.) তাঁর উস্তাদ হাফস ইব্‌ন গিয়াছের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা গোময় এবং হাড্ডি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করবে না। কারণ এগুলো তোমাদের ভাই জিন্‌দের খাবার।

وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، وَسَلْمَانَ وَجَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرُهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِىْ هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ : اَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، فَقَالَ الشَّعْبِىُّ :اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لاَتَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَاِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ .

وَكَانَّ رِوَايَةَ اِسْمَاعِيْلَ اَصَحُّ مِنْ رِّوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا .

এই বিষয়ে হযরত আবূ হুরায়রা, সালমান, জাবির এবং ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইসমাঈল ইব্‌ন ইবরাহীম এবং অপর কতিপয় রাবীও এই হাদীছটি দাউদ ইব্‌ন আবী হিনদ–শা' বী–আলকামা–আবদুল্লাহ্–এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এতে উল্লেখ আছে যে, লাইলাতুল জিন্ বা জিন্ সম্পর্কিত ঘটনার রাতে হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) নিজে রাসূল ﷺ–এর সঙ্গে ছিলেন। শা'বী বলেন যে, রাসূল ﷺ বলে-ছিলেন, তোমরা গোময় এবং হাড্ডি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করো না। কেননা, এ হলো তোমাদের ভাই জিন্‌দের খাবার।

হাফস ইব্‌ন গিয়াছের বর্ণনার তুলনায় ইসমাঈলের বর্ণনা অধিকতর শুদ্ধ।

ফকীহ্ আলিমগণ এই হাদীছের বক্তব্য অনুসারে আমল করেন। হযরত জাবির ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও এ বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদঃ পানির দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা

١٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِىْ الشَّوَارِبِ الْبَصْرِىُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : مُرْنَ اَزْوَاجَكُنَّ أَنْ

يَسْتَطِيْبُوْا بِالْمَاءِ ، فَانِّىْ اَسْتَحْيِيهِمْ ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُهُ .

১৯. কুতায়বা এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল মালিক ইব্‌ন আবিশ শাওয়ারিব (র.)....... আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানির সাহায্যে শৌচ ক্রিয়া সম্পাদন করতে নির্দেশ দিবে, আমি নিজে তাদের সে কথা বলতে লজ্জাবোধ করি। রাসূল ﷺ নিজেও এইরূপ করতেন।

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِىِّ وَاَنَسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ : يَخْتَارُوْنَ الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ ، وَاِنْ كَانَ الْاِسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ يُجْزِئْ عِنْدَهُمْ فَاِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ وَرَاَوْهُ اَفْضَلُ . وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

এই বিষয়ে জারীর ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আল–বাজালী, আনাস এবং আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

ফকীহ আলিমগণ এই ধরনের আমল করেন। পাথর বা ঢিলার সাহায্যে ইস্তিন্‌জা যথেষ্ট হলেও পানি দ্বারা ইস্তিন্‌জা করাকে তাঁরা পছন্দনীয় ও উত্তম বলে মত ব্যক্ত করেছেন। (ইমাম আবূ হানীফা), সুফইয়ান ছাওরী, ইব্‌নুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও অনুরূপ মত পোষণ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ أَبْعَدَ فِى الْمَذْهَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিন্‌জার প্রয়োজন হলে রাসূল ﷺ অনেক দূর চলে যেতেন

٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ ، فَاَتَى النَّبِىُّ ﷺ حَاجَتَهُ فَاَبْعَدَفِى الْمَذْهَبِ .

২০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, মুগীরা বলেনঃ রাসূল ﷺ –এর সাথে আমি এক সফরে ছিলাম। তিনি তাঁর ইস্তিন্‌জার প্রয়োজনে অনেক দূর চলে গেলেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ قُرَادٍ وَأَبِىْ قَتَادَةَ ، وَجَابِرٍ وَيَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ ، وَأَبِىْ مُوْسٰى ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَبِلَالِ بْنِ الْحٰرِثِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

وَيُرْوٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِنَّهُ كَانَ يَرْتَادُ لِبَوْلِهِ مَكَانًا كَمَا يَرْتَادُ مَنْزِلاً .

وَأَبُوْ سَلَمَةَ اِسْمُهُ : عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِىُّ .

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী কুরাদ, আবূ কাতাদা, জাবির, উবায়দ,আবূ মূসা, ইব্‌ন আব্বাস ও বিলাল ইবনুল হারিছ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

রাসূল ﷺ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি অবস্থানের জন্য যেমন পছন্দসই জায়গা তালাশ করে নিতেন তেমনি পেশাবের জন্যও নরম স্থান তালাশ করে নিতেন।

আবূ সালমার পূর্ণনাম হল, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদির রাহমান ইব্‌ন আওফ আয-যুহ্‌রী।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِى الْمُغْتَسَلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসল করার স্থানে পেশাব করা অপছন্দনীয়

٢١ . حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى مَرْدُوَيْهِ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ فِىْ مُسْتَحَمِّهِ وَقَالَ : اِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ .

২১. আলী ইব্‌ন হুজর ও আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা (র.)......আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ গোসলখানায়[১] পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাধারণতঃ এ থেকেই ওয়াস্‌ওয়াসার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، لاَنَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ . وَيُقَالُ لَهُ اَشْعَثُ الاَعْمٰى .

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْبَوْلَ فِى الْمُغْتَسَلِ ، وَقَالُوْا : عَامَّةُ الْوَسْوَاسِ

১. আলাদা পেশাব ও পায়খানার ব্যবস্থা নেই অনুরূপ গোসলখানা।

مِنْهُ . وَرَخَّصَ فِيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ إِبْنُ سِيْرِيْنَ وَقِيْلَ لَهُ : انَّهُ يُقَالُ انَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ ؟ فَقَالَ رَبُّنَا اللّٰهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَدْ وُسِّعَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُغْتَسَلِ إِذَا جَرَى فِيْهِ الْمَاءُ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الاٰمُلِيُّ عَنْ حِبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ .

এই বিষয়ে অপর এক সাহাবী থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। আশ'আছ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌র সূত্র ব্যতীত মারফূ' হিসাবে এটি রিওয়ায়াত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আশ্'আছ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌কে আশআছ আল-আ'মা বলেও অভিহিত করা হয়।

আলিমগণের এক দল গোসলখানায় পেশাব করা অপছন্দ করেছেন। তাদের মতে সাধারণত এ থেকেই ওয়াস্-ওয়াসার সৃষ্টি হয়। কোন কোন আলিম ফকীহ্ অবশ্য এই ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন।। এদের মধ্যে ইব্‌ন সীরীন (র.) অন্যতম। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, সাধারণতঃ এ থেকেই ওয়াস্‌ওয়াসার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌ই আমাদের রব। তাঁর সাথে আমরা কাউকে শরীক করি না।

ইবনুল মুবারক বলেনঃ পানি যদি স্থির না থেকে বেয়ে সরে যায় তবে সেইরূপ গোসলখানায় পেশাব করাতে ক্ষতি নেই।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আহমদ ইব্‌ন আবদাতা আল-আমুলী স্বীয় সনদে ইবনুল মুবারক থেকে উক্ত কথাটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মিসওয়াক করা

٢٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ .

২২. আবূ কুরায়ব (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি না হত তা হলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করতে তাদের নির্দেশ দিতাম।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِبْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

وَحَدِيْثُ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِبْنِ خَالِدٍعَنِ النَّبِيِّ ﷺ كِلاَهُمَا عِنْدِيْ صَحِيْحٌ لِاَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثُ . وَحَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّمَا صَحَّ لِاَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ فَزَعَمَ أَنَّ حَدِيْثَ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ، وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ، وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأُمِّ حَبِيْبَةَ ، وَأَبِيْ أُمَامَةَ ، وَأَبِيْ أَيُّوْبَ ، وَتَمَّامِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ وَاَبِيْ مُوْسٰى .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)......আবূ সালমার সূত্রে যায়দ ইব্ন খালিদ থেকেও এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে।

আবূ সালমার সূত্রে আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত উভয় হাদীছই আমার জানা মতে সহীহ। কেননা, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছটি আরো বহু সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। তবে মুহাম্মাদ (র.) আবূ সালমার সূত্রে যায়দ ইব্ন খালিদ বর্ণিত হাদীছটি অধিকতর সহীহ বলে ধারণা পোষণ করেন।

এই বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক, আলী, আইশা, ইব্ন আব্বাস, হুযায়ফা, যায়দ ইব্ন খালিদ, আনাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর, ইব্ন উমর, উম্মু হাবীবা, আবূ উমামা, আবূ আয়্যুব, তাম্মাম ইব্ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হানযালা, উম্মু সালমা, ওয়াছিলা ইবনুল আসকা এবং আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٣. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَلَاَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ . قَالَ : فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلٰى اُذُنِهِ مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ لاَيَقُوْمُ اِلَى الصَّلاَةِ اِلاَّ اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ اِلٰى مَوْضِعِهِ .

২৩. হান্নাদ (র.)......যায়দ ইব্‌ন খালিদ আল–জুহানী (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূল ﷺ –কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে এই আশংকা যদি না হত তাহলে প্রতি সালাতের সময় তাদের আমি মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম আর রাত্রের এক তৃতীয়াংশ সময় পর্যন্ত ইশার সালাত পিছিয়ে নিতাম।

রাবী বলেনঃ লিপিকার তার কলম কানের যে স্থানে গুঁজে রাখে তেমনি হযরত যায়দ ইব্‌ন খালিদ (রা.) কানে মিসওয়াক গুঁজে রেখে সালাতের জন্য মসজিদে হাযির হতেন। সালাতে দাঁড়ানোর সময় তিনি মিসওয়াক করে নিতেন এবং পুনরায় তা স্বস্থানে রেখে দিতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِّنْ مَّنَامِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রাভঙ্গের পর হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবেশ না করানো

٢٤. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ يُقَالُ : هُوَ مِنْ وَلَدِ بُسْرِ بْنِ اَرْطَاةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِىْ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ، فَاِنَّهُ لاَيَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ .

২৪. হযরত ﷺ –এর অন্যতম সাহাবী বুসর ইব্‌ন আরতাতের বংশধর আবুল ওয়ালীদ আহমদ ইব্‌ন বাক্কার আদ্–দিমাশকী (র.)–আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ তোমাদের কেউ যদি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তবে সে হাতে দুই বা তিন বার পানি না ঢেলে তা পাত্রে ঢুকাবে না। কারণ, সে জানেনা তার হাত কোন কোন স্থানে রাত কাটিয়েছে।

وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأُحِبُّ لِكُلِّ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ ، قَائِلَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَهَا :

أَنْ لاَيُدْخِلَ يَدَهُ فِيْ وَضُوْئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا . فَاِنْ اَدْخَلَ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يَّغْسِلَهَا كَرِهْتُ ذٰلِكَ لَهُ ، وَلَمْ يُفْسِدْ ذٰلِكَ الْمَاءَ اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلٰى يَدِهِ نَجَاسَةٌ .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ مِنَ اللَّيْلِ فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْ وَضُوْئِهِ قَبْلَ اَنْ يَّغْسِلَهَا فَاَعْجَبُ اِلَىَّ اَنْ يُهْرِيْقَ الْمَاءَ .

وَقَالَ إِسْحٰقُ : اِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ اَوْبِالنَّهَارِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِيْ وَضُوْئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا .

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমর, জাবির ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

ইমাম শাফিঈ বলেনঃ আমি ভাল মনে করি, দিনে হোক বা রাতে হোক ঘুম থেকে জেগে উঠে কেউ যেন হাত না ধুয়ে তা উযূর পানিতে প্রবেশ না করায়। অধৌত হাত পাত্রে প্রবেশ করানো আমি মাকরূহ মনে করি। কিন্তু হাতে কোন নাপাকী না থাকলে তাতে পানি ফাসিদ বা বিনষ্ট হবে না। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল বলেনঃ যদি রাতে কেউ জাগরিত হয় আর সে হাত না ধুয়ে তা উযূর পানি রাখা পাত্রে ঢুকিয়ে দেয় তবে সে পানি ফেলে দেওয়াই আমার নিকট উত্তম।

ইসহাক (র.) বলেনঃ রাতে বা দিনে যে কোন সময় ঘুম থেকে জাগরিত হলে হাত না ধুয়ে তা উযূর বরতনে ঢুকাবে না।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা

٢٥. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِيْ ثِقَالٍ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَوُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

২৫. নাসর ইব্‌ন আলী ও বিশ্‌র ইব্‌ন মু'আয আল-আকাদী (র.).....রাবাহ ইব্‌ন আবদির রাহমান ইব্‌ন আবী সুফইয়ান ইব্‌ন হুওয়ায়তিব (র.) তাঁর পিতামহী থেকে বর্ণনা করেন। আমার পিতা রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাম নিবে না, তার উযূ হবে না।[১]

১. উযূ হয়ে যাবে কিন্তু তার পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنَسٍ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لاَ أَعْلَمُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثًا لَهُ إِسْنَادٌ جَيِّدٌ .

وَقَالَ إِسْحٰقُ : اِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا أَعَادَ الْوُضُوْءَ ، وَاِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ مُتَاوِّلاً : أَجْزَأَهُ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمٰعِيْلَ : اَحْسَنُ شَيْءٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيْهَا وَأَبُوْهَا سَعِيْدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ .

وَأَبُوْ ثِقَالٍ الْمُرِّىُّ اِسْمُهُ " ثُمَامَةُ بْنُ حُصَيْنٍ " .

وَرَبَاحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ "أَبُوْبَكْرِ بْنِ حُوَيْطِبٍ" مِنْهُمْ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ . فَقَالَ "عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ حُوَيْطِبٍ" فَنَسَبَهُ اِلٰى جَدِّهِ .

এই বিষয়ে হযরত আইশা, আবূ হুরায়রা, আবূ সাঈদ খুদরী, সাহল ইব্‌ন সা'দ ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম আহ্‌মদ বলেছেন, এই বিষয়ে এমন কোন হাদীছ আমার জানা নেই, যে হাদীছটির সনদ জায়্যিদ বা উত্তম বলা যেতে পারে। ইমাম ইসহাক (র.) বলেনঃ ইচ্ছাপূর্বক "বিসমিল্লাহ' বলা পরিত্যাগ করলে পুনরায় উযূ করতে হবে। ভুলক্রমে কিংবা ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার আলোকে বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে পুনরায় উযূর দরকার হবে না। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে রাবাহ্ ইব্‌ন আবদির রাহমান বর্ণিত হাদীছটিই অধিক উত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাবাহ্ ইব্‌ন আবদির রাহমানের পিতামহীর পিতা হলেন সাঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন নুফায়ল। রাবী আবূ ছিকাল আল-মুররীর নাম হল ছুমামা ইব্‌ন হুসায়ন। রাবাহ ইব্‌ন আবদির রাহমানই হচ্ছেন আবূ বাক্‌র ইব্‌ন হুওয়ায়তিব। রাবীদের কেউ কেউ এই হাদীছের বর্ণনায় পিতামহ হুওয়ায়তিবের প্রতি সম্পর্কিত করে আবূ বাকর ইব্‌ন হুওয়ায়াতিব রূপে তাঁকে উল্লেখ করেছেন।

٢٦. **حَدَّثَنَا** اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ

عَيَاضٍ عَنْ أَبِىْ ثِقَالٍ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ عَنْ جَدَّتِهِ بِنْتِ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : مِثْلَهُ .

২৬. হাসান ইব্‌ন আলী আল-হুলওয়ানী (র.)......সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَجَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ : رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " .

২৭. কুতায়বা (র.).......সালমা ইব্‌ন কায়স (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যখন উযূ করবে তখন নাকে পানি ঢেলে তা ঝেড়ে ফেলবে। আর কুলুখ ব্যবহার করলে তা বেজোড় সংখ্যায় করবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَلَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِىْ كَرِبَ ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ إِذَا تَرَكَهُمَا فِى الْوُضُوْءِ حَتّٰى صَلّٰى أَعَادَ الصَّلَاةَ . وَرَأَوْ ذٰلِكَ فِى الْوُضُوْءِ وَالْجَنَابَةِ سَوَاءً . وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ أَبِىْ لَيْلٰى وَعَبْدُاللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ. وَقَالَ أَحْمَدُ الْإِسْتِنْشَاقُ أَوْكَدُ مِنَ الْمَضْمَضَةِ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : يُعِيْدُ فِى الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيْدُ فِى الْوُضُوْءِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبَعْضِ أَهْلِ الْكُوْفَةِ .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَايُعِيْدُ فِى الْوُضُوْءِ وَلَافِى الْجَنَابَةِ لِأَنَّهُمَا سُنَّةٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، فَلَا تَجِبُ الْإِعَادَةُ عَلٰى مَنْ تَرَكَهُمَا فِى الْوُضُوْءِ وَلَا فِى الْجَنَابَةِ .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ فِىْ أُخْرَةٍ .

এই বিষয়ে 'উছমান, লাকীত ইব্‌ন সাবিরা, ইব্‌ন 'আব্বাস, মিকদাম ইব্‌ন মা'দী কারিব, ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সালমা ইব্‌ন কায়স বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ্।

নাকে পানি দেওয়া ও কুলি করা ছেড়ে দিলে তার বিধান সম্পর্কে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের একদল বলেনঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ছেড়ে দিয়ে কেউ যদি উযূ করে এবং সে উযূ দিয়ে সালাত আদায় করে তবে তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। উযূ ও ফরয গোসল উভয়ক্ষেত্রে বিধান একই। ইব্‌ন আবী লায়লা, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুবারাক, আহমদ, ইসহাক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেনঃ কুলি করা অপেক্ষা নাকে পানি দেওয়ার বিষয়টি অধিকতর তাকীদপূর্ণ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ 'আলিমদের অপর একদল বলেনঃ এমতাবস্থায় ফরয গোসল পুনরায় করতে হবে; উযূ পুনরায় করতে হবে না। সুফইয়ান ছাওরী এবং কূফাবাসী আলিমগণের কারো কারো মত অনুরূপ।

অপর একদল 'আলিম বলেনঃ উযূ ও ফরয গোসল কোনটাই পুনরায় করতে হবে না। এ হল ইমাম মালিক ও শাফি'ঈ–এর অভিমত।[১]

بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ একই কোষে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

٢٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا .

২৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একই কোষে আমি রাসূল ﷺ–কে কুলি করতে ও নাকে পানি দিতে দেখেছি। তিনি এরূপ তিনবার করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَقَدْ رَوَى مَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَلَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْحَرْفَ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَّاحِدٍ"

১. হানাফী মাযহাব মতে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া উযূতে সুন্নাত কিন্তু ফরয গোসলে তা ফরয।

وَانَّمَا ذَكَرَهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثِقَةٌ حَافِظٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ يُجْزِئُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَفْرِيْقُهُمَا اَحَبُّ اِلَيْنَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : اِنْ جَمَعَهُمَا فِىْ كَفٍّ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَاِنْ فَرَّقَهُمَا فَهُوَ اَحَبُّ اِلَيْنَا .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান গরীব। 'আমর ইব্ন ইয়াহ্ইয়ার সূত্রে মালিক ও ইব্ন 'উয়ায়না এবং আরো একাধিক রাবী এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু "রাসূল ﷺ একই কোষে কুলি করেছেন ও নাকে পানি দিয়েছেন"- বাক্যটি তারা উল্লেখ করেন নি। কেবলমাত্র খালিদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ এটির উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিছগণের নিকট খালিদ নির্ভরযোগ্য ও হাফিজুল হাদীছ হিসাবে স্বীকৃত।

'আলিমগণের কেউ কেউ বলেনঃ উযূতে একই কোষে কুলি করলে ও নাকে পানি দিলে তা যথেষ্ট বলে গণ্য হবে। অপর এক দল বলেনঃ আমাদের নিকট পৃথক পৃথক কোষে কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া অধিক পছন্দনীয়। ইমাম শাফিঈ বলেনঃ একই কোষে তা করা জায়েয হবে বটে; কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে করাই আমার নিকট উত্তম।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ দাড়ি খিলাল করা

٢٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ أَبِى الْمُخَارِقِ أَبِىْ أُمَيَّةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ : رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ، فَقِيْلَ لَهُ أَوْ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ اَتُخَلِّلُ لِحْيَتَكَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِىْ ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ " .

২৯. ইব্ন আবী উমর (র.)........হাস্সান ইব্ন বিলাল (র.) বর্ণনা করেন যে, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.)-কে দেখলাম তিনি উযূ করছেন। সে সময় তিনি দাড়িও খিলাল করলেন। আমি তাঁকে বললাম (বর্ণনান্তরে তাঁকে বলা হল), আপনি দাড়ি খিলাল করছেন? তিনি বললেনঃ রাসূল ﷺ-কে আমি দাড়ি খিলাল করতে দেখেছি। সুতরাং আমি তা থেকে বিরত থাকব কেন ?

.٣٠ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلاَلٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩০. ইব্‌ন আবী উমর (র.)......সুফইয়ান- সাঈদ ইব্‌ন আবী 'আরূবা-কাতাদা- হাস্‌সান ইব্‌ন বিলাল (র.) আম্মার (রা.) সূত্রেও হাদীছটির অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَأَنَسٍ ، وَابْنِ أَبِىْ أَوْفَى ، وَأَبِىْ أَيُّوْبَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : وَسَمِعْتُ إِسْحٰقَ بْنَ مَنْصُورٍ ، يَقُوْلُ : قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : لَمْ يَسْمَعْ عَبْدُ الْكَرِيْمِ مِنْ حَسَّانِ بْنِ بِلاَلٍ حَدِيْثَ التَّخْلِيْلِ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ : أَصَحُّ شَيْءٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثُ عَامِرِبْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَالَ بِهٰذَا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : رَأَوْا تَخْلِيْلَ اللِّحْيَةِ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَحْمَدُ : إِنْ سَهَا عَنْ تَخْلِيْلِ اللِّحْيَةِ فَهُوَ جَائِزٌ .

وَقَالَ إِسْحٰقُ : إِنْ تَرَكَهُ نَاسِيًا أَوْ مُتَأَوِّلاً أَجْزَاهُ ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَامِدًا أَعَادَ .

আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে উছমান, আইশা, উম্মু সালামা, আনাস, ইব্‌ন আবী আওফা ও আবূ আয়্যুব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.).......ইব্‌ন 'উয়ায়না (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ হাস্‌সান ইব্‌ন বিলাল থেকে আবদুল করীম (র.) খিলাল সম্পর্কিত হাদীছটি শুনেননি।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন, এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে আমির ইব্‌ন শাকীক-আবূ ওয়াইল-উছমান (রা.) সূত্রে বর্ণিত হাদীছটি সবচেয়ে সহীহ। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী ও পরবর্তীযুগের অধিকাংশ আলিম দাড়ি খিলালের বিধান দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ বলেনঃ কেউ যদি দাড়ি খিলাল ভুলে যায় তবে তাতে অসুবিধা নেই, তা জায়েয। ইমাম ইসহাক বলেন, কেউ যদি ভুলে বা ভিন্ন কোন ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে তা ছেড়ে দেয় তবে তাতে উযূ হয়ে যাবে। কিন্তু স্বেচ্ছায় যদি তা পরিত্যাগ করে তবে পুনরায় উযূ করতে হবে।

٢١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيْلَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ " أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ " .

৩১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......'উছমান ইব্‌ন 'আফফান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مَسْحِ الرَّأْسِ
أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ اِلٰى مُؤَخَّرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মাসহের সময় সামনে থেকে শুরু করে পিছনের দিকে যেতে হবে

٣٢. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى الْقَزَّازُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ "أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ : بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلٰى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتّٰى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ اَلَّذِىْ بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ " .

৩২. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর দুই হাতে মাথা মাসহে করেছেন। উভয় হাতকে সামনে ও পিছনে নিয়েছেন। মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে শুরু করে হাত দু'টি মাথার পিছন দিকে নিয়ে গেছেন। এরপর হাত দু'টি আবার যে স্থান থেকে শুরু করেছিলেন সে স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। তারপর তাঁর দুই পা ধুয়েছেন।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَالْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِىْ كَرِبَ وَعَائِشَةَ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ اَصَحُّ شَىْءٍ فِى الْبَابِ وَاَحْسَنُ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

এই বিষয়ে মু'আবিয়া, মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব ও আইশা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ বর্ণিত হাদীছটি সবচেয়ে সহীহ ও উত্তম। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাসহে মাথার পিছন থেকে শুরু করা প্রসঙ্গে

٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ : بَدَأَ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ ، وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا . ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا " .

৩৩. কুতায়বা (র.).......রুবায়্যি' বিনত মু'আব্বিয ইব্ন 'আফরা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর মাথা দুইবার মাসহে করেন। তিনি মাথার পিছন থেকে শুরু করেন পরে সম্মুখ ভাগে তা শেষ করেন এবং কানের সম্মুখ ও পিছন উভয় ভাগও মাসহে করেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَحَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ أَصَحُّ مِنْ هٰذَا وَأَجْوَدُ اِسْنَادًا .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكُوْفَةِ اِلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ ، مِنْهُمْ وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। এর তুলনায় আবদুল্লাহ ইব্ন যায়দ বর্ণিত হাদীছটি অধিক সহীহ ও উত্তম। ওয়াকী ইব্নুল জার্রাহ-এর মত কূফাবাসী আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ একবার মাথা মাসহে করা

٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ اِبْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ : أَنَّهَا رَأَتِ النَّبِيَّ ﷺ . يَتَوَضَّأُ، قَالَتْ : وَمَسَحَ مَاأَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

৩৪. কুতায়বা (র.).......রুবায়্যি' বিন্ত মুআব্বিয ইব্ন 'আফরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে উযূ করতে দেখেছেন। রুবায়্যি' বলেনঃ তিনি তাঁর মাথার সম্মুখ ভাগ ও পশ্চাৎ ভাগ, কানপট্টি এবং তাঁর দুইকান একবার মাসহে করলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَجَدِّ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ بْنِ عَمْرٍو .
قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَحَدِيْثُ الرُّبَيِّعِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .
وَقَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : "أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً .
وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .
وَبِهِ يَقُوْلُ جَعْفَرُبْنُ مُحَمَّدٍ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ : رَأَوْا مَسْحَ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ : أَيُجْزِئُ مَرَّةً ؟ فَقَالَ إِىْ وَاللّٰهِ .

এই বিষয়ে 'আলী এবং তালহা ইব্ন মুসাররিফ ইব্ন আমরের পিতামহ থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রুবায়্যি' বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। একাধিক ভাবে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর মাথা একবার মাসেহ করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর সাহাবী ও পরবর্তী আলিমদের অধিকাংশ এই হাদীছ অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদ, সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাক ও মাথা মাসহ একবার করার মত পোষণ করেন।

মুহাম্মাদ ইব্ন মানসূর (র.) বলেন যে, আমি শুনেছি সুফইয়ান ইব্ন উয়ায়না বলেছেনঃ আমি জা'ফার ইব্ন মুহাম্মাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, একবার মাথা মাসহে করলে যথেষ্ট হবে কি? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّهُ يَأْخُذُ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ মাথা মাসহের জন্য নতুন পানি লওয়া প্রসঙ্গে

٣٥. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحٰرِثِ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ : "أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ، وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ " .

৩৫. 'আলী ইব্ন খাশরাম (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে উযূ করতে দেখেছেন। রাসূল ﷺ হাতে লেগে থাকা পানি ছাড়াও অন্য পানি নিয়ে সে সময় তাঁর মাথা মাসহে করলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوَى ابْنُ لَهِيْعَةَ هذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَأَنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ " .

وَرِوَايَةُ عَمْرِو بْنِ الْحرِثِ عَنْ حَبَّانَ أَصَحُّ ، لاَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَغَيْرِهِ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا " .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : رَأَوْا أَنْ يَأْخُذَ لِرَأْسِهِ مَاءً جَدِيْدًا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

ইব্‌ন লাহী'আ (র.)ও হাব্‌বান (র.)-এর সনদে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন যে, রাসূল ﷺ হাতে বেঁচে থাকা পানি দিয়ে মাথা মাসহে করে উযূ করেছেন।

হাব্বানের সূত্রে 'আমর ইব্‌ন হারিছ বর্ণিত হাদীছটি (যা এই অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে) অধিকতর সহীহ। কেননা, একাধিক সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ মাথা মাসহে-এর জন্য নয়া পানি নিয়েছেন।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে মাথা মাসহে-এর জন্য নয়া পানি গ্রহণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا

অনুচ্ছেদ ঃ কানের সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক মাসহে করা

٣٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا " .

৩৬. হন্নাদ (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁর মাথা এবং পশ্চাৎ ও সম্মুখ ভাগসহ কান মাসহে করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنِ الرُّبَيِّعِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَرَوْنَ مَسْحَ الْأُذُنَيْنِ . ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا .

এই বিষয়ে রুবায়্যি' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের অধিকাংশ এই হাদীছ অনুসারে কানের সম্মুখ ও পিছন ভাগ মাসহে করার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ কানের বিধান মাথার সাথে সম্পৃক্ত

٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قَالَ : " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَقَالَ اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " .

৩৭. কুতায়বা (র.)......আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উযূ করার সময় তাঁর চেহারা ও হাত তিনবার ধৌত করলেন আর মাথা মাসহে করলেন। পরে বললেনঃ কানের সম্পর্ক মাথার সাথে।[১]

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ : لَاأَدْرِىْ هٰذَا مِنْ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ أَوْمِنْ قَوْلِ أَبِىْ أُمَامَةَ ؟

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَائِمِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . أَنَّ الْأُذُنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ . وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِىُّ ، وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ فَمِنَ الْوَجْهِ وَمَا أَدْبَرَ فَمِنَ الرَّأْسِ .

---

১. মাথা মাস্হ-এর সাথে কান মাস্হে করা সুন্নত।

قَالَ إِسْحٰقُ : وَاَخْتَارُ أَنْ يُمْسَحَ مُقَدَّمَهُمَا مَعَ الْوَجْهِ ، وَمُؤَخَّرَهُمَا مَعَ رَأْسِهِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : هُمَا سُنَّةٌ عَلٰى حِيَالِهِمَا : يَمْسَحُهُمَا بِمَاءٍ جَدِيْدٍ.

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ কুতায়বা রিওয়ায়াত করেন যে, হাম্মাদ বলেছেনঃ "কানের সম্পর্ক মাথার সাথে" এই কথাটি নবী ﷺ -এর উক্তি না আবূ উমামার উক্তি তা আমি জানি না।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছের সনদটি তেমন প্রতিষ্ঠিত নয়। সাহাবী ও পরবর্তীদের অধিকাংশই এই হাদীছটির অনুসরণে অভিমত দিয়েছেন যে, কানের সম্পর্ক মাথার সাথে। সুফইয়ান ছাওরী, ইব্‌নুল মুবারাক, আহমাদ ও ইসহাকের বক্তব্যও এ-ই।

আলিমদের কেউ কেউ বলেছেন, কানের সামনের অংশের সম্পর্ক হল চেহারার সাথে আর পিছনের অংশের সম্বন্ধ হল মাথার সাথে। ইসহাক বলেনঃ কানের সামনের অংশ চেহারার সাথে এবং পিছনের অংশ মাথার সাথে মাস্‌হ করা আমার নিকট পছন্দনীয়। ইমাম শাফি'ঈ বলেনঃ এ হল তাদের অবস্থান অনুসারে স্বতন্ত্র সুন্নত। নতুন করে পানি নিয়ে এ দু'টোর মাসেহ করা হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ

অনুচ্ছেদ ঃ অঙ্গুলী খিলাল করা

٣٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِىْ هَاشِمٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : "اِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ " .

৩৮. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.)......লাকীত ইব্‌ন সাবিরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ যখন উযূ করবে অঙ্গুলী খিলাল করবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَالْمُسْتَوْرِدِ وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ الْفِهْرِىُّ ، وَأَبِىْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِىُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّهُ يُخَلِّلُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ فِى الْوُضُوْءِ .

তিরমিযী শরীফ

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন ঈসা আত-তিরমিযী (র)
সংকলিত

মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
অনূদিত

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তিরমিযী শরীফ (প্রথম খণ্ড)
ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন আত-তিরমিযী (র) সংকলিত
মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৩১২

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৬২৪/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২৪৪
ISBN : 984-06-0288-8

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

তৃতীয় সংস্করণ
জুন ২০০৫
আষাঢ় ১৪১২
জমাদিউল আউয়াল ১৪২৬

মহাপরিচালক
এ জেড এম শামসুল আলম

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মূল্যঃ ৩৭৫.০০ টাকা (তিনশত পঁচাত্তর টাকা মাত্র)।

TIRMIDHI SHARIF (1st Part) : Arabic Compilation by Imam Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidhi (Rh.), translated by Moulana Farid Uddin Masoud into Bangla, edited by the Sihah Sittah Editorial Board and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 June 2005

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

সূচীপত্র

তাহারাত অধ্যায়

তাহারাত ব্যতিরেকে সালাম কবূল হয় না —৫

তাহারাতের ফযীলাত —৬

সালাতের চাবি হল তাহারাত —৮

পায়খানায় প্রবেশের দু'আ —৯

পায়খানা থেকে বের হওয়ার দু'আ —১১

পেশাব-পায়খানাকালে কিবলামুখী হওয়া নিষিদ্ধ —১২

উক্ত বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —১৩

দাঁড়িয়ে পেশাব করা নিষেধ —১৪

উক্ত বিষয়ের অনুমতি প্রসঙ্গে —১৬

পেশাব পায়খানার সময় আড়ালে যাওয়া —১৬

ডান হাতে শৌচকর্ম মাকরূহ —১৮

পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা —১৮

ইস্তিনজায় দু'টি পাথর ব্যবহার করা —১৯

যে সব বস্তু দিয়ে ইস্তিনজা মাকরূহ —২২

পানির দ্বারা ইস্তিনজা করা —২৩

ইস্তিনজার প্রয়োজন হলে রাসূল (সা.) অনেক দূরে চলে যেতেন —২৪

গোসল করার স্থানে পেশাব করা অপছন্দনীয় —২৫

মিসওয়াক করা —২৬

নিদ্রাভঙ্গের পর হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে প্রবেশ না করানো —২৮

উযূ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা —২৯
কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া —৩১
একই কোষে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া —৩২
দাড়ি খিলাল করা —৩৩
মাথা মাসহের সময় সামনে থেকে শুরু করে পিছনের দিকে যেতে হবে —৩৫
মাসহে মাথার পিছন থেকে শুরু করা প্রসঙ্গে —৩৬
একবার মাথা মাসহে করা —৩৬
মাথা মাসহের জন্য নতুন পানি লওয়া প্রসঙ্গে —৩৭
কানের সম্মুখ ও পিছন উভয় দিক মাসহে করা —৩৮
কানের বিধান মাথার সাথে সম্পৃক্ত —৩৯
অঙ্গুলী খেলাল করা —৪০
উযূতে যাদের গোড়ালি ভিজেনি তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি —৪২
উযূতে প্রতি অঙ্গ একবার একবার করে ধোয়া —৪২
উযূতে প্রতি অঙ্গ দুইবার করে ধোয়া —৪৩
উযূতে প্রতি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া —৪৪
একবার করে, দুইবার করে, তিনবার করে ধুয়ে উযূ করা —৪৫
উযূতে কিছু অঙ্গ দুইবার করে আর কিছু অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া —৪৬
নবী (সা.)-এর উযূ কেমন ছিল —৪৭
উযূর পর কিছু পানি ছিটিয়ে দেওয়া —৪৯
পরিপূর্ণভাবে উযূ করা —৪৯
উযূর পর রুমাল ব্যবহার করা —৫১
উযূ করার পর দু'আ —৫২
এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ করা —৫৪
উযূর মধ্যে পানির অপচয় পছন্দনীয় নয় —৫৫
প্রতি সালাতের জন্য উযূ করা —৫৬
এক উযূতে একাধিক সালাত আদায় করা —৫৮
পুরুষ ও নারীর একই পাত্র থেকে উযূ করা —৫৯
মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার
করা মাকরূহ —৬০

এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —৬১
পানি অশুচি হয়না —৬২
এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —৬৩
স্থির পানিতে পেশাব করা মাকরূহ —৬৪
সমুদ্রের পানি পাক —৬৪
পেশাব সম্পর্কে কঠোরতা —৬৫
দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়া —৬৬
হালাল পশুর পেশাব —৬৭
বাতকর্মের কারণে উযূ করা —৬৯
নিদ্রার কারণে উযূ —৭০
আগুনে পাকানো খাদ্য আহারের উযূ করা-৭২
আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযূ না করা —৭৩
উটের গোশ্ত আহারে উযূ —৭৫
লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযূ —৭৭
লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযূ না করা —৭৯
চুম্বনের কারণে উযূ না করা —৮০
বমি ও নাকসিরের কারণে উযূ —৮১
নবীয (ফল ভিজানো পানি) দ্বারা উযূ করা —৮৩
দুধ পান করে কুলি করা —৮৪
উযূ ছাড়া সালামের জওয়াব দেওয়া পছন্দনীয় নয় —৮৫
কুকুরের উচ্ছিষ্ট —৮৬
বিড়ালের উচ্ছিষ্ট —৮৬
চামড়ার মোযায় মাসহে করা —৮৮
মুসাফির ও মুকীমের জন্য চামড়ার মোযায় মাসহে করা —৯০
মোযার উপর ও নীচ উভয় দিকে মাসহে করা —৯২
চামড়ার মোযার উপরিভাগ মাসহে করা —৯৩
কাপড়ের মোযা ও চপ্পলের উপর মাসহে করা —৯৪
পাগড়িতে মাসহে করা প্রসঙ্গে —৯৫
জানাবাতের গোসল —৯৭

গোসলের সময় মহিলাদের বেণী খুলতে হবে কি-না —৯৯
প্রতিটি লোমকূপের নীচে অপবিত্রতা বিদ্যমান —৯৯
গোসলের পর উযূ করা —১০০
স্বামী-স্ত্রীর খাত্না স্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয —১০১
বির্যস্খলনের সাথেই গোসল ফরয হওয়ার সম্পর্ক —১০২
ঘুম থেকে জেগে যদি কেউ আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে তবে সে কি করবে —১০৪
মনী ও মযী —১০৫
কাপড়ে মযী লাগা —১০৬
কাপড়ে মনী লাগা —১০৭
মনী লাগার জন্য কাপড় ধোয়া —১০৮
জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তির গোসল না করে ঘুমানো —১০৯
ঘুমাতে চাইলে অপবিত্র ব্যক্তির উযূ করা —১১০
অপবিত্র (জুনুবী) ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা —১১১
পুরুষের মত কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় —১১২
গোসলের পর স্ত্রীর শরীর জড়িয়ে ধরে তাপ গ্রহণ —১১৩
পানি না পাওয়া গেলে জানাবাতবিশিষ্ট ব্যক্তির তায়াম্মুম করা —১১৩
মুস্তাহাযা মহিলা প্রসঙ্গে —১১৫
ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা —১১৬
ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার এক গোসলে দুই সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে —১১৭
ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রতি সালাতের জন্য গোসল করা প্রসঙ্গে —১২১
হায়য বিশিষ্ট মহিলার সালাত কাযা করতে হবে না —১২২
হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না —১২৩
হায়য বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন —১২৪
হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে একত্রে আহার করা এবং তার উচ্ছিষ্ট প্রসংগে —১২৫
হায়য বিশিষ্ট মহিলা কর্তৃক হাত বাড়িয়ে মসজিদ থেকে কিছু লওয়া —১২৬
হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে সঙ্গম হারাম —১২৬
এই ক্ষেত্রে কাফ্ফারা প্রদান প্রসঙ্গে —১২৮

কাপড় থেকে হায়যের রক্ত ধৌত করা —১২৯
নেফাস বিশিষ্ট মহিলাকে কতদিন সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকতে হবে ? —১৩০
এক গোসলে একাধিক স্ত্রীর সাথে মিলন —১৩২
জুনুবী ব্যক্তি পুনরায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে উযূ করে নিবে —১৩৩
ইকামত হওয়ার পরও কেউ শৌচাগার গমনের প্রয়োজন অনুভব করলে আগেই তা সেরে নিবে —১৩৪
পথের আবর্জনা মাড়িয়ে আসার কারণে উযূ —১৩৫

তায়াম্মুম

তায়াম্মুম —১৩৭
জুনুবী না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যায় —১৪০
মাটিতে পেশাব লাগলে —১৪১

সালাত অধ্যায়

সালাতের ওয়াক্ত —১৪৫
এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —১৪৭
এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ —১৪৮
গালাস বা আঁধারের রেশ থাকতেই ফজর আদায় করা —১৫০
ইসফার বা চুতর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করা —১৫১
শীঘ্র যুহরের সালাত আদায় করা —১৫২
গরমের দিনে বিলম্ব করে যুহর আদায় করা —১৫৩
আসরের সালাত জলদী আদায় করা —১৫৬
আসরের সালাত পিছিয়ে আদায় করা —১৫৭
মাগরিবের ওয়াক্ত —১৫৮
'ইশার ওয়াক্ত —১৫৯
'ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা —১৬০
'ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং 'ইশার পর গল্প-সল্প করা মাকরূহ —১৬১
'ইশার পর কথাবার্তা বলার অনুমতি প্রসঙ্গে —১৬২

প্রথম ওয়াক্তের ফযীলত —১৬৪
আসরের ওয়াক্ত ভুলে গেলে —১৬৬
ইমাম যদি সালাত আদায়ে বিলম্ব করেন তবে অন্যদের জন্য তা শীঘ্র আদায় করা প্রসঙ্গে —১৬৭
সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়লে —১৬৮
সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে —১৬৯
কারো যদি একাধিক সালাত কাযা হয়ে যায় তবে কোন্ সালাত থেকে তা আরম্ভ করবে —১৭০
"সালাতু'ল উস্‌তা" হল আসরের সালাত; কেউ কেউ বলেন, এ হল যুহরের সালাত —১৭২
আসর ও ফজরের পর সালাত আদায় করা মাকরূহ —১৭৪
আসরের পর সালাত —১৭৫
মাগরিবের পূর্বে সালাত আদায় করা —১৭৭
কেউ যদি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাকাআত পায় —১৭৮
মুকীম অবস্তায় দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা —১৭৯

আযান

আযানের সূচনা প্রসঙ্গে —১৮১
আযানে 'তারজী' করা —১৮৩
ইকামতের কালেমাগুলো একবার করে বলা —১৮৫
ইকামতের কালেমাগুলো দুইবার করে উচ্চারণ করা —১৮৫
ধীর লয়ে আযান দেওয়া —১৮৭
আযানের সময়ে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করানো —১৮৮
ফজরের সালাতের জন্য তাছবীব অর্থাৎ আযানের পর পুনরাহবান —১৮৯
যে আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে —১৯১
উযূ ছাড়া আযান দেওয়া মাকরূহ —১৯২
ইকামতের বিষয়ে ইমামের হক বেশী —১৯৪
রাত (তাহাজ্জুদ)-এর আযান —১৯৪
আযানের পর মসজিদ ছেড়ে বের হওয়া মাকরূহ —১৯৭

তাকবীর কালে হাতের অঙ্গুলীসমূহ প্রসারিত করে রাখা —২২৮
তাকবীরে উলার ফযীলত —২২৯
সালাতের শুরুতে কি বলবে —২৩১
সালাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে না পড়া —২৩৩
সালাতে জোরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া —২৩৪
সালাতে আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন—এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করা—২৩৫
ফাতিহা ব্যতীত সালাত হয় না —২৩৬
আমীন বলা —২৩৭
আমীন বলার ফযীলত —২৩৯
সালাতে দুইবার নীরবতা প্রসঙ্গে —২৩৯
সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা —২৪১
রুকূ ও সিজদার সময় তাকবীর বলা —২৪২
এ সম্পর্কে আর একটি অনুচ্ছেদ —২৪২
রুকূ-এর সময় হাত তোলা —২৪৩
রাসূল (সা.) প্রথমবার ব্যতীত অন্য কোন সময় হাত তুলেননি —২৪৫
রুকূতে হাটুদ্বয়ে হাত রাখা —২৪৬
রুকূর সময় হাত দু'টি শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা —২৪৮
রুকূ এবং সিজদার তাসবীহ —২৪৯
রুকূ এবং সিজদায় কিরাআত নিষিদ্ধ —২৫১
যদি কেউ রুকূ এবং সিজদায় পিঠ স্থির না রাখে —২৫১
রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় কি বলবে ? —২৫২
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৫৪
সিজদার সময় দুই হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখা —২৫৫
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৫৬
নাক ও কপালের উপর সিজদা প্রদান —২৫৬
সিজদার সময় চেহারা কোথায় রাখবে ? —২৫৭
সপ্ত অঙ্গে সিজদা প্রদান —২৫৮
সিজদার সময় দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখা —২৫৯
সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন —২৬০

এগারো

সিজদায় ভূমিতে হস্তদ্বয় স্থাপন করা এবং দুই পা খাড়া রাখা —২৬১
রুকূ ও সিজদা থেকে মাথা তুলে পিঠ সোজা রাখা —২৬২
ইমামের আগে রুকূ ও সিজদায় যাওয়া মাকরূহ —২৬৩
দুই সিজদার মাঝে নিতম্ব ভূমিতে রেখে দুই হাঁটু খাড়া করে বসা মাকরূহ —২৬৪
এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে —২৬৫
দুই সিজদার মাঝে দু'আ —২৬৬
সিজদার সময় কিছুতে ভর দেওয়া —২৬৭
সিজদা থেকে কিভাবে দাঁড়াবে —২৬৮
এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ —২৬৮

মহাপরিচালকের কথা

'হাদীস' মানব জাতির বিশেষত মুসলিম উম্মাহ্র এক অমূল্য সম্পদ। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক উৎস হিসেবে কুরআন মজীদের পরই মহানবী (সা)-এর হাদীসের স্থান। হাদীস যেমন কুরআন মজীদের নির্ভুল ব্যাখ্যা, অনুরূপভাবে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি, আদর্শ, তাঁর কথা, কাজ, হিদায়াত ও উপদেশাবলীর বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় মানব জীবনে কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থার বিশ্লেষিত রূপই হচ্ছে মহানবী (সা)-এর পবিত্র হাদীস বা সুন্নাহ্।

সিহাহ্ সিত্তাহ্ভুক্ত ছয়টি হাদীস গ্রন্থের মধ্যে তিরমিযী শরীফ অন্যতম। তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) কঠোর পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে জামি'আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফে অন্তর্ভুক্ত হাদীসগুলো সংকলন করেন। এতে মোট ৩৮১২ খানা হাদীস সংকলিত হয়েছে। তার মধ্যে পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ৮৩টি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত শাহ্ আবদুল আযীয দেহলভী (র) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে বলেন, "এই হাদীস গ্রন্থ সুসজ্জিত এবং এতে হাদীসগুলো অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে সংকলিত হয়েছে এবং পুনরুক্ত হাদীসের সংখ্যা এতে খুবই কম।" তিরমিযী শরীফের বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ফকীহ্গণের মতামত তুলে ধরা ছাড়াও বিভিন্ন মাযহাবের দলীল-প্রমাণসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।

তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ 'সহীহ্', 'হাসান', 'যঈফ', 'গরীব', 'মু'আল্লাল' প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের (বর্ণনাকারী) নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীস জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ শরীয়তের অন্যতম উৎস মহানবী (সা)-এর হাদীস গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনুবাদের এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে সিহাহ্-সিত্তাহ্র সবগুলো হাদীস গ্রন্থ অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠক মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই সুবিখ্যাত হাদীস গ্রন্থটি অনুবাদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ অনুবাদকর্মটি সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মূলের সাথে যথাযথ সংগতিপূর্ণ করা হয়েছে।

আমরা আশা করি হাদীসের জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

আল্লাহ্ আমাদের এ নেক প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমীন !

এ জেড এম শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

ইসলাম এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত একমাত্র দীন বা জীবন ব্যবস্থা। এটি বর্তমান বিশ্বে বিদ্যমান ও ব্যাপকভাবে অনুসৃত ধর্মসমূহের মধ্যে দ্রুত বর্ধনশীল একটি ধর্ম। একবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় এসে চৌদ্দশ' বছরের ব্যবধানে এর অনুসারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি একশ মানব সন্তানের মধ্যে উনত্রিশ জন। পৃথিবীর এমন কোনো মানব অঞ্চল নেই যেখানে এই ধর্মের কোনো অনুসারী নেই।

ইসলামী শরী'য়াত তথা জীবন বিধানের মূল উৎস আল্লাহ্ তা'আলার কালাম কুরআন মজীদের পর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর পবিত্র হাদীসের স্থান। মহানবী (সা)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণী, তাঁর কর্ম এবং মৌন সমর্থন ও অনুমোদন হচ্ছে হাদীস বা সুন্নাহ্। পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী শরী'য়াতের বিভিন্ন হুকুম-আহকাম ও দিকনির্দেশনার জন্য হাদীসের বিকল্প নেই। এইজন্য হাদীস হচ্ছে ইসলামী শরীয়ার দ্বিতীয় উৎস।

মহানবী (সা)-এর আমলে এবং তাঁর তিরোধানের অব্যবহিত পরে মুসলিম দিগ্বিজয়ীরা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ সময় দুর্গম পথের অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে যে কয়জন অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্র অন্তর্ভুক্ত হাদীস গ্রন্থ জামি'আত্-তিরমিযী বা তিরমিযী শরীফের সংকলক হযরত হাফিয আবূ 'ঈসা মুহাম্মদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরা ইব্ন শাদ্দাদ আত-তিরমিযী (র) অন্যতম। এই গ্রন্থে মোট ৩৮১২টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে হাদীস সম্পর্কে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম বিচার শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বুখারী অথবা মুসলিম শরীফ অপেক্ষা তিরমিযী শরীফ আকারে ছোট এবং এতে সংকলিত হাদীস সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে কম। এতে পুনরুক্ত হাদীস নেই বললেই চলে। মাত্র ৮৩টি পুনরুক্ত হাদীস রয়েছে। তিরমিযী শরীফের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে প্রতিটি হাদীসের সনদের বর্ণনায় বিশ্লেষণাত্মক মন্তব্য রয়েছে এবং প্রতিটি হাদীস বর্ণনার শেষে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন ইমামের মতামত এবং তাঁদের যুক্তি-প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছে। তিরমিযী শরীফের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে হাদীসের প্রকারভেদ অর্থাৎ সহীহ, হাসান, যঈফ, গরীব, মু'আল্লাল প্রভৃতি যথাস্থানে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাবীদের নাম, উপনাম, উপাধি ইত্যাদি মূল্যবান তথ্য এবং হাদীসের জ্ঞান লাভের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় পূর্ণাঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়েছে।

মাতৃভাষার দিক থেকে বিশ্ব মুসলিমের মধ্যে বাংলাভাষী মুসলিমের সংখ্যা শীর্ষস্থানে। এই বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলায় মহানবী (সা)-এর বাণী পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অনুবাদ বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ সব হাদীসগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদের এক বৃহৎ কর্মসূচি গ্রহণ করে। এই কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ উল্লেখযোগ্য সব হাদীসগ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তিরমিযী শরীফের অনুবাদের কাজও বহু পূর্বেই শেষ হয় এবং পাঠক মহলে তা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। এই ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার ছয় খণ্ডে সমাপ্য তিরমিযী শরীফের ১ম খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা যতদূর সম্ভব নিখুঁত তরজমার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। তারপরও কারো কাছে কোনো ভুল ধরা পড়লে আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের হাদীসের জ্ঞানে উদ্ভাসিত করুন এবং সুন্নাতের পাবন্দ হবার তাওফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

১.	মাওলানা	উবায়দুল হক	সভাপতি
২.	মাওলানা	কাজী মু'তাসিম বিল্লাহ্	সদস্য
৩.	মাওলানা	রিজাউল করীম ইসলামাবাদী	"
৪.	মাওলানা	মুহাম্মদ আব্দুস সালাম	"
৫.	মাওলানা	রূহুল আমীন খান	"
৬.	ডক্টর	কাজী দীন মুহম্মদ	"
৭.	মাওলানা	ফরীদ উদ্দীন মাসউদ	সদস্য সচিব

ভূমিকা

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-র উপর।

হাদীছ মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূলভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীছ সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীছ তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিণ্ড, আর হাদীছ এই হৃৎপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীছ একদিকে যেমন আল-কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীছের স্থান।

আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর উপর যে ওহী নাযিল করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীছের মূল উৎস। ওহী-এর শাব্দিক অর্থ—'ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা,—(উমদাতুল 'কারী, ১ম খঃ, পৃঃ ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান-যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত যার নাম 'কিতাবুল্লাহ্' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব, ভাষা উভয়ই আল্লাহ্র, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তা হুবহু আল্লাহ্র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান—যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلو) মাধ্যমে প্রাপ্ত; এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীছ'। এর ভাব আল্লাহ্র, কিন্তু নবী (সা.) তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায়

এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্ন ভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারত না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেন নি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর। তিনি নিজের কথা-কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদার্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাংগ জীবনাদর্শ ও জীবন-বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী (সা.) যে পন্থা অবলম্বন করেছেন—তাই হচ্ছে হাদীছ। হাদীছও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর বাণীর মধ্যেই বর্তমান রয়েছে। মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْىٌ يُّوْحٰى

'তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছা মত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন তা সবই আল্লাহ্র ওহী'—(সূরা নাজম ঃ ৩-৪)।

وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنِ

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন—তবে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম"—(সূরা আল হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন ঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানস পটে এ কথা ফুঁকে দিলেন—নির্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না"—(বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল এলেন এবং আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন"—(নাইলুল আওতার ৫ম খঃ, পৃঃ ৫৬)। "জেনে রাখ, আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিষ"—(আবূ দাঊদ, ইব্ন মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا -

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ কর এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক"—(সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র.) লিখেছেন "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীছ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (র.) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্‌মে হাদীছ। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীছের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীছ (حديث) মানে কথা, প্রাচীন ও পুরাতন-এর বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে—তাই হাদীছ। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীছ বলে। কিন্তু মুহাদ্দিছগণ এর সংগে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীছের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীছকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীছ, ফে'লী হাদীছ ও তাকরীরী হাদীছ।

প্রথমত, কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীছে তাঁর কোন কথা বিধৃত হয়েছে তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীছ বলে। দ্বিতীয়ত, মহানবী (সা.)-এর কাজকর্ম চরিত্র ও আচার আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীছে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্মমূলক) হাদীছ বলে। তৃতীয়ত, সাহাবীগণের কোন কথা বা কাজ বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগী জানা যায়। অতএব যে হাদীছে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীছ বলে।

হাদীছের অপর নাম সুন্নাহ্ (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী (সা.) অবলম্বন করতেন তাই সুন্নাতুন নবী (সা.)। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কর্তৃক প্রচারিত যে উচ্চতম আদর্শ তাই সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (اسوة حسنا) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে।

ফিক্‌হ পরিভাষায় সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদত যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত সালাত। হাদীছকে আরবী ভাষায় খবর (خبر) ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীছ ও ইতিহাস উভয়টিকেই বুঝায়।

আছার (اثر) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীছ ও আছার-এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্ব ভাবে কোন বিধান দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না কাজেই এ ব্যাপারে তাঁদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলতঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নাম উল্লেখ করেন নি। উসূলে হাদীছের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীছ'।

ইলমে হাদীছের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সংগে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সংগে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীছ শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিছ ঃ যে ব্যক্তি হাদীছ চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীছের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিছ (محدث) বলে।

শায়খ ঃ হাদীছের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীদের মধ্যে আবূ বকর ও উমর (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়। কিন্তু হাদীছ শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.)-কে এবং ফিক্‌হ-এর পরি-ভাষায় ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসূফ (র.)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিজ (حافظ) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত (حجت) বলে।

হাকিম ঃ যিনি সমস্ত হাদীছ আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম (حاكم) বলে।

রিজাল ঃ হাদীছের রাবী সমষ্টিকে (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর-রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীছ বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (روايت) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীছকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীছ) আছে।

সনদ ঃ হাদীছের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ (سند) বলে। এত হাদীছ বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীছের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে (متن) বলে।

মরাফূ' ঃ যে হাদীছের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে হাদীছ গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ' (مرفوع) হাদীছ বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীছের বর্ণনা-সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদ-সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীছ বলে। এর অপর নাম আছার (اثر) ।

মাকতূ'ঃ যে হাদীছে সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে—তাকে মাকতূ' (مقطوع) হাদীছ বলে।

তা'লীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীছের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীছটিকেই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তা'লীকরূপে বর্ণিত হাদীছকেও 'তা'লীক বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তা'লীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে, বুখারীর সমস্ত তা'লীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারিগণ এই সমস্ত তা'লীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীছের রাবী নিজের প্রকৃত শায়খের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীছ শুনে নাই—সে হাদীছকে হাদীছে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদ্‌লীস বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয় যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র ছিকাহ রাবী থেকেই তাদ্-লীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কার ভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীছের রাবী হাদীছের মতন বা সনদে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে

বর্ণনা করেছেন সে হাদীছকে হাদীছে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে। অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্‌রাজ ঃ যে হাদীছের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন— সে হাদীছকে মুদ্‌রাজ (مدرج– প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে 'ইদরাজ' (ادراج) বলে। ইদ্‌রাজ হারাম। অবশ্য যদি এ দ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীছ বলে।

মুনকাতি' ঃ যে হাদীছের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে—তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীছ বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা' (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীছের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উল্লেখ করে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীছ বলে।

মুতাবি' ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীছের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীছ পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীছটিকে প্রথম রাবীর হাদীছটির মুতাবি' (متابع) বলে—যদি উভয় হাদীছের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী এই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীছ-টিকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীছটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মু'আল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীছ বলে।

মা'রূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছ অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীছের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীছকে মা'রূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীছটিকে মুনকার বলে। মুনকার হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীছের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্‌তা-গুণ সম্পন্ন এবং হাদীছটি যাবতীয় দোষত্রুটি মুক্ত—তাকে সহীহ (صحيح) হাদীছ বলে।

হাসানঃ যে হাদীছের কোন রাবীর যাবতাগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান (حسن) হাদীছ বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীছের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন

যঈফ ঃ যে হাদীছের রাবী কোন হাসান হাদীছের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীছ বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীছটিকে দুর্বল বলা হয় অন্যথায় মহানবী (সা.)-এর কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওযূ' ঃ যে হাদীছের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীছটিকে মাওযূ' (موضوع) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীছের রাবী হাদীছের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত তার বর্ণিত হাদীছকে (متروك) হাদীছ বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীছও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীছের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায় নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে—এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীছকে মুবহাম (مبهم) হাদীছ বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীছও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন-যাদের পক্ষে মিথ্যার দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীছ বলে। এই ধরনের হাদীছ দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রত্যেক যুগে এক দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে খবরে ওয়াহিদ (خبر واحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الأحاد) বলে। এই হাদীছ তিন প্রকার ঃ

মাশহূর ঃ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীছ বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ হাদীছ প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে (عزيز) বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ হাদীছ কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) বলে।

হাদীছে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীছের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে যেমন আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা.)-কে ইলহাম, কিংবা স্বপ্নযোগ অথবা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন; মহানবী (সা.) তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীছে কুদসীকে হাদীছে ইলাহী (حديث الهى) বা হাদীছে রাব্বানী (حديث ربانى) ও বলা হয়।

মুত্তাফাকুন আলায়হ্ ঃ যে হাদীছ একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন—তাকে মুত্তাফাকুন আলায়হ্ (متفق عليه) হাদীছ বলে।

আদালাত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালাত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাব্ত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিক ভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাব্ত (ضبط) বলে।

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালাত ও যাব্ত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة) ছাবিত (ثابت) বা ছাবাত (ثبات) বলে।

হাদীছ গ্রন্থসমূহের শ্রেণী বিভাগ

হাদীছ গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামি' ঃ যে সব হাদীছ গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম—(শরীআতের আদেশ নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, সহানুভূতি, পানাহারের আদাব, সফর ও কোন স্থানে অবস্থান, কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মুকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃংখলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীছ বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি' (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামি' তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীছ খুবই কম তাই কোন কোন হাদীছ বিশারদের মতে তা জামি' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীছ গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীছ একত্রিত করা হয় এবং ফিক্হ গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত হয় তাকে সুনান (سنن) বলে। যেমন সুনান আবূ দাঊদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইব্ন মাজা, ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এই হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যে সব হাদীছ গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিক্হের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না

তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আইশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীছ তাঁর নামের শিরোনামের অধীনে একত্রিত করা হল। ইমাম আহমদ (র.)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদ আবূ দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. আল-মু'জামা ঃ যে হাদীছ গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীছসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মু'জাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মু'জামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীছ বিশেষ কোন হাদীছ গ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়—সেই সব হাদীছ যে গ্রন্থে সন্নিবেশ করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকিম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীছসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ্ সিত্তাহ ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা-এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ্ সিত্তাহ (صحاح ستہ) বলা হয়। কিন্তু কতিপয় বিশিষ্ট আলিম ইব্ন মাজার পরিবর্তে ইমাম মালিক (র)-এর মওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ-দারিমীকে সিহাহ্ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সহীহায়ন ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবা'আ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ--আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ইব্ন মাজাকে একত্রে সুনানে আরবা'আ (سنن اربعة) বলে।

হাদীছের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ

হাদীছের কিতাবাসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তাবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলবী (র.)ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীছই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ। সকল হাদীছ বিশেষজ্ঞ, এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীছই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীছই রয়েছে। যঈফ হাদীছ এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ শরীফ, আবূ দাউদ শরীফ ও তিরমিযী শরীফ এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্‌ন মাজা এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর

এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মা'রূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীছই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রায্‌যাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর

বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীছ গ্রহণ করা যেতে পারে না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীছই রয়েছে। ইব্‌ন হিব্বানের কিতাবুয যুআফা, ইবনুল-আছীরের কামিল ও খাতীব বাগদাদী, আবূ নুআয়ম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর

উপরিউক্ত স্তরের যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীছ রয়েছে

বুখারী ও মুসলিম শরীফ সহীহ হাদীছের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীছই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীছকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীছকে আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম বলেন ঃ 'আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীছ রয়েছে সেগুলি সমস্ত যঈফ।' সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীছ ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবীর মতে সিহাহ সিত্তাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনান দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইব্‌ন খুযায়মা—আবূ আবদিল্লাহ্ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হিঃ)

২. সহীহ ইব্‌ন হিব্বান—আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন হিববান (৩৫৪ হিঃ)

৩. আল্‌-মুস্‌তাদরাক—হাকিম-আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ নিশাপুরী (৪০২ হিঃ)

৪. আল-মুখতারা—যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭০৪ হিঃ)

৫. সহীহ্‌ আবূ আওয়ানা—ইযাকুব ইব্‌ন ইসহাক (৩১১ হিঃ)

৬. আল-মুনতাকা—ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন 'আলী।

এতদ্ব্যতীত মুহাম্মাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ রাজা সিন্ধী (২৮৬ হিঃ) এবং ইব্‌ন আযম জাহিরীর (৪৫৬ হিঃ) ও এক একটি সহীহ্‌ কিতাবে রয়েছে বলে কোন কোন কিতাবে উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু পরবর্তী মুহাদ্দিছগণ এগুলিকে সহীহ বলে গ্রহণ করেছেন কি না, বা কোথাও এগুলির পাণ্ডুলিপি বিদ্যামান আছে কি না তা জানা যায় নাই।

হাদীছের সংখ্যা

হাদীছের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে ৭ শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরুল্লেখ (তাকরার) সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীছ রয়েছে। শায়খ 'আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্‌মাল'-এ ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্‌মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীছ রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। এক মাত্র হাসান আহমদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীছ রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীছের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীছের সংখ্যা আরো কম। হাকিম আবূ 'আবদিল্লাহ্‌ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীছের সংখ্যা ১০ হাজারেরও কম। সিহাহ্‌ সিত্তায় মাত্র পৌনে ছয় হাজার হাদীছ রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীছ মুত্তাফাকুন আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে ঃ হাদীছের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীছ জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীছের বিভিন্ন সনদ রয়েছে (এমনকি শুধু নিয়্যাত সম্পর্কীয় (إنما الأعمال بالنيات) হাদীছটিরই ৭ শতের মত সনদ রয়েছে—তাদবীন, ৫৪ পৃঃ) অথচ আমাদের মুহাদ্দিছগণ যে হাদীছের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে ততসংখ্যক হাদীছ বলে গণ্য করেন।

হাদীছের সংকলন ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন, তেমনি তা

স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীছ চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দু'আ করেছেন ঃ

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন—যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রাখল, তার পূর্ণ হিফাজত করল এবং এমন লোকের কাছে পৌঁছে দিল, যে তা শুনতে পায়নি"—(তিরমিযী, ২য় খঃ, পৃঃ ৯০।)

মহানবী (সা.) আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পেছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দেবে"—(বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছ, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শুনা হবে"—মুসতাদরাক হাকিম, ১ খঃ, পৃঃ ৯৫)। তিনি আরও বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীছ শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশ্যে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হয়ো এবং তাদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করো"—(মুসনাদ আহমদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও"—(বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা.) বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়"—(বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উল্লিখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীছ সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর হাদীছ সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মতের নিয়মিত আমল; (২) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীছ ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীছ মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানীন্তন আরবদের স্মরণশক্তি অসাধারণভাবে প্রখর ছিল। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী (সা.) যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্থ করে নিতেন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লক্ষ লোক রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীছ মুখস্থ

করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীছ মুখস্থ করা হত"—(সহীহ মুসলিম, ভূমিকা, পৃঃ ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীছ সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যে নির্দেশই দিতেন—সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তাঁরা মসজিদ অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীছ আলোচনা করতেন। আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) বলেন, "আমরা মহানবী (সা.)- নিকট হাদীছ শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন—আমরা শ্রুত হাদীছগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকত। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্ত হয়ে যেত"—(আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ, পৃঃ ১৬১)।

মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্‌ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীছ শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীছ সংরক্ষণের জন্য যথা সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য কিছু লিখে রাখা হত না। পরবর্তীকালে হাদীছের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। 'হাদীছ মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তার ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে,—বলে যে ভুল ধারণা প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সংগে হাদীছ মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছিলেন ঃ - - - - - - - - - - - "আমার কোন কথাই লিখ না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে তা যেন মুছে ফেলে"—(মুসলিম)। কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিল না মহানবী (সা.) সে সকল ক্ষেত্রে হাদীছ লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি হাদীছ বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন।" তিনি বললেন ঃ "আমার হাদীছ কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পার"—(দারিমী)। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট যা কিছু শুনতাম—মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতিপয় সাহাবী আমাকে তা লিখে

রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন।" এ কথা বলার পর আমি হাদীছ লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বললেন ঃ "তুমি লিখে রাখ। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না"—(আবূ দাঊদ, মুসনাদ আহমদ, দারিমী, হাকিম, বায়হাকী)। তার সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীছের একটি সংকলন—যা আমি নবী (সা.)-এর নিকট শুনেছি" —(উলূমুল হাদীছ, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (সা.) বললেন ঃ

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও।" অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইংগিত করলেন—(তিরমিযী)।

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ভাষণ দিলেন। আবূ শাহ ইয়ামানী (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল ! এ ভাষণ আমাকে লিখে দিন। নবী (সা.) ভাষণটি তাঁকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন—(বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদ আহমদ)। হাসান ইব্ন মুনাব্বিহ (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীছ লিপিবদ্ধ ছিল (ফাতহুল বারী)। আবূ হুরায়রা (রা.)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইব্ন তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইব্ন মালিক (রা.) তাঁর (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীছ মহানবী (সা.)-এর নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি। অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকিম, ৩য় খ, পৃঃ ৫৭৩)। রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) হাদীছ লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর হাদীছ লিখে রাখেন (মুসনাদ আহমদ)।

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.)ও হাদীছ লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তাঁর সংগেই থাকত। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর লিখিয়ে ছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন

মাসউদ (রা.)-এর পুত্র আবদুর রহমান একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বললেন, এটা ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর স্বহস্তে লিখিত (জামি' বায়ানিল ইল্‌ম, ১খ, পৃঃ ১৭)।

স্বয়ং মহানবী (সা.) হিজরীত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (যা মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীছ রূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা.)-এর সময় থেকেই হাদীছ লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতেন তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্তে লিখিত সংকলন বর্তমান ছিল। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা.)-এর সহীফায়ে সাদিকা, আবূ হুরায়রা (রা.)-র সংকলন সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে হাদীছের জ্ঞান লাভ করেন —তেমনি ভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের কাছে হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবূ হুরায়রা (রা.)-র নিকট আটশত তাবিঈ হাদীছ শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, উরওয়া ইবনুয্ যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইব্‌ন সিরীন, নাফি', ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ্, মাসরুক, মাকহুল, ইকরামা, আতা, কাতাদা, ইমাম শা'বী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সংগে সাক্ষাত করে মহানবী (সা.)-এর জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্ত-সমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাঁদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তারই তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈ ও তাবঈ-তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈদের বর্ণিত ও লিখিত হাদীছগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তাঁরা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মতের মধ্যে হাদীছের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (র.) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীছ সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান

প্রেরণ করেন ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীছের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশক পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালের ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নেতৃত্বে কূফার এবং ইমাম মালিক (র.) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবূ হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবূ ইউসুফ (র) ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীছ সংকলন হচ্ছে ঃ জামি' সুফইয়ান ছাওরী, জামি' ইবনুল মুবারাক, জামি' ইমাম আওযাঈ, জামি' ইব্ন জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীছের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীছের প্রসিদ্ধ ইমাম—বুখারী, মুসলিম, আবূ ঈসা তিরমিযী, আবূ দাঊদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা (র.)-এর আবির্ভাব হয় এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসয়ের ফলশ্রুতিতে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ছয় খানি হাদীছ গ্রন্থ (সিহাহ্ সিত্তাহ্) সংকলিত হয়। এ যুগের ইমাম শাফিঈ তাঁর কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমদ তাঁর আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকিম, সানুদ দারি কুতনী সহীহ্ ইবন হিব্বান, সহীহ ইব্ন খুযায়মা, তাবারানীর আল-মু'জাম, মুসান্নাফুত-তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীছ গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীছের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীছের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস্ সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

উপমহাদেশে হাদীছ চর্চা

বাংলা-পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃঃ) থেকেই হাদীছ চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞান চর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণী বাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ শায়খ শরফুদ্দীন আবূ তাওয়ামা (৭০০ হিঃ) ৭ম শতকে ঢাকার সোনার গাঁও আগমন করেন এবং কুরআন ও হাদীছ চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীছবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীছের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। দারুল উলূম

দেওবন্দ, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ, জামিয়া মালীবাগ, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, খুলনা আলীয়া মাদ্রাসা, রাজশাহী আলীয়া মাদ্রাসা, শারষিনা আলীয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম আলীয়া মাদ্রাসা, সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা প্রভৃতি হাদীছ কেন্দ্রসমূহ বর্তমানে ব্যাপকভাবে হাদীছ চর্চা ও গবেষণা করে চলেছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী (সা.)-এর হাদীছ ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ্ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

ইমাম তিরমিযী (র.)

ইমাম তিরমিযীর পূর্ণ নাম আল-ইমামুল হাফিয আল হুজ্জা আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন সাওরা আর-রূগী আত-তিরমিযী। তিনি খুরাসানের জায়হূন নদীর বেলাভূমিতে অবিস্থিত তিরমিযী নামক প্রাচীন শহরের বূগ নামক গ্রামে ২০৯ হিজরী সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষ ছিলেন মারভ-এর বাসিন্দা। পরে তারা তিরমিয এসে বসবাস করতে থাকেন। ইমাম তিরমিযী হাদীছে অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীছসমূহ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাস্য ও অকাট্য দলীল হিসাবে গণ্য। তিনি তাঁর সময়কার বড় বড় হাদীছবিদদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ ও গ্রহণ করেছেন। কুতায়বা ইবন সাঈদ, ইসহাক ইবন মূসা, মাহমূদ ইবন গায়লান, সাঈদ ইবন আবদির রাহমান, মুহাম্মাদ ইবন বাশ্‌শার, আলী ইব্‌ন হাজার, মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ ইমাম তিরমিযীর উস্তাদ। বিশেষ করে তিনি ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানীর কাছ থেকে হাদীছশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষক ইমাম বুখারী তাঁর সম্পর্কে অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন। ইমাম বুখারী একদিন তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তুমি আমার নিকট থেকে যতটুকু উপকার লাভ করেছ আমি তোমার কাছ থেকে তদপেক্ষা অধিক উপকার লাভ করেছি।" ইমাম বুখারী নিজেও তাঁর নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ ও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম তিরমিযী মুসলিম জাহানের প্রখ্যাত হাদীছ কেন্দ্রসমূহ সফর করে হাদীছ শ্রবণ ও সংগ্রহ করেছেন। কূফা, বসরা, রায়, খোরাসান, ইরাক, মিসর, শাম ও হিজাযে হাদীছ সংগ্রহের জন্য তিনি বছরের পর বছর পরিভ্রমণ করেছেন।

ইমাম তিরমিযী তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। একবার শুনেই তিনি বহু সংখ্যক হাদীছ মুখস্থ করে নিতে সমর্থ হতেন। জনৈক মুহাদ্দিছের বর্ণিত কয়েকটি হাদীছাংশ তিনি শ্রবণ করেছিলেন; কিন্তু সেই মুহাদ্দিছের সংগে তাঁর কোন দিন সাক্ষাত ছিল না। তাঁর থেকে সরাসরি তা শ্রবণ করা ইমাম তিরমিযীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে তিনি মনে মনে

সেই মুহাদ্দিছের সন্ধানে উদগ্রীব ছিলেন। একদিন পথিমধ্যে তাঁর সাক্ষাত পেয়ে তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ হাদীছে শ্রবণের বাসনা প্রকাশ করলেন। তিনি তাঁর অনুরোধক্রমে সমস্ত হাদীছ পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়ই পাঠ করলেন। তা শ্রবণের সংগে সংগে হাদীছসমূহ ইমাম তিরমিযীর সম্পূর্ণ মুখস্থ হয়ে যায়। তা দেখে সেই মুহাদ্দিছ বড়ই বিস্মিত হয়ে পড়েন। তাঁর স্মরণশক্তির পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনি আরো চল্লিশটি বিশেষ হাদীছ পাঠ করে শুনালেন। ইমাম তিরমিযী এই হাদীছসমূহ ইতিপূর্বে কখনো শুনেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই একবার পাঠ শুনে সম্মুখে দণ্ডায়মান উস্তাদকে শুনিয়ে দিলেন। এতে তাঁর একটি শব্দেরও ভুল হয়নি।

আর একটি ঘটনা। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সে অবস্থায় একবার তিনি হজ্জের সফরে পথে একস্থানে এসে মাথা ঝুকিয়ে ফেললেন এবং অন্যদেরকেও তা করতে বললেন। সংগীরা বিস্মিত হয়ে বলল, কি ব্যাপার ? তিনি বললেন, এখানে কোন গাছ নেই ? সংগীরা বলল, না। তিনি বললেন, স্থানীয় লোকদের নিকট খোঁজ নিয়ে আস। অনেক আগে এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন একটা গাছের ডাল পথের উপর ঝুঁকে পড়েছিল। এখানে মাথা ঝুঁকিয়ে চলতে হত। মনে হয় গাছটি এখন কেটে ফেলা হয়েছে। এ যদি ঠিক না হয় তাহলে বড়ই ভয়ের কথা, কারণ এতে আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং হাদীছ বর্ণনা করা আমার ত্যাগ করতে হবে। পরে খোঁজ-খবর করে জানা গেল যে, ইমাম তিরমিযীর কথাই ঠিক।

ইমাম তিরমিযী বহু মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন ও সংকলন করেছেন। আল-জামিউত তিরমিযী, কিতাবুল আসমা ওয়ালকুনা, শামাইলুত তিরমিযী, তাওয়ারীখ ও কিতাবুয যুহদ প্রভৃতি তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ।

তিরমিয শহরেই তিনি ২৭৯ হিজরী সনে সত্তর বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

জামি' তিরমিযী

ইমাম তিরমিযীর সংকলিত হাদীছ গ্রন্থ 'জামি' তিরমিযী নামে খ্যাত। এটি 'সুনান' নামেও পরিচিত। কিন্তু প্রথমোক্ত নামই অধিকাংশ হাদীছবিদ গ্রহণ করেছেন। ইমাম তিরমিযী তাঁর এই গ্রন্থখানি ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম বুখারীর অনুসৃত গ্রন্থ প্রণয়নরীতি অনুযায়ী সংকলিত করেছেন। প্রথমতঃ তাতে ফিক্‌হের অনরূপ অধ্যায় রচনা করেছেন। সেই সংগে তিনি বুখারী শরীফের ন্যায় অন্যান্য হাদীছও তাতে সংযোজিত করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের জরুরী হাদীছ তাতে সুন্দরভাবে সুবিন্যস্ত করেছেন। হাফিয আবূ জা'ফর ইব্‌ন জুবাই (মৃঃ ৭০৮ হিঃ) সিহাহ সিত্তাহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন ঃ ইমাম তিরমিযী বিভিন্ন বিষয়ের হাদীছ একত্র করে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে যে বিশিষ্টতা লাভ করেছেন, তাতে তিনি অবিসংবাদিত।

ইমাম তিরমিযী তাঁর এই গ্রন্থ প্রণয়ন সমাপ্ত করে তদানীন্তন মুসলিম জাহানের হাদীছবিদ আলিমগণের নিকট যাঁচাই করার উদ্দেশ্যে পেশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন ঃ 'আমি এই মুসনাদ (সহীহ্ সনদ যুক্ত) গ্রন্থখানি প্রণয়ন সম্পূর্ণ করে হিজাযের হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের সমীপে পেশ করলাম। তাঁরা তা দেখে খুবই পছন্দ করলেন ও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। অতঃপর আমি এটি খুরাসানের বিশেষজ্ঞগণের খেদমতে পেশ করলাম। তাঁরাও ওটিকে অত্যন্ত পছন্দ করেন ও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ইমাম তিরমিযীর এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে বলা হয় যে, যার ঘরে এই কিতাবখানি থাকবে, মনে করা যাবে যে, তার ঘরে স্বয়ং নবী করীম (সা.) অবস্থান করছেন ও নিজে কথা বলছেন।

তিরমিযী শরীফ সাধারণ পাঠকদের জন্য একখানি সু-পাঠ্য ও সহজবোধ্য হাদীছ গ্রন্থ। শায়খুল ইসলাম হাফিয ইমাম আবূ ইসমাঈল আবদুল্লাহ্ আন সারী (মৃঃ ৪৮১ হিঃ) তিরমিযী শরীফ সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন ঃ "আমার দৃষ্টিতে তিরমিযী শরীফ বুখারী ও মুসলিম গ্রন্থদ্বয় অপেক্ষা অধিক ব্যবহারোপযোগী। কেননা বুখারী ও মুসলিম এমন হাদীছ গ্রন্থ যে, কেবল মাত্র বিশেষ পারদর্শী আলিম ভিন্ন তা থেকে ফায়দা লাভ করতে সমর্থ হওয়া কঠিন। কিন্তু ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযীর গ্রন্থ থেকে যে কেউ ফায়দা লাভ করতে পারে"।

ইমাম তিরমিযী থেকে তাঁর এই গ্রন্থখানি যদিও শ্রবণ করেছেন বহু সংখ্যক শাগিরদ ; কিন্তু তার বর্ণনা পরম্পরা অব্যাহত ও ধারাবাহিকভাবে চলছে মোট ছয়জন বড় মুহাদ্দিছ থেকে।

তিরমিযী শরীফের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

- এই মহা-সংকলনটিতে হাদীছের পুনরুক্ত বলতে গেলে নেই।
- এতে ফকীহগণের দলীল রূপে ব্যবহৃত হাদীছসমূহকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- প্রত্যেক অনুচ্ছেদে ফিক্‌হবিদ ইমামগণের মতামতও উল্লেখ করা হয়েছে।
- বর্ণিত হাদীছটি সহীহ কিনা এই সম্পর্কেও মতামত উল্লেখ করা হয়েছে এবং সনদটি কোন পর্যায়ের সে দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- প্রতিটি অনুচ্ছেদে মূল হাদীছটি বর্ণনা করার পর এই বিষয়ে আরো কার কার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে তাও وفى الباب শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

- রাবী বা বর্ণনাকারীদের পরিচয় এতে উল্লেখ করা হয়েছে। কোন রাবী যদি নামে প্রসিদ্ধ হয় তবে তার উপনাম আর নামে প্রসিদ্ধ থাকলে মূল নাম, অনেক ক্ষেত্রে নিস্‌বা (দেশ বা কবীলার প্রতি সম্পর্কিত করে যে নাম প্রসিদ্ধ) উল্লেখ করে তার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।
- অনেক ক্ষেত্রে কোন কঠিন ও জটিল শব্দ সমূহের অর্থ ও মর্ম বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

তিরমিযী শরীফ ব্যবহৃত কতিপয় পরিভাষা

১. হাসান ও সহীহ ঃ যদিও একই হাদীছ হাসান এবং সহীহ একই সংগে হতে পারে না, কেননা দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। কিন্তু ইমাম তিরমিযী আপেক্ষিকভাবে এটির ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হল এক দৃষ্টিতে হাদীছটি সহীহ এবং অন্য দৃষ্টিতে এটি হাসান।

২. হাসান, সহীহ্ ও গরীব ঃ একই হাদীছ একই সংগে হাসান, সহীহ ও গরীব হতে পারে না সুতরাং এখানেও এর মর্ম হল এক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হাদীছটি হাসান, আরেক দৃষ্টিতে সহীহ্ এবং অন্য এক দৃষ্টিতে গরীব।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য

১. সনদের ক্ষেত্রে প্রথম রাবী এবং শেষে সাহাবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং মাঝে লম্বা রেখা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)—ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত . . . .

২. আলায়হিস্ সালামা-এর ক্ষেত্রে (আ.) রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনহুমা, আনহুম, আনহা, আনহুন্না-এর ক্ষেত্রে (রা.) এবং রহমতুল্লাহি আলায়হি, আলায়হিমা, আলায়হিম, আলায়হা, আলায়হিন্নার ক্ষেত্রে (র.) পাঠসংকেত গ্রহণ করা হয়েছে।

৩. একাধিক রাবীর নাম একত্রে আসলে সর্বশেষ নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সম্মানসূচক পাঠসংকেত উল্লেখ করা হয়েছে যেমন আনাস, আব্বাস, আবূ হুরায়রা (রা.)।

৪. কুরআন মজীদের আয়াতের ক্ষেত্র সূরা নম্বরের পরে আয়াত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ২ ঃ ১৩৮ অর্থাৎ সূরা বাকারার ১৩৮ নং আয়াত।

৫. অনেক ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী وفى الباب শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়ে . . . . . . .বলে অনুবাদ করেছি।

৬. অনেক ক্ষেত্রে ইমাম তিরমিযী قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى বলে হাদীছ সম্পর্কে নিজস্ব মতামত বা ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও ইমামদের মতামত উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে আমরা ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন . . . . হিসাবে অনুবাদ করেছি।

৭. ফকীহগণের মতামতের ক্ষেত্রে তৃতীয় বন্ধনীতে আমরা ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)- নাম ও মত উল্লেখ করে দিয়েছি।

৮. كراهة শব্দটিকে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষিত অনুসারে কোথাও কোথাও মাকরূহ কোথাও কোথাও হারাম শব্দে অনুবাদ করা হয়েছে।

৯. আরবী, ফার্সী ও উর্দূ শব্দসমূহের বানানের ক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকার অনুমোদিত রূপটি গ্রহণ করা হয়েছে।

পরিশেষে সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধর্মমন্ত্রণালয় ও ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশকে আন্তরিক মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি যে, তাঁরা এমন মহান কাজের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই মহা-প্রয়াসের সংগে জড়িত সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য দু'আ করি, আল্লাহ্ যেন এই ওয়াসীলায় তাঁদের ও আমাদের সকল গুনাহ্-খাতা মাফ করে দেন এবং নেক জাযা দেন।

হে আল্লাহ্, জানিনা কেমন করে তোমার প্রশংসা করব, কি করে তোমার হাম্দ আদায় করব। একমাত্র তোমার দয়া ও তওফীকে, তোমার ফযল ও করমে আমাদের মত যঈফ ও গানাহ্গার বান্দাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের খিদমতে সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম প্রধান কিতাব তিরমিযী শরীফের বাংলা তরজমা পেশ করার। ত্রুটি আমাদের অনেক, ভুল আমাদের অনেক, ইখলাছ আমাদের নেই। তোমার বিপুল রহমতের কাছে শুধু আশা—কবুল কর আমাদের, ক্ষমা করে দাও আমাদের। হিদায়াতের ওয়াসীলা হিসাবে বানিয়ে দাও আমাদের। আমীন ! ইয়া রাব্বাল আলামীন !!

ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ
সদস্য সচিব,
সিহাহ্ সিত্তাহ্ সম্পাদনা পরিষদ

وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ . وَقَالَ اِسْحٰقُ : يُخَلِّلُ اَصَابِعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فِى الْوُضُوْءِ .

وَاَبُوْ هَاشِمٍ اِسْمُهُ " اِسْمَاعِيْلُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمَكِّىُّ .

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, মুস্তাওরিদ (তিনি হলেন, ইব্নু শাদ্দাদ আল-ফিহ্রী) এবং আবূ আয়্যূব আনসারী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে উযূর সময় পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করার বিধান দিয়েছেন। আহমদ, ইসহাকও এই অভিমত পোষণ করেন। ইসহাক বলেনঃ উযূর সময় হাত ও পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করা হবে।

রাবী আবূ হাশিমের নাম ইসমাঈল ইব্ন কাছীর আল-মাক্কী।

٣٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ الْجَوْهَرِىُّ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ مُوسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ اَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ " .

৩৯. ইবরাহীম ইব্ন সাঈদ (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ উযূ করার সময় তোমার হাত ও পায়ের অঙ্গুলী খিলাল করবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও গরীব।

٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِىِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِىِّ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ . إِذَا تَوَضَّأَ دَلَكَ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ " .

৪০. কুতায়বা (র.).....মুস্তাওরিদ ইব্ন শাদ্দাদ ফিহ্রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ কে উযূ করার সময় কনিষ্ঠ অঙ্গুলী দিয়ে পায়ের অঙ্গুলী মলতে দেখেছি।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ لَهِيْعَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান-গরীব। ইব্ন লাহী'আ ছাড়া আর কারো সনদে হাদীছটি পরিচিত নয়।

بَابُ مَاجَاءَ "وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ"

অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে যাদের গোড়ালি ভিজেনি তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি

٤١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِبْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ "وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ" .

৪১. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ উযূতে যাদের গোড়ালি ভিজেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

قَالَ : وَ فِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحٰرِثِ هُوَ ابْنُ جَزْءٍ الزُّبَيْدِىُّ وَمُعَيْقِيْبٍ ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَالِيْدِ ، وَشُرَحْبِيْلَ بْنِ حَسَنَةَ ، وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَيَزِيْدَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ وَبُطُوْنِ الْاَقْدَامِ مِنَ النَّارِ .

قَالَ : وَفِقْــهُ هٰذَا الْحَدِيْثِ : أَنَّهُ لَايَجُوْزُ الْـمَسْحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا خُفَّانِ أَوْ جَوْرَبَانِ .

এই বিষয়ে 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র, 'আইশা, জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্নুল হারিছ, (ইনি হলেন ইব্ন জায্ আয্-যুবায়দী), মু'আয়কীব, খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ, শুরাহবীল ইব্ন হাসানা, 'আমর ইবনুল 'আস, ইয়াযীদ ইব্ন আবী সুফইয়ান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। নবী ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ গোড়ালি এবং পায়ের পাতা যাদের ভিজেনি তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।

হাদীছটির মর্ম হলঃ পায়ে চামড়ার মোযা বা কাপড়ের মোটা শক্ত মোযা না থাকলে পায়ে মাসহে করা জায়েয নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে প্রতি অঙ্গ একবার একবার করে ধোয়া

٤٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَهَنَّادُ وَقُتَيْبَةُ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ وَقَالَ :

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً " .

৪২. আবূ কুরায়ব, হান্নাদ, কুতায়বা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِي رَافِعٍ وَابْنِ الْفَاكِهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَحْسَنُ شَيْئٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ .

وَرَوَى رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ : "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

قَالَ : وَلَيْسَ هٰذَا بِشَيْئٍ . وَالصَّحِيْحُ مَارَوَى ابْنُ عَجْلاَنَ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এই বিষয়ে উমর, জাবির, বুরায়দা, আবূ রাফি', ইবনুল ফাকিহ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

যাহ্‌হাক ইব্‌ন শুরাহবীলের সূত্রে রিশদীন ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ এক একবার ধুয়ে উযূ করেছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি তেমন শুদ্ধ নয়। সহীহ হল সেটি, যেটি ইব্‌ন 'আজলান, হিশাম ইব্‌ন সা'দ, সুফইয়ান ছাওরী, আবদুল আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে প্রতি অঙ্গ দুইবার করে ধোয়া

٤٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ : حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ هُوَ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " .

৪৩. আবূ কুরায়ব ও মুহাম্মাদ ইব্ন রাফি' (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রতিটি অঙ্গ দুইবার করে ধুয়ে নবী ﷺ উযূ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ لَانَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ . وَهُوَ إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَقَدْ رَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান-গরীব। ইব্ন ছাওবান (র.) ....আবদুল্লাহ্ ইবনুল ফাযল (র.)-এর সনদ ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত আছে কি না আমাদের জানা নেই। এই সনদটি হাসান ও সহীহ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে উযূ করেছেন বলেও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে রিওয়ায়াত রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে প্রতি অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া

٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِىْ حَيَّةَ عَنْ عَلِىٍّ : أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

৪৪. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَعَائِشَةَ وَالرُّبَيِّعِ ، وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِىْ أُمَامَةَ وَأَبِىْ رَافِعٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، وَمُعَاوِيَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ، وَجَابِرٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ عَلِيٍّ أَحْسَنُ شَيْئٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ الْوُضُوْءَ يُجْزِيُ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ .وَأَفْضَلُهُ ثَلَاثٌ . وَلَيْسَ بَعْدَهُ شَيْئٌ .

وَقَالَ إِبْنُ الْمُبَارَكِ لَا آمَنُ إِذَا زَادَ فِي الْوُضُوْءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ . وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ لَايَزِيْدُ عَلَى الثَّلَاثِ إِلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى .

এই বিষয়ে 'উছমান, 'আইশা, রুবায়্যি', ইব্‌ন উমর, আবূ উমামা, আবূ রাফি', আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আম্‌র, মু'আবিয়া, আবূ হুরায়রা, জাবির, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ, উবাই ইব্‌ন কা'ব [আবূ যার্‌র] (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সর্বাপেক্ষা হাসান ও সহীহ্। কেননা, এই হাদীছটি আলী (রা.) থেকে একাধিক সনদে বর্ণিত আছে।

সাধারণভাবে আলিম ও ফকীহ্গণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেন। প্রতিটি অঙ্গ একবার করে ধোয়া যথেষ্ট, দুইবার করে ধোয়া উত্তম আর সর্বোত্তম হল তিনবার করে ধোয়া। এই বিষয়ে এরপর আর কিছু করণীয় নেই।

ইব্‌ন মুবারাক বলেনঃ তিনবার থেকেও বেশী যদি কেউ ধোয় তবে সে গোনাহ্গার হবে না বলে আমার মনে হয় না। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ সন্দেহ-প্রবণ লোক ছাড়া তিনবারের অতিরিক্ত কেউ ধোয় না।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوُضُوْءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا

অনুচ্ছেদ ঃ একবার করে, দুইবার করে ও তিনবার করে ধুয়ে উযূ করা

٤٥. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسَى الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِيْ صَفِيَّةَ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِيْ جَعْفَرٍ : حَدَّثَكَ جَابِرٌ : " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا ؟ قَالَ : نَعَمْ " .

৪৫. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা আল-ফাযারী (র.)......ছাবিত ইব্‌ন আবী সাফিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ জা'ফারকে বললাম, নবী ﷺ একবার করে ধুয়ে, দুইবার করে ধুয়ে এবং তিনবার করে ধুয়েও উযূ করেছেন বলে জাবির (রা.) কি আপনাকে হাদীছ শুনিয়েছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

٤٦. قَالَ أَبُوْعِيْسى : وَرَوَى وَكِيْعٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِيْ صَفِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ جَعْفَرَ :حَدَّثَنَا جَابِرٌ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ؟ قَالَ : نَعَمْ" . وَحَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ . قَالاَ : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِيْ صَفِيَّةَ .

৪৬. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ছাবিত ইব্‌ন আবী সাফিয়্যার সূত্রে ওয়াকী' ও এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। ছাবিত বলেনঃ আমি আবূ জা' ফারকে বললাম, নবী ﷺ একবার করে অঙ্গসমূহ ধুয়ে উযূ করেছেন বলে জাবির (রা.) কি আপনাকে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন? তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।

قَالَ أَبُوْ عِيْسى : وَ هٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ ، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ هٰذَا عَنْ ثَابِتٍ نَحْوَ رِوَايَةِ وَكِيْعٍ . وَشَرِيْكٌ كَثِيْرُ الْغَلَطِ . وَثَابِتُ بْنُ أَبِيْ صَفِيَّةَ هُوَ " أَبُوْ حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ " .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ শারীকের সূত্রে ছাবিত ইব্‌ন আবী সাফিয়্যা বর্ণিত হাদীছটির তুলনায় এটি অধিকতর শুদ্ধ। কেননা ওয়াকী'-এর রিওয়ায়াতের অনুরূপ আরো অনেকেই ছাবিত থেকে এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর শারীক বহু ভুল করেন।

ছাবিত ইব্‌ন আবী সাফিয়্যা হলেন আবূ হামযা ছুমালী।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يَتَوَضَّأُ بَعْضَ وُضُوْئِهِ مَرَّتَيْنِ وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ ঃ উযূতে কিছু অঙ্গ দুইবার করে আর কিছু অঙ্গ তিনবার করে ধোয়া

٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

৪৭. ইব্‌ন আবী উমর (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ একবার উযূ করতে গিয়ে মুখ তিনবার ধৌত করলেন, দুই হাত দুইবার ধৌত করলেন আর মাথা মাসহে করলেন ও দুই পা দুইবার করে ধৌত করলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ ذُكِرَ فِيْ غَيْرِ حَدِيْثٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ بَعْضَ وُضُوْئِهِ مَرَّةً وَبَعْضَهُ ثَلاَثًا " .

وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذٰلِكَ : لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَضُوْئِهِ ثَلاَثًا وَبَعْضَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্‌। একাধিক হাদীছে এই কথার উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ উযূতে কিছু অঙ্গ একবার করে এবং কিছু অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করেছেন।

আলিমদের কেউ কেউ এই কথার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা উযূতে কিছু অঙ্গ তিনবার, কিছু অঙ্গ দুইবার বা একবার করে ধৌত করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وُضُوْءِ النَّبِيِّ ﷺ كَيْفَ كَانَ

অনুচ্ছেদঃ নবী ﷺ–এর উযূ কেমন ছিল

٤٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيْ إِسْحٰقَ عَنْ أَبِيْ حَيَّةَ قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتّٰى أَنْقَاهُمَا ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . ثُمَّ قَامَ فَأَخَذَ فَضْلَ طَهُوْرِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ : أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ طَهُوْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪৮. হান্নাদ ও কুতায়বা (র.)......আবূ হায়্যা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আলী (রা.)-কে একদিন উযূ করতে দেখলাম। তিনি প্রথমে কব্‌জা পর্যন্ত দুই হাত খুব পরিষ্কার করে ধুইলেন। পরে তিনবার কুলী করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার চেহারা ধুইলেন, দুই হাত তিনবার ধুইলেন, একবার মাথা মাসহে করলেন এবং গোড়ালির হাড্ডি পর্যন্ত দুই পা ধুইলেন, তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং উযূর অবশিষ্ট পানি নিয়ে তা দাঁড়িয়েই পান করলেন এবং বললেনঃ আমার মনে ইচ্ছা জাগল যে, রাসূল ﷺ-এর পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতি কি ছিল তা তোমাদের দেখাই।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ، وَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَالرُّبَيِّعِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُنَيْسٍ وَ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ .

এই বিষয়ে উছমান, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যায়দ, ইব্‌ন আব্বাস, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আমর, আইশা, রুবায়্যি' এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন উনায়স (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٤٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِىْ إِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ : ذَكَرَ عَنْ عَلِىٍّ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى حَيَّةَ ، إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ : "كَانَ اِذَا فَرَغَ مِنْ طُهُوْرِهِ أَخَذَا مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ" .

৪৯. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.) আব্‌দ খায়রের সূত্রেও আলী (রা.) থেকে এই হাদীছটি আবূ হায়্যার অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আব্‌দ খায়র বর্ণিত রিওয়ায়াতে আছেঃ আলী (রা.) উযূ শেষে অবশিষ্ট পানি হাতে নিয়ে তা পান করলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ عَلِىٍّ رَوَاهُ أَبُوْ إِسْحٰقَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ أَبِىْ حَيَّةَ وَعَبْدِ خَيْرٍ وَالْحٰرِثِ عَنْ عَلِىٍّ .

وَقَدْ رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدِيثَ الْوُضُوْءِ بِطُوْلِهِ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَرَوَى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، فَأَخْطَأَ فِىْ إِسْمِهِ وَإِسْمِ أَبِيْهِ فَقَالَ : " مَالِكُ بْنُ عُرْفُطَةَ " عَنْ عَبْدِ خَيْرٍعَنْ عَلِىٍّ .

قَالَ : وَرُوِىَ عَنْ أَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ .

قَالَ : وَرُوِىَ عَنْهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ ، مِثْلَ رِوَايَةِ شُعْبَةَ . وَالصَّحِيْحُ "خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীছটি আবূ হায়্যা, আব্‌দ খায়র, হারিছের সূত্রে আবূ ইসহাক হামদানীও আলী (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন। যাইদা ইব্‌ন কুদামা এবং আরো অনেকে আলী (রা.)-এর বরাতে উযূ সম্পর্কিত এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উপরোক্ত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। শু'বাও এই হাদীছটি খালিদ ইব্‌ন আলকামা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শু'বা খালিদ ও তাঁর পিতা আলকামার নামের ক্ষেত্রে ভুলক্রমে মালিক ইব্‌ন উরফুতা বলে ফেলেছেন।

আবূ 'আওয়ানা-খালিদ ইব্‌ন আলকামা-আব্‌দ খায়র-আলী (রা.) এই সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। কিন্তু শুদ্ধ হল খালিদ ইব্‌ন 'আলকামা।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّضْحِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পর কিছু পানি ছিটিয়ে দেওয়া

٥٠. حَدَّثَنَا نَصرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدِ اللّٰهِ السَّلِيْمِيُّ الْبَصرِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بنُ قُتَيبَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "جَاءَنِى جِبْرِيْلُ فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ، إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ " .

৫০. নাসর ইব্‌ন 'আলী আল-জাহযামী এবং আহমদ ইব্‌ন আবী 'উবায়দিল্লাহ্ আস্-সালীমী আল-বসরী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ একবার আমার নিকট জিবরাঈল এলেন, বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! উযূর পর আপনি সামান্য পানি ছিটিয়ে দিবেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : الْحَسَنُ بنُ عَلِيِّ الْهَاشِمِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِى الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ، وَأَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ، أَوِالْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ . وَاضْطَرَبُوْا فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, এই হাদীছটির অন্যতম রাবী হাসান ইব্‌ন আলী আল-হাশিমী হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনকার।

এই বিষয়ে আবুল হাকাম ইব্‌ন সুফইয়ান,ইব্‌ন আব্বাস, যায়দ ইব্‌ন হারিছা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই হাদীছটির হাকাম ইব্‌ন সুফইয়ানের সূত্রে ইযতিরাব রয়েছে। কেউ কেউ সুফইয়ান ইব্‌ন হাকাম অথবা হাকাম ইব্‌ন সুফইয়ানও বলেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى اِسبَاغِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পরিপূর্ণভাবে উযূ করা

٥١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجرٍ اَخْبَرَنَا إِسمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَايَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ ؟ قَالُوْا : بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ : اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ " .

৫১. 'আলী ইব্‌ন হুজর (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ. একদিন সাহাবীদের বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন এক বিষয়ের কথা বলব, যার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা গুনাহ্ বিদূরিত করে দিবেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন? সাহাবীগণ বললেনঃ অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল !

রাসূল ﷺ বললেনঃ তা হল, কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণভাবে উযূ করা, বেশি করে মসজিদে যাওয়া, এক সালাতের পর আরেক সালাতের অপেক্ষা করা। এ হলো জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে সীমান্তে প্রতীক্ষার মত।

٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاَءِ نَحْوَهُ وَقَالَ قُتَيْبَةُ فِىْ حَدِيْثِهِ : "فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ، فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ ، ثَلاَثًا .

৫২. কুতায়বা-'আবদুল 'আযীয ইব্‌ন মুহাম্মাদ-'আলা সূত্রেও হাদীছটি অনুরূপভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। তবে কুতায়বা তার রিওয়ায়াতে-"এ হলো রিবাত, এ হলো রিবাত, এ হলো রিবাত"-অর্থাৎ "জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে সীমান্তে প্রতীক্ষার মত" কথাটি তিনবার উল্লেখ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَبِيْدَةَ - وَيُقَالُ عُبَيْدَةُ بْنُ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِشٍ الْحَضْرَمِىِّ ، وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَالْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ يَعْقُوْبَ الْجُهَنِىُّ الْحُرَقِىُّ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে 'আলী, 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর, ইব্‌ন 'আব্বাস, 'আবীদা ('উবায়দা নামেও পরিচিত) ইব্‌ন 'আমর, 'আইশা, আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আইশ আল-হাযরামী ও আনাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং সহীহ্।

'আলা ইব্ন ' আবদির রাহমান হলেন ইব্ন ইয়াকূব আল-জুহানী আল-হুরাকী। হাদীছ বিশারদদের নিকট তিনি নির্ভরযোগ্য বলে স্বীকৃত।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّمَنْدُلِ بَعْدَا الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর পর রুমাল ব্যবহার করা

٥٣. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ أَبِيْ مُعَاذٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ".

৫৩. সুফইয়ান ইব্ন ওয়াকী' ইব্ন জাররাহ্ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর কাছে এক খণ্ড কাপড় ছিল। এটি দিয়ে তিনি উযূ করার পর পানি মুছতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ . وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ .

وَأَبُوْ مُعَاذٍ يَقُوْلُوْنَ : هُوَ "سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ" وَهُوَضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছটিও প্রতিষ্ঠিত নয়। নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে সহীহ কোন বর্ণনা নেই। আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটির রাবী আবূ মু'আয সম্পর্কে হাদীছ বিশারদগণ বলেন, ইনি হলেন সুলায়মান ইব্ন আরকাম। তিনি হাদীছ বিশারদগণের নিকট দুর্বল।

এই বিষয়ে মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٥٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ غَنْمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ" .

৫৪. কুতায়বা (র.)......মু'আয ইব্ন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি দেখেছি, নবী ﷺ উযূ করে তাঁর পরিহিত কাপড়ের এক প্রান্ত দিয়ে তাঁর চেহারা মুছে ফেললেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ . وَرِشْدِيْنُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ الْاَفْرِيْقِيُّ يُضَعَّفَانِ فِى الْحَدِيْثِ .

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِى التَّمَنْدُلِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ .

وَمَنْ كَرِهَهُ اِنَّمَا كَرِهَهُ مِنْ قِبَلِ اَنَّهُ قِيْلَ : اِنَّ الْوُضُوْءَ يُوْزَنُ . وَرُوِىَ كَذٰلِكَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالزُّهْرِيِّ :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ قَالَ : حَدَّثَنِيْهِ عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ عَنِّيْ ، وَهُوَ عِنْدِيْ ثِقَةٌ . عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنَّمَا كُرِهَ الْمِنْدِيْلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ لِاَنَّ الْوُضُوْءَ يُوْزَنُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। এর সনদ দুর্বল। এই হাদীছের রাবী রিশদীন ইব্ন সা'দ এবং 'আবদুর রহমান ইব্ন যিয়াদ ইব্ন আনউম আল-ইফরীকী উভয়েই হাদীছের ক্ষেত্রে দুর্বল।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণের মধ্যে একদল উযূর পর রুমাল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

"উযূর পানি অবশ্যই ওযন করা হবে"- এই কথার উপর ভিত্তি করে কোন কোন আলিম উযূর পর সে পানি মুছে ফেলা অপছন্দ করেছেন। সাঈদ ইব্নু'ল মুসায়্যাব এবং ইমাম যুহরী থেকেও এই ধরনের কথা বর্ণিত আছে। মুহাম্মাদ ইব্ন হুমায়দ আর রাযী-যুহ্রী (র.) থেকে বর্ণনা করেনঃ উযূর পানি অবশ্যই ওযন করা হবে বলে উযূর পর রুমাল ব্যবহার করা পছন্দনীয় নয়।

بَابُ فِيْمَا يُقَالُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ করার পর দু'আ

৫৫. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الثَّعْلَبِيُّ الْكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ أَبِى اِدْرِيْسَ الْخَوْلَانِيِّ ، وَأَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَنْ

تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ ، وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ" .

৫৫. জা'ফার ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইমরান আছ-ছা'লাবী আল-কূফী (র.)......উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ কোন ব্যক্তি যদি খুব ভাল করে উযূ করে এই দু'আ পড়ে তবে জান্নাতের আটটি দরজাই তার জন্য খুলে যাবে এবং যে দরজা দিয়েই সে ইচ্ছা করবে সেটি দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। দু'আটি হলঃ

أَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِى مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ .

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি--আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি এক, তাঁর কেউ শরীক নেই। আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীদের মধ্যে শামিল কর এবং পবিত্রদের অন্তর্ভুক্ত কর।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ ، وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى حَدِيْثُ عُمَرَ قَدْ خُوْلِفَ زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

قَالَ : وَرَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَالِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ اِدْرِيْسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ ، وَعَنْ رَبِيْعَةَ عَنْ أَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُمَرَ .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ فِىْ إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ . وَلاَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا الْبَابِ كَبِيْرُ شَيْءٍ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَأَبُوْ إِدْرِيْسَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُمَرَ شَيْئًا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আনাস এবং 'উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ উমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির সনদে বর্ণনাকারী যায়দ ইব্‌ন হুবাবের সাথে অন্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনায় গরমিল রয়েছে। অন্যান্য বর্ণনাকারিগণ আবূ ইদরীস খাওলানী ও আবূ উছমান এবং উমর (রা.)-এর মাঝে অপর এক

রাবীর কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন-আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালিহ প্রমুখ মু'আবিয়া ইব্ন সালিহ্-রাবী'আ ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটির সনদে আবূ ইদরীস এবং উমর (রা.)-এর মাঝে উকবা ইব্ন আমিরের নাম উল্লেখ করেছেন। এভাবে আবূ উছমান ও উমর (রা.)-এর মাঝে জুবায়র ইব্ন নুফায়রের নাম উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে যায়দ ইব্ন হুবাবের বর্ণনায় এরূপ নেই। যা হোক, এই হাদীছটির সনদে ইযতিরাব রয়েছে। নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে সহীহ সনদে বিশেষ কিছু ছাবিত নেই। ইমাম মুহাম্মাদ আল-বুখারী বলেছেনঃ আবূ ইদরীস (র.) উমর (রা.) থেকে কোন কিছু শুনেননি।

بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ بِالْمُدِّ

অনুচ্ছেদ ঃ এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ করা

٥٦. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ عَنْ سَفِيْنَةَ : "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ" .

৫৬. আহমদ ইব্ন মানী' ও 'আলী ইব্ন হুজর (র.)......সাফীনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক মুদ[১] পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা'[২] পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَجَابِرٍ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ سَفِيْنَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ رَيْحَانَةَ إِسْمُهُ "عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَطَرٍ" .

وَهٰكَذَا رَاَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوْءَ بِالْمُدِّ ، وَالْغُسْلَ بِالصَّاعِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ : لَيْسَ مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عَلَى التَّوْقِيْتِ: أَنَّهُ لاَيَجُوْزُ أَكْثَرُ مِنْهُ وَلاَ اَقَلُّ مِنْهُ وَهُوَ قَدْرُ مَايَكْفِيْ .

এই বিষয়ে 'আইশা, জাবির ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাফীনা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। রাবী আবূ রায়হানার নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাতার।

আলিমগণের কেউ কেউ এক মুদ পরিমাণ পানি দিয়ে উযূ এবং এক সা' পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করার বিধান দিয়েছেন।

---

১. এক মুদ—প্রায় এক সের।
২. এক সা'—প্রায় ৪ সের পরিমাণ।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ উযূ গোসলের জন্য বিশেষ এমন একটা পরিমাণ নির্ধারণ করা যে, এর কম বা বেশী পরিমাণ পানি ব্যবহার করা জায়েয হবে না-এই হাদীছটির মর্ম তা নয়। বরং কতটুকু পরিমাণ পানি উযূ বা গোসলের জন্য যথেষ্ট তা বর্ণনা করাই হল এর উদ্দেশ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كِرَاهِيَةِ الْإِسْرَافِ فِي الْوُضُوْءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূর মধ্যে পানির অপচয় পছন্দনীয় নয়

٥٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "اِنَّ لِلْوُضُوْءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ : الْوَلَهَانُ فَاتَّقُوْا وَسْوَاسَ الْمَاءِ " .

৫৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ উযূর জন্য একটি শয়তান নির্ধারিত রয়েছে।[১] এর নাম হল ওয়ালাহান।। সুতরাং তোমরা পানির ব্যাপারে সন্দেহ প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَالصَّحِيْحِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ لاَنَّا لاَنَعْلَمُ اَحَدًا اَسْنَدَهُ غَيْرَ خَارِجَةَ . وَقَدْ رُوِىَ هٰذَاالْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِوَجْهٍ عَنِ الْحَسَنِ :قَوْلَهُ وَلاَيَصِحُّ فِىْ هٰذَاالْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْئٌ . وَخَارِجَةُ لَيْسَ بِالْقَوِىِّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব। হাদীছ বিশারদগণের নিকট এই হাদীছটির সনদ শক্তিশালী এবং সহীহ্ নয়। কারণ, খারিজা ব্যতীত আর কেউ এটিকে নবী ﷺ পর্যন্ত রাবী পরম্পরায় বা মুসনাদ হিসাবে রিওয়া-য়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। এই কথাটি হাসানের উক্তি হিসাবেও একাধিক বর্ণনার রয়েছে। নবী ﷺ থেকে এই বিষয়ে সহীহ কিছু বর্ণিত নেই। হাদীছ বিশারদদের

১. এই শয়তান উযূর মধ্যে সন্দেহ ও ওয়াস-ওয়াসার সৃষ্টি করে। আর এর ফলে সালাতের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটে। এই জন্য রাসূল (সা.) সন্দেহ প্রবণতা থেকে বেঁচে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

নিকট খারিজা শক্তিশালী রাবী বলে স্বীকৃত নন। ইব্‌ন মুবারাক তাঁকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতি সালাতের জন্য উযূ করা

٥٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِىُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ : طَاهِرًا أَوْغَيْرَطَاهِرٍ. قَالَ قُلْتُ لاَنَسٍ : فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ أَنْتُمْ ؟ قَالَ : كُنَّا نَتَوَضَّأُ وُضُوْءًا وَاحِدًا " .

৫৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন হুমায়দ আর-রাযী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ পাক-নাপাক প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রতি সালাতের জন্য উযূ করতেন।

রাবী হুমায়দ বলেনঃ আমি আনাস (রা.)-কে বললাম, আপনারা নিজেরা কি করতেন?

তিনি বললেনঃ আমরা একবার উযূ করে নিতাম।

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : وَحَدِيْثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَالْمَشْهُوْرُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِىِّ عَنْ اَنَسٍ . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرٰى الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِسْتِحْبَابًا ، لاَعَلَى الْوُجُوْبِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হুমায়দের সূত্রে বর্ণিত আনাস (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান ও গরীব। পক্ষান্তরে 'আমর ইব্‌ন 'আমির আল-আনসারীর সূত্রে বর্ণিত আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি হাদীছ বিশারদগণের নিকট অধিক প্রসিদ্ধ। আলিমদের কেউ কেউ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা ওয়াজিব নয় বরং তা মুস্তাহাব বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

٥٩. وَقَدْرُوِىَ فِىْ حَدِيْثٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ" قَالَ :وَرَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْإِفْرِيْقِىُّ عَنْ أَبِىْ غُطَيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ الْمَرْوَزِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ يَزِيْدَ الْوَاسِطِىُّ عَنِ الْإِفْرِيْقِىِّ. هُوَ اِسْنَادٌ ضَعِيْفٌ.

৫৯. ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে একটি হাদীছে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, পাক অবস্থায় যে ব্যক্তি উযূ করবে আল্লাহ্ তার জন্য দশটি করে নেকী লিখবেন।

আল-ইফরীকী (র.) আবূ গুতায়ফ সূত্রে ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে এই সনদটি দুর্বল।

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيْ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ : ذُكِرَ لِهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ هذَا الْحَدِيْثُ فَقَالَ : هٰذَا اِسْنَادٌ مَشْرِقِيٌّ .

قَالَ : سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ : مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْقَطَّانِ .

আলী ইব্‌ন আল-মাদীনী বলেন, ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন, হিশাম ইব্‌ন উরওয়ার কাছে এই হাদীছটি উল্লেখ করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ এর সনদ হল পূর্বাঞ্চলীয়।[১]

আহমদ ইব্‌নুল হাসান বলেন, আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) বলেছেনঃ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তানের মত হাদীছ বিশারদ কোন লোক আমি দেখিনি।

٦٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِيٍّ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . قُلْتُ فَاَنْتُمْ مَاكُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَالَمْ نُحْدِثْ .

৬০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......'আমর ইব্‌ন 'আমির আল-আনসারী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.)-কে বলতে শুনেছিঃ নবী প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন।

আমি বললাম ঃ আপনারা নিজেরা কি করতেন ? তিনি বললেন ঃ উযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সালাত আমরা একই উযূতে আদায় করতাম।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَحَدِيْثُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ حَدِيْثٌ جَيِّدٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ .

---

১. এই হাদীছের রাবীদের মধ্যে মদীনাবাসী কেউ নেই, এদের সকলেই কূফা ও বসরাবাসী। আর এই অঞ্চল মদীনার পূর্বদিকে অবস্থিত।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। পক্ষান্তরে হুমায়দের সূত্রে আনাস (রা.)-এর রিওয়ায়াতটি উত্তম এবং গরীব ও হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেঃ এক উযূতে একাধিক সালাত আদায় করা

٦١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ . يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . فَقَالَ عُمَرُ إِنَّكَ فَعَلْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ فَعَلْتَهُ ؟ قَالَ عَمْدًا فَعَلْتُهُ " .

৬১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.).......বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী ﷺ. প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন। কিন্তু মক্কা বিজয়ের দিন একই উযূতে সবক' টি সালাত আদায় করেছিলেন এবং চামড়ার মোযায় মাসহে করেছিলেন। উমর (রা.) তখন তাঁকে বললেন ঃ আপনি আজকে এমন একটি কাজ করলেন যা পূর্বে কখনও করেননি। রাসূল ﷺ . বললেনঃ হ্যাঁ, ইচ্ছা করেই এমন করেছি।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَزَادَ فِيْهِ : تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

قَالَ وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ أَيْضًا عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ : "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ" .

وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ .

قَالَ : وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَهٰذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وَكِيْعٍ .

وَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ : اَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ مَالَمْ

يُحْدِثْ . وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ إِسْتِحْبَابًا وَارَادَةَ الْفَضْلِ .

وَيُرْوٰى عَنِ الْإِفْرِيْقِيِّ عَنْ أَبِى غُطَيْفٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ" وَهٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ " اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِوُضُوْءٍ وَاحِدٍ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। 'আলী ইব্ন কাদিম এই হাদীছটি সুফইয়ান ছাওরীর সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে এতে নিম্নোক্ত বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে ঃ নবী ﷺ প্রতিটি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে উযূ করেছেন।

সুফইয়ান ছাওরী এই হাদীছটি মুহারিব ইব্ন দিছার–সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (রা.) সূত্রে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করতেন। ওয়াকী'– সুফইয়ান –মুহারিব–সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্ন মাহদী প্রমুখ রাবী এই হাদীছটি সুফইয়ান–মুহারিব ইব্ন দিছার–সুলায়মান ইব্ন বুরায়দা সূত্রে মুরসাল হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি ওয়াকী' বর্ণিত রিওয়ায়াত অপেক্ষা সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন ঃ উযূ নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত একই উযূতে একাধিক সালাত আদায় করা যায়। তাঁদের কেউ কেউ বলেনঃ অধিক ফযীলত লাভের আশায় প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা মুস্তাহাব।

ইফরীকী (র.)......আবূ গুতায়ফ সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ তাহারাত অবস্থায়ও যদি কেউ উযূ করে তবে আল্লাহ্ তাকে দশটি নেকী দিবেন। এই সনদটি যঈফ।

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন 'আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকেও বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ একই উযূতে যুহর ও আসর আদায় করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وُضُوْءِ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও নারীর একই পাত্র থেকে উযূ করা

٦٢. حَدَّثَنَا أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِى الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : حَدَّثَتْنِىْ مَيْمُوْنَةُ قَالَتْ : "كُنْتُ اَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ" .

৬২. ইব্ন আবী উমর (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ মায়মূনা (রা.) আমাকে বলেছেনঃ আমি এবং রাসূল ﷺ একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে (ফরয) গোসল করেছি।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ : اَنْ لاَبَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِن إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ وَاَنَسٍ ، وَأُمِّ هَانِيءٍ، وَأُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اِسْمُهُ "جَابِرُ بْنُ زَيدٍ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান-সহীহ্। সাধারণভাবে ফকীহ্গণের সকলেরই অভিমত এই যে, একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর গোসল করায় কোন দোষ নেই।

এই বিষয়ে আলী, আইশা, আনাস, উম্মু হানী, উম্মু সুবাইয়্যা আল-জুহানিয়্যা, উম্মু সালমা ও ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ রাবী আবুশ শা'ছা-এর নাম হল জাবির ইব্ন যায়দ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كِرَاهِيَةِ فَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদঃ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার মাকরূহ

٦٣. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيْ حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِيْ غِفَارٍ قَالَ "نَهى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ" .

৬৩. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......বানী গিফারের জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ .

قَالَ أَبُوْعِيْسَى : وَكَرِهَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوُضُوْءَ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ : كَرِهَا فَضْلَ طَهُوْرِهَا ، وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সারজিস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ফকীহগণের কেউ কেউ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা মাকরূহ বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমত এ-ই। তাঁরা মহিলা কর্তৃক ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করা মাকরূহ বলে বিধান দিলেও তাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণে কোন আপত্তি করেন না।

٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ " اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَتَوَضَّاَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ " أَوْ قَالَ : "بِسُوْرِهَا " .

৬৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মাহমুদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবূ হাজিবের সূত্রে হাকাম ইব্‌ন 'আমর আল-গিফারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ মহিলা কর্তৃক তাহারাতের জন্য ব্যবহৃত পানির অবশিষ্টাংশ দিয়ে (ভিন্ন বর্ণনায় তাদের উচ্ছিষ্ট পানি দিয়ে) উযূ করতে পুরুষদের নিষেধ করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، وَأَبُوْ حَاجِبٍ إِسْمُهُ "سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ" . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِيْ حَدِيْثِهِ : "نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَن يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ" . وَلَمْ يَشُكَّ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। রাবী আবূ হাজিবের নাম হল সাওয়াদা ইব্‌ন 'আসিম।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.) তাঁর রিওয়ায়াতে أَوْقَالَ بِسُوْرِهَا -এর উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٦٥.حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "إِغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ جَفْنَةٍ ، فَاَرَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَتَوَضَّاَ مِنْهُ : فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَقَالَ اِنَّ الْمَاءَ لاَيَجْنُبُ" .

৬৫. কুতায়বা (র.).......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ -এর জনৈকা স্ত্রী একটি বড় গামলা থেকে পানি নিয়ে গোসল করলেন। রাসূল ﷺ-এর অবশিষ্ট পানি দিয়ে উযূ করতে চাইলে উক্ত স্ত্রী বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো জুনূবী (অর্থাৎ ফরয গোসলজনিত নাপাক) ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেনঃ পানি কখনও জুনূবী অর্থাৎ অশুচি হয় না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।
ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমতও তদ্রূপ।

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَاءَ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ

অনুচ্ছেদ ঃ পানি অশুচি হয় না

٦٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوْا حَدَّثَنَا أَبُوْأُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : "قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَايُنَجِّسُهُ شَيْئٌ .

৬৬. হান্নাদ, হাসান ইব্‌ন 'আলী আল-খাল্লাল এবং আরও একাধিক রাবী (র.).......আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী ﷺ-কে একবার জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বী'রে বুযা'আর পানি দিয়ে কি আমরা উযূ করতে পারব? এই কূপটি তো এমন যে, এতে হায়যে ব্যবহৃত ছেড়া কাপড়, কুকুরের গোশত এবং ময়লা ফেলা হয়ে থাকে। রাসূল ﷺ বললেনঃ পানি তো পাক, একে কোন বস্তু অশুচি করতে পারেনা।[১]

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ جَوَّدَ أَبُوْ أُسَامَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، فَلَمْ

১. মদীনার অদূরবর্তী একটি ছোট জলাশয়ের নাম বী'রে বুযা'আ। এই জলাশয় থেকে নিকটস্থ খেজুর বাগানসমূহে পানি সেচ করা হত। পানি প্রবাহের জন্য এতে বেশ কয়টি নালাও ছিল। এটি খালি মাঠে অবস্থিত ছিল বলে বাতাসে উড়ে বা বৃষ্টি হলে পানির তোড়ে মরা কুকুরের গলিত অংশ, হায়যে ব্যবহৃত টুকরো কাপড়, ময়লা ইত্যাদি এতে এসে পড়ত। এই কারণে এটির পানি সম্পর্কে সাহাবীদের কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগে। রাসূল (সা.) প্রদত্ত জবাবের আসল উদ্দেশ্য হলো, তাদের উক্ত সন্দেহের অপনোদন। পানি কিছুতেই নাপাক হয় না-এই কথা বুঝানো এর মর্ম নয়।

يَرْوِ اَحَدٌ حَدِيْثَ أَبِىْ سَعِيْدٍ فِىْ بِئْرِ بُضَاعَةَ اَحْسَنَ مِمَّا رَوَى أَبُوْ أُسَامَةَ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ .

وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। আবূ উসামা অতি উত্তম সনদে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। বী'রে বুযা'আ সম্পর্কে বর্ণিত আবূ সাঈদ-এর এই হাদীছটি আবূ উসামা অপেক্ষা উত্তম সনদে আর কেউ রিওয়ায়াত করেননি। আবূ সাঈদ (রা.) থেকে আরও একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابٌ مِنْهُ اٰخَرُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

٦٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : "سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ ؟ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " .

৬৭. হান্নাদ (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মাঠের ক্ষুদ্র জলাশয়গুলির পানি এবং এতে যে হিংস্র বা সাধারণ পশু পানি পান করতে আসে সে সম্পর্কে একবার রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, দুই কুল্লা পরিমাণ পানি হলে তা আর নাপাকী বহন করে না।

قَالَ عَبْدَةُ : قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحٰقَ : اَلْقُلَّةُ هِىَ الْجِرَارُ ، وَالْقُلَّةُ الَّتِىْ يُسْقٰى فِيْهَا .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ ، قَالُوْا : اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْئٌ ، مَالَمْ يَتَغَيَّرْ رِيْحُهُ اَوْ طَعْمُهُ وَقَالُوْا : يَكُونُ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ .

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.) বলেনঃ কুল্লা হল বড় মটকা। তা থেকে পানি পান করা হয়। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এ হল ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত। তারা বলেনঃ পানি দুই কুল্লা হলে যতক্ষণ এর স্বাদ বা গন্ধ পরিবর্তিত না হবে ততক্ষণ ঐ পানি আর কোনভাবেই নাপাক হবে না। তারা আরো বলেনঃ প্রায় পাঁচ মশক পরিমাণ পানিতে দুই কুল্লা হয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্থির পানিতে পেশাব করা মাকরূহ

٦٨. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ " .

৬৮. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ স্থির পানিতে পেশাব করে তাতে তোমরা কেউ উযূ করবে না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَاءِ الْبَحْرِ اَنَّهُ طَهُوْرٌ

অনুচ্ছেদ ঃ সমুদ্রের পানি পাক

٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِيُّ إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ - وَهُوَ مِن بَنِى عَبْدِ الدَّارِ - اَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ " سَأَلَ رَجُلٌ ، رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ ، اَلْحِلُّ

مَيْتَتُهُ " .

৬৯. কুতায়বা ও আল-আনসারী ইসহাক ইব্ন মূসা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করলেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, অনেক সময় আমাদের সমুদ্র সফর করতে হয়। তখন সামান্য পানি আমরা আমাদের সাথে নিয়ে যাই। যদি সে পানি দিয়ে উযূ করতে যাই তবে আমাদের পিপাসার্ত থাকতে হয়। সুতরাং আমরা কি সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করতে পারি ?

রাসূল ﷺ বললেনঃ এর পানি পাক এবং এর মুর্দা (সামুদ্রিক মাছ) হালাল।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَالْفِرَاسِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ،وَابْنُ عَبَّاسٍ : لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاءِ الْبَحْرِ .

وَقَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ الْوُضُوْءَ بِمَاءِ الْبَحْرِ مِنْهُمْ : ابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو . وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو هُوَ نَارٌ .

এই বিষয়ে জাবির ও আল-ফিরাসী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। অধিকাংশ ফকীহ সাহাবীর মত এ-ই। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবূ বকর, উমর ও ইব্ন আব্বাস (রা.)। তাঁরা সমুদ্রের পানি ব্যবহারে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না। সাহাবীগণের কেউ কেউ সমুদ্রের পানি দিয়ে উযূ করা মাকরূহ বলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ইব্ন উমর ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.)। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর বলেনঃ এ তো আগুন (-এর মত ক্ষতিকর)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّشْدِيْدِ فِى الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ পেশাব সম্পর্কে কঠোরতা

٧٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ وَأَبُوْ كُرَيْبٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى قَبْرَيْنِ ، فَقَالَ : اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ : أَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَايَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَأَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِىْ بِالنَّمِيْمَةِ" .

৭০. হান্নাদ, কুতায়বা ও আবূ কুরায়ব (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ একবার দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেনঃ এই দু'টি কবরে আযাব হচ্ছে। আর তা বিরাট কোন কিছুর জন্য নয়। এই জন তো পেশাব থেকে নিজকে বাঁচাত না আর ঐ জন চোগলখুরী করে বেড়াত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي مُوْسَى وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي بَكْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَرَوٰى مَنْصُوْرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ "عَنْ طَاوُسٍ" . وَرِوَايَةُ الأَعْمَشِ اَصَحُّ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبَانَ الْبَلْخِيَّ مُسْتَمْلِيَ وَكِيْعٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُوْلُ : الْاَعْمَشُ اَحْفَظُ لِإِسْنَادِ اِبْرٰهِيْمَ مِنْ مَنْصُوْرٍ .

এই বিষয়ে যায়দ ইব্ন ছাবিত, আবূ বাকরা, আবূ হুরায়রা, আবূ মূসা ও আবদুর রাহমান ইব্ন হাসানা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মুজাহিদ-ইব্ন আব্বাস (রা.) সূত্রে মানসূরও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি মুজাহিদ ও ইব্ন আব্বাসের মাঝে তাউসের কথা উল্লেখ করেননি। শুরুতে বর্ণিত 'আ'মাশের রিওয়ায়াতটিই (৭০ নং হাদীছ) অধিকতর সহীহ। আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্ন আবান আল-বালখীকে বলতে শুনেছি যে, ওয়াকী' বলেছেনঃ ইবরাহীম থেকে রিওয়ায়াতের ব্যাপারে মানসূরের তুলনায় আ'মাশ অধিক সংরক্ষক।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ نَضْحِ بَوْلِ الْغُلَامِ قَبْلَ اَنْ يُّطْعَمَ

অনুচ্ছেদ ঃ দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেওয়া

٧١. **حَدَّثَنَا** قُتَيْبَةُ وَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ : "دَخَلْتُ بِابْنٍ لِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ" .

৭১. কুতায়বা ও আহমদ ইব্ন মানী' (র.).....উম্মু কায়স বিন্ত মিহসান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমি আমার দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে নিয়ে নবী ﷺ এর কাছে গেলাম। শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। রাসূল ﷺ পানি আনতে বললেন এবং পরে তা পেশাবের স্থানে ছিটিয়ে দিলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَزَيْنَبَ ، وَلُبَابَةَ بِنْتِ الْحَـٰرِثِ وَهِيَ أُمُّ الْفَضْلِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَأَبِى السَّمْحِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَمْرٍو ، وَأَبِىْ لَيْلَى وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ أَحْمَدَ وَاسِحٰقَ قَالُوْا يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَهٰذَا مَالَمْ يَطْعَمَا ، فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا .

এই বিষয়ে 'আলী, 'আইশা, যায়নাব, লুবাবা বিন্ত হারিছ-ইনি হলেন ফযল ইব্ন আব্বাসের মা, আবুস-সাম্হি, 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আম্র, আবূ লায়লা ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ একাধিক সাহাবী, তাবিঈ এবং ইমাম আহমদ ও ইসহাকের মত পরবর্তী যুগের ফকীহদের অভিমত এ-ই। তাঁরা বলেন ঃ দুগ্ধপোষ্য ছেলের পেশাবের বেলায় পানি ছিটিয়ে দেওয়া যথেষ্ট; আর মেয়ে হলে তা ধৌত করতে হবে। কিন্তু যদি দুগ্ধপোষ্য না হয় তবে ছেলে বা মেয়ে উভয়ের বেলায়ই তা ধৌত করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ بَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ

অনুচ্ছেদ ঃ হালাল পশুর পেশাব

٧٢. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِىُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ وَثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ "أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اِبِلِ الصَّدَقَةِ وَقَالَ اشْرَبُوْا مِنْ اَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَقَتَلُوْا رَاعِىَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَاسْتَاقُوْا الاِبِلَ وَارْتَدُّوْا عَنِ الاِسْلاَمِ ، فَأُتِىَ بِهِمُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَطَعَ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلاَفٍ وَسَمَرَ اَعْيُنَهُمْ ، وَاَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ . قَالَ اَنَسٌ : فَكُنْتُ اَرٰى اَحَدَهُمْ يَكُدُّ الاَرْضَ بِفِيْهِ

حَتّٰى مَاتُوْا" . وَرُبَّمَا قَالَ حَمَّادٌ : "يَكْدُمُ الاَرضَ بِفِيْهِ حَتّٰى مَاتُوْا" .

৭২. হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ আয্-যা'ফরানী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ একবার 'উরায়না গোত্রের কিছু লোক মদীনা আসে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের উপযোগী না হওয়ায় রাসূল ﷺ তাদেরকে সাদকার উট চারণের ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেনঃ তোমরা উটের দুধ ও পেশাব পান করবে। শেষে এরা ইসলাম ত্যাগ করে রাসূল ﷺ নিযুক্ত রাখালকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। পরে এদেরকে ধরে নবী ﷺ-এর কাছে হাযির করা হয়। অতঃপর বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হল। চোখ শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করা হল এবং মদীনার পাথুরে ময়দান হার্‌রায় নিক্ষেপ করা হল।

আনাস (রা.) বলেনঃ এদের মধ্যে একজনকে আমি তখন মাটি কামড়াতে কামড়াতে মরতে দেখেছি।

হান্নাদ তাঁর রিওয়ায়াতে يَكُدُّ الْاَرْضَ -এর স্থলে কোন কোন সময় يَكْدُمُ الْاَرْضَ -ও রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْرُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ اَنَسٍ. وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا لاَبَأْسَ بِبَوْلِ مَايُؤْكَلُ لَحْمُهُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ্। আনাস (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

অধিকাংশ আলিমের অভিমত এরূপ। তারা বলেনঃ হালাল পশুর পেশাবে কোন দোষ নেই।

٧٣. حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ الْاَعْرَجُ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :"اِنَّمَا سَمَلَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْيُنَهُمْ لاَنَّهُمْ سَمَلُوْا اَعْيُنَ الرُّعَاةِ " .

৭৩. আল-ফয্‌ল ইব্ন সাহ্‌ল আল-আ'রাজ আল-বাগদাদী (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এরা যেহেতু নবী ﷺ-এর রাখালদের চোখ শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করেছিল সেহেতু কিসাস হিসাবে তিনি তাদের চোখও শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করেছিলেন।[১]

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ، لاَنَعْلَمُ اَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هٰذَا الشَّيْخِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ زُرَيْعٍ .

---

১. ইসলামের শুরুতে প্রতিটি আঘাতের অনুরূপ কিসাস নেওয়ার বিধান ছিল। পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়। ব্যাখ্যাকারগণ বলেনঃ চিকিৎসা স্বরূপ তিনি এদেরকে উটের পেশাব পান করতে বলেছিলেন।

وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ. وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ : إِنَّمَا فَعَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُوْدُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। কেননা রাবী ইয়াযীদ ইব্‌ন যুরায়' থেকে আর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

এই হাদীছটির মর্ম আল্লাহ্‌র কালাম وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ (যখমের বদলে অনুরূপ যখম) -এর অনুরূপ।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ হুদূদ সম্পর্কিত বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে নবী ﷺ এদের সঙ্গে এই আচরণ করেছিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الرِّيْحِ

অনুচ্ছেদ ঃ বাতকর্মের কারণে উযূ করা

٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : " لَاوُضُوْءَ اِلاَّ مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ " .

৭৪. কুতায়বা ও হান্নাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত উযূ করতে হবে না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الْمَسْجِدِ فَوَجَدَ رِيْحًا بَيْنَ اَلْيَتَيْهِ فَلاَ يَخْرُجْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا" .

৭৫. কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারুর যদি মসজিদে অবস্থানকালে বায়ু নির্গত হয়েছে বলে ধারণা হয় তবে শব্দ বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত মসজিদ থেকে (উযূর জন্য) বের হবে না।

قَالَ: وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ، وَعَلِىِّ بْنِ طَلْقٍ ، وَعَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ .

ال أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ اَنْ لاَّ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ اِلاَّ مِنْ حَدَثٍ يَسْمَعُ صَوْتًا اَوْ جِدُ رِيْحًا .

قَالَ: عَبْدُ اللّٰهِ بنُ الْمُبَارَكِ: اِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ فَاِنَّهُ لاَيَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ تّٰى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيْقَانًا يَقْدِرُ اَنْ يَّحْلِفَ عَلَيْهِ . وَقَالَ اِذَا خَرَجَ مِنْ قُبُلِ ـمَرْاَةِ الرِّيْحُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوْءُ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاِسْحٰقَ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ, আলী ইব্ন তাল্ক, আইশা, ইব্ন আব্বাস, ইব মাসঊদ, আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

এই বিষয়ে আলিমগণের অভিমত এই যে, বায়ু নির্গত হওয়ার আওয়াজ শুনে বা এর গ পেয়ে উযূ বিনষ্ট হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত উযূ করা ওয়াজিব নয়।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারক বলেনঃ উযূ বিনষ্ট হওয়ার বিষয়ে যদি সন্দেহ হয় তবে কস করার মত নিশ্চিত বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত উযূ করা ওয়াজিব হবে না। তিনি আরো বলে কোন মহিলার পেশাবের পথে যদি বায়ু নির্গত হয় তবে তাকে উযূ করতে হবে। ইম শাফিঈ ও ইসহাকের অভিমতও এ-ই।

٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن هَمَّامِ نِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : "اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ اَحَدِكُمْ اِ اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ " .

৭৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূ ﷺ বলেছেনঃ উযূ বিনষ্ট হওয়ার পর উযূ না করা পর্যন্ত আল্লাহ্ তোমাদের কারো সালা কবূল করবেন না।

ال أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ নিদ্রার কারণে উযূ।

٧. حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى كُوْفِىٌّ وَهَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ

الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِىُّ عَنْ أَبِىْ خَالِدٍ الدَّالاَنِىِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : "أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ ﷺ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتّٰى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ قَدْ نِمْتَ ؟ قَالَ اِنَّ الْوُضُوْءَ لاَيَجِبُ اِلاَّ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ" .

৭৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা, হান্নাদ এবং মুহাম্মাদ ইব্‌ন উবায়দ আল-মুহারিবী (র.)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) একদিন রাসূল ﷺ-কে সিজদারত অবস্থায় ঘুমুতে দেখতে পেলেন। এমন কি তখন তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। এরপর তিনি দাঁড়ালেন ও সালাত আদায় করলেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আপনি তো ঘুমিয়ে পড়ছিলেন।

তিনি বললেনঃ শুয়ে না ঘুমালে উযূ ওয়াজিব হয় না। কারণ শুয়ে ঘুমালে জোড়াগুলি ঢিলে হয়ে যায়।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَأَبُوْ خَالِدٍ اِسْمُهُ "يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ" .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ সনদে উক্ত রাবী আবূ খালিদ-এর আসল নাম ইয়াযীদ ইব্‌ন আবদির রাহমান।

এই বিষয়ে আইশা, ইব্‌ন মাসউদ, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٧٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُوْنَ ثُمَّ يَقُوْمُوْنَ فَيُصَلُّوْنَ ، وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ" .

৭৮. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আনাস (রা.) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ ঘুমিয়ে পড়তেন তারপর উঠে সালাত আদায় করতেন ; কিন্তু উযূ করতেন না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْمُبَارَكِ عَمَّنْ نَامَ قَاعِدًا مُتَعَمِّدًا ؟ فَقَالَ : لاَوُضُوْءَ عَلَيْهِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَوَى حَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ اَبَا الْعَالِيَةِ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ : فَرَاَى اَكْثَرُهُمْ اَنْ لاَّ يَجِبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ اِذَا نَامَ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا حَتّٰى يَنَامَ مُضْطَجِعًا. وَبِهِ يَقُوْلُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَاَحْمَدُ .

قَالَ : وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَاقَامَ حَتّٰى غُلِبَ عَلٰى عَقْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ وَبِهِ يَقُوْلُ إِسْحٰقُ .

وَقَالَ الشَّافِعِىُّ مَنْ نَامَ قَاعِدًا فَرَاٰى رُؤْيَا اَوْ زَالَتْ مَقْعَدَتُهُ لِوَسَنِ النَّوْمِ : فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ। সালিহ ইব্ন আব-দিল্লাহ্কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন ঃ বসাবস্থায় ইচ্ছা করে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে ইব্ন মুবারকের নিকট আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেন ঃ তার জন্য উযূ করা জরুরী নয়।

সাঈদ ইব্ন আবী আরূবা (র.) কাতাদা (র.)-এর সূত্রে ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর উক্তি হিসাবে তাঁর রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আবুল 'আলিয়ার উল্লেখ করেননি এবং মারফূ' রূপে তা বর্ণনা করেননি।

নিদ্রার কারণে উযূ করা সম্পর্কে আলিম ও ফিক্হবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শুয়ে নিদ্রা না গিয়ে বসে বা দাঁড়িয়ে নিদ্রা গেলে উযূ ওয়াজিব হবে না বলে অধিকাংশ ফিক্হবিদ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম ছাওরী, ইব্ন মুবারাক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত এ-ই।

কেউ কেউ বলেন, নিদ্রার কারণে যদি জ্ঞান ও অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে যায় তবে উযূ করতে হবে। ইমাম ইসহাকেরও এই অভিমত।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন ঃ বসা অবস্থায় ঘুমিয়ে যদি কেউ স্বপ্ন দেখে বা ঘুমের ঘোরে যদি তার বসার স্থান সরে যায় তা হলে উযূ করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযূ করা ।

৭৯. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَن أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَلَوْ مِن ثَوْرِ اَقِطٍ . قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَا اَبَا هُرَيْرَةَ : اَنَتَوَضَّأُ مِنَ الدُّهْنِ؟ اَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْحَمِيْمِ ؟ قَالَ : فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ : يَا ابْنَ اَخِىْ إِذَا سَمِعْتَ حَدِيْثًا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلاَ تَضْرِبْ لَهُ مَثَلاً " .

৭৯. ইব্ন আবী 'উমার (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ আগুনে পাক করা খাদ্য আহার করলে উযূ করতে হবে। যদিও তা পনিরের টুকরো হয়।

রাবী বলেন ঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) এই শুনে আবূ হুরায়রা (রা.)-কে বললেন ঃ তাহলে কি তেল ব্যবহার করে বা গরম পানি ব্যবহার করেও আমাদের উযূ করতে হবে ?

আবূ হুরায়রা (রা.) বললেন ঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র, রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত কোন হাদীছ শুনলে এর উদাহরণ দিতে যেও না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ ، وَاُمِّ سَلَمَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَابْنِ طَلْحَةَ وَأَبِىْ اَيُّوبَ وَأَبِىْ مُوْسَى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَاَى بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوْءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ وَاَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ :عَلٰى تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ .

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, উম্মু সালামা, যায়দ ইব্ন ছাবিত, আবূ তালহা, আবূ আয়্যুব ও আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ ফিক্হবিদ আলিমদের কেউ কেউ আগুনে প্রস্তুতকৃত খাদ্য আহার করলে উযূ করতে হবে বলে অভিমত দিয়েছেন। তবে সাহাবী, তাবিঈ এবং তৎপরবর্তী অধিকাংশ আলিম এই ক্ষেত্রে উযূ জরুরী নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ ঃ আগুনে পাকানো খাদ্য আহারে উযূ না করা

٨٠. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ سَمِعَ جَابِرًا، قَالَ سُفْيَانُ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : "خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا مَعَهُ فَدَخَلَ عَلٰى اِمْرَاَةٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ وَاَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَاَتَتْهُ بِعُلاَلَةٍ مِنْ عُلاَلَةِ الشَّاةِ فَاَكَلَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৮০. ইব্‌ন আবী উমার (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আমিও ঘর থেকে বের হলাম। রাসূল ﷺ জনৈকা আনসারী মহিলার বাড়িতে গেলেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর জন্য একটি বকরী যবেহ করলেন। রাসূল ﷺ তা থেকে আহার করলেন। তারপর সেই মহিলা এক কাঁদি কাঁচা খেজুর এনে হাযির করলেন। রাসূল ﷺ তা থেকেও কিছু খেজুর খেলেন। পরে যুহরের উযূ করলেন এবং সালাত আদায় করে ফিরে বসলেন। উক্ত মহিলা বকরীটির গোশ্‌ত থেকে যা অবশিষ্ট ছিল তা তাঁর সামনে এনে হাযির করলেন। নবী ﷺ তা আহার করলেন। পরে তিনি আসরের সালাত আদায় করলেন; কিন্তু উযূ করলেন না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِىْ رَافِعٍ وَأُمِّ الْحَكَمِ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَأُمِّ عَامِرٍ وَسُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَلاَ يَصِحُّ حَدِيْثُ أَبِىْ بَكْرٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ مِنْ قِبَلِ اِسْنَادِهِ اِنَّمَا رَوَاهُ حُسَامُ بْنُ مِصَكٍّ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ. وَالصَّحِيْحُ اِنَّمَا هُوَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . هٰكَذَا رَوَى الْحُفَّاظُ وَرُوِىَ عَنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . وَرَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ ، وَعِكْرِمَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ وَعَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ : "عَنْ أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ" وَهٰذَا اَصَحُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ

ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَاِسْحٰقَ رَاَوْا تَرْكَ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

وَهٰذَا اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. وَكَاَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ : حَدِيْثِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ .

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, ইব্ন মাসঊদ, আবূ রাফি', উম্মুল হাকাম, আম্‌র ইব্ন উমায়্যা, উম্মু আমির, সুওয়ায়দ ইব্ন নু'মান এবং উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তবে সনদের দিক থেকে সেই রিওয়ায়াতটি সহীহ নয়। হাদীছটি হুসাম ইব্ন মিসাক্ক-ইব্ন সীরীন-ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। হাফিজুল হাদীছ নির্ভরযোগ্য রাবীগণ এভাবেই এটির রিওয়ায়াত করেছেন। ইব্ন সীরীন-ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ সনদে একাধিক সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। আতা ইব্ন ইয়াসার, ইকরিমা, মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন আতা, আলী ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস প্রমুখ হাফিজুল হাদীছ রাবীগণ ইব্ন আব্বাস (রা.) নবী ﷺ . সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন ; তাঁরা মাঝে আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর উল্লেখ করেননি। এটিই অধিকতর সহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবা, তাবিঈ এবং তৎপরবর্তী প্রায় সকল ফিক্হবিদ আলিম যথা [ইমাম আবূ হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র.) প্রমুখ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা আগুনে প্রস্তুত খাদ্য আহারের ক্ষেত্রে উযূ করা জরুরী নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর শেষ আমল ছিল এরূপই। এই হাদীছটি আগুনে প্রস্তুত খাদ্য আহারের ক্ষেত্রে উযূ করার বিধান সম্বলিত হাদীছটির জন্য নাসিখ বা রহিতকারী বলে গণ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ ঃ উটের গোশ্‌ত আহারে উযূ

٨١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ ؟ فَقَالَ : تَوَضَّؤُا مِنْهَا . وَسُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : لَاتَتَوَضَّؤُا مِنْهَا" .

৮১. হান্নাদ (র.)......বারা' ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উটের গোশ্‌ত আহারের কারণে উযূ করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এই কারণে তোমরা উযূ করে নিও। মেষের গোশ্‌ত আহারের ক্ষেত্রে উযূ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এতে তোমাদের উযূ করতে হবে না।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ . وَالصَّحِيْحُ حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .

وَرَوٰى عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ ذِى الْغُرَّةِ الْجُهَنِيِّ .

وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ اَرْطَاةَ ، فَاَخْطَاَ فِيْهِ وَقَالَ فِيْهِ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ .

وَالصَّحِيْحُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .

قَالَ اِسْحٰقُ : صَحَّ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيْثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

وَهُوَ قَوْلُ اَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ :اَنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا الْوُضُوْءَ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ .

এই বিষয়ে জাবির ইব্‌ন সামুরা, উসায়দ ইব্‌ন হুযায়র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাজ্জাজ ইব্‌ন আরতাত (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন

আবদিল্লাহ--আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-এর সূত্রে উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ্ হল আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-বারা ইব্ন আযিব (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। ইমাম আহমদ ও ইসহাকও এই কথা বলেছেন। উবায়দা আয্যাব্বী আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদিল্লাহ্ আর-রাযী-আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-যুল গুররা সনদে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইব্ন সালামা (র.) হাজ্জাজ ইব্ন আরতাত-এর সনদে হাদীছটি বর্ণনা করতে গিয়ে এর সনদে ভুল করেছেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদির রহমান-স্বীয় পিতা আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-উসায়দ ইব্ন হুযায়র (রা.) সনদে হাদীছটির উল্লেখ করেছেন; অথচ সহীহ্ সূত্র হল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদিল্লাহ্ আর-রাযী-আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা-বারা' ইব্ন আযিব (রা.)।

ইসহাক (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে দুইটি রিওয়ায়াতই অধিকতর সহীহ ; একটি হল বারা' -এর এবং অপরটি হল জাবির ইব্ন সামুরা (রা.)-র রিওয়ায়াত।

এ হল ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত। তাবিঈ ও অপরাপর কতক আলিম থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উটের গোশ্ত আহারের কারণে উযূ করতে হবে বলে মনে করেন না। এ হলো [ইমাম আবূ হানীফা], সুফইয়ান ছাওরী ও কূফাবাসী আলিমগণের অভিমত।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে উযূ

٨٢. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ .

৮২. ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.).....বুসরা বিন্ত সাফওয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ কেউ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযূ না করে সালাত পড়বে না।

قَالَ :وَفِى الْبَابِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ وَاَبِى اَيُّوْبَ وَاَبِى هُرَيْرَةَ وَاَرْوٰى اِبْنَةِ اُنَيْسٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ هٰكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ هٰذَا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ بُسْرَةَ .

এই বিষয়ে উম্মু হাবীবা, আবূ আয়্যূব, আবূ হুরায়রা, আরওয়া বিন্ত উনায়স, আইশা, জাবির, যায়দ ইব্ন খালিদ ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। হিশাম ইব্‌ন উরওয়া-পিতা উরওয়া-বুসরা (রা.) সনদে একাধিক রাবী এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٨٣. وَرَوٰى أَبُوْأُسَامَةَ وَغَيْرُوَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ بِهٰذَا .

৮৩. আবূ উসামা এবং আরো অনেকে হিশাম ইব্‌ন উরওয়া-পিতা উরওয়া-মারওয়ান-বুসরা (রা.) সনদে হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। আর আবূ উসামার সূত্রে ইসহাক ইব্‌ন মানসূর আমাকে এই সনদটি বর্ণনা করেছেন।

٨٤. وَرَوٰى هٰذَا الْحَدِيثَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৮৪. আবুয্ যিনাদ (র.)......উরওয়া-বুসরা (রা.) সনদে এটির বর্ণনা করেছেন। এই সনদে আলী ইব্‌ন হুজ্‌রও আমাকে হাদীছটির রিওয়ায়াত করেছেন।

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ . وَبِهِ يَقُولُ الْاَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَاَصَحُّ شَيْئٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيثُ بُسْرَةَ .

وَقَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ : حَدِيثُ أُمِّ حَبِيبَةَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ صَحِيحٌ وَهُوَ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : لَمْ يَسْمَعْ مَكْحُوْلٌ مِنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ، وَرَوٰى مَكْحُوْلٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيثِ .

وَكَاَنَّهُ لَمْ يَرَ هٰذَا الْحَدِيثَ صَحِيحًا .

একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ এই ধরনের বিধান দিয়েছেন। ইমাম আওযাঈ, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

মুহাম্মাদ আল বুখারী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে বুসরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই অধিকতর সহীহ। আবূ যুর'আ বলেনঃ উম্মু হাবীবা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হল এই বিষয়ে বর্ণিত

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ একাধিক সাহাবী ও কতক তাবিঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা লজ্জাস্থান স্পর্শের ক্ষেত্রে উযূ করা জরুরী বলে মনে করেন না। ইব্‌ন মুবারক [ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)] এবং কূফাবাসী ফকীহগণের অভিমতও এ-ই।

এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছসমূহের মধ্যে এই হাদীছটিই সর্বাধিক উত্তম। আয়্যুব ইব্‌ন উতবা ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাবির (র.).......তাল্‌ক ইব্‌ন আলী (রা.) থেকে হাদীছটির রিওয়ায়াত করেছেন। হাদীছবেত্তাদের কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইব্‌ন জাবির ও আয়্যুব ইব্‌ন উতবা সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বাদ্‌র (র.)-এর সূত্রে মুলাযিম ইব্‌ন আমরের বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিকতর সহীহ এবং হাসান।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদঃ চুম্বনের কারণে উযূ না করা

٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَنَّادٌ ، وَ اَبُوْ كُرَيْبٍ ، وَ اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ ، وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ ، وَ اَبُوْ عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ : قُلْتُ : مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتِ ؟ قَالَ : فَضَحِكَتْ " .

৮৬. কুতায়বা, হান্নাদ, আবূ কুরায়ব, আহমদ ইব্‌ন মানী', মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান, আবূ আম্মার (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তার জনৈক স্ত্রীকে চুম্বন করলেন এবং পরে সালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন; কিন্তু উযূ করলেন না।

রাবী উরওয়া বললেন, নবী ﷺ-এর ঐ স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কেউ হবেন না। এই কথা শুনে আইশা (রা.) হাসলেন।

قَالَ اَبُوْعِيْسٰى: وَقَدْ رُوِىَ نَحْوُهٰذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ ، قَالُوْا لَيْسَ فِى الْقُبْلَةِ وَضُوْءٌ .

وَ قَالَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَالْاَوْزَاعِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ : فِى الْقُبْلَةِ وَضُوْءٌ وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ . وَاِنَّمَا تَرَكَ اَصْحَابُنَا حَدِيْثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا لِاَنَّهُ لَايَصِحُّ عِنْدَهُمْ لِحَالِ الْاِسْنَادِ .

قَالَ وَسَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ الْعَطَّارَ الْبَصْرِىَّ يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ قَالَ : ضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ هٰذَا الْحَدِيْثَ جِدًّا. وَقَالَ : هُوَ شِبْهُ لَاشَيْئٌ . قَالَ :وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يُضَعِّفُ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَقَالَ حَبِيْبُ بْنُ أَبِى ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ .

وَقَدْرُوِىَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَائِشَةَ: اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " . وَهٰذَا لَايَصِحُّ اَيْضًا وَلَانَعْرِفُ لِاِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ سِمَاعًا مِنْ عَائِشَةَ وَلَيْسَ يَصِحُّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا الْبَابِ شَيْئٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী ও তাবিঈ, আলিম ও ফকীহ্দের থেকেও অনুরূপ মতামত বর্ণিত রয়েছে। সুফইয়ান ছাওরী, (ইমাম আজম) ও কূফাবাসী ফকীহ্দের অভিমতও তা-ই। তাঁরা বলেনঃ চুম্বনের কারণে উযূ জরুরী নয়।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ইব্ন আনাস, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ চুম্বনের ক্ষেত্রে উযূ জরুরী। সাহাবী ও তাবিঈদের একাধিক আলিম ও ফকীহ্ও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

এই বিষয়ে আইশা (রা.) বর্ণিত উপরের হাদীছটি গ্রহণ না করার কারণ হল, এটি সনদের দিক থেকে সহীহ নয়। আবূ বাকর আল-আত্তার আল-বাসরীকে আলী ইবনুল মাদীনীর সূত্রে বলতে শুনেছি যে, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান এই হাদীছটিকে যঈফ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেনঃ এটি সন্দেহ পূর্ণ, আর এটি কিছুই নয়। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকেও এই হাদীছটি যঈফ বলে সিদ্ধান্ত দিতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ বর্ণনাকারী হাবীব ইব্ন আবী ছাবিত (র.) উরওয়ার নিকট থেকে হাদীছ শুনেননি।

ইবরাহীম আত-তায়মী (র.)......আইশা (রা.) সূত্রেও নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁকে চুম্বন করেছেন; কিন্তু উযূ করেননি।

এই হাদীছটিও সহীহ নয়। কারণ, ইবরাহীম আত-তায়মী (র.) আইশা (রা.) থেকে কোন হাদীছ শুনেছেন বলে আমরা জানি না। মোট কথা, এই বিষয়ে রাসূল ﷺ থেকে কোন সহীহ হাদীছ নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الْقَيْئِ وَالرُّعَافِ

অনুচ্ছেদঃ বমি ও নাকসিরের কারণে উযূ

٨٧. **حَدَّثَنَا** أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ اَبِى السَّفَرِ ، وَهُوَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْهَمْدَانِىُّ الْكُوْفِىُّ وَاِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ : حَدَّثَنَا وَقَالَ اِسْحٰقُ ، اَخْبَرَنَا

عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِيْ أَبِىْ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ قَالَ : حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرٍو الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ الْمَخْزُوْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ . "اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاءَ فَاَفْطَرَفَتَوَضَّأَ، قَالَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ : صَدَقَ ، اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ " .

৮৭. আবূ উবায়দা ইব্‌ন আবিস–সাফার ও ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)......মা'দান ইব্‌ন আবী তালহার সনদে আবুদ–দারদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ﷺ-এর বমি হল। পরে তিনি উযূ করলেন। মা'দান ইব্‌ন আবী তালহা বলেনঃ দামিশক মসজিদে ছাওবান (রা.)–এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তাঁর কাছে আবুদ্–দারদা (রা.)–এর এই রিওয়ায়াতটির উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন ঃ আবুদ–দারদা সত্য বলেছেন। তখন আমিই নবী ﷺ-কে উযূর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَالَ اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ : "مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ " .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَ "اِبْنُ أَبِىْ طَلْحَةَ" اَصَحُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رَاَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ . وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ : الْوَضُوْءُ مِنَ الْقَيْئِ وَالرُّعَافِ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .

وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ فِىْ الْقَيْئِ وَالرُّعَافِ وَضُوْءٌ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَدْ جَوَّدَ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

وَحَدِيْثُ حُسَيْنٍ اَصَحُّ شَيْئٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ .

وَرَوٰى مَعْمَرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ فَاَخْطَأَ فِيْهِ فَقَالَ "عَنْ يَعِيْشَ بْنِ الْوَلِيْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ" وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْاَوْزَاعِيَّ وَقَالَ "عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ" وَاِنَّمَا هُوَ "مَعْدَانُ بْنُ اَبِىْ طَلْحَةَ " .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র.)ও (রাবীর নাম) মা'দান ইব্ন তালহা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইব্ন আবী তালহা অধিকতর সহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ সাহাবী ও তাবিঈগণের একাধিক আলিম ও ফকীহ্ বমি ও নাকসিরের ক্ষেত্রে উযূ করার বিধান দিয়েছেন। সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এরও এই অভিমত।

আলিমগণের কেউ কেউ বলেছেনঃ বমি ও নাকসিরের ক্ষেত্রে উযূর দরকার নেই। ইমাম মালিক ও শাফিঈও এই মত পোষণ করেন।

হুসায়ন আল-মুআল্লিম এই হাদীছটি উত্তম বলে মত প্রকাশ করেছেন। এই বিষয়ে হুসায়ন বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক সহীহ।

ইয়াহইয়া ইব্ন আবী-কাছীরের সূত্রে মা'মারও এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি এতে ভুল করে ফেলেছেন এবং ইয়াঈশ ইবনুল ওয়ালিদ-খালিদ ইব্ন মা'দান-আবুদ-দারদা (রা.) সনদের উল্লেখ করেছেন। এতে আল-আওযাঈ (র.)-র উল্লেখ করেননি। তিনি খালিদ ইব্ন মা'দান বলেছেন, অথচ ইনি হলেন মা'দান ইব্ন আবী তালহা।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদঃ নবীয[1] (ফল ভিজানো পানি) দ্বারা উযূ করা

৮৮. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِيْ فَزَارَةَ عَنْ أَبِيْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : سَأَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَافِيْ اِدَاوَتِكَ ؟ فَقُلْتُ نَبِيْذٌ. فَقَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ . قَالَ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ " .

৮৮. হান্নাদ (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আমাকে বললেনঃ তোমার পাত্রে কি আছে ? আমি বললামঃ নবীয। তিনি বললেনঃ খেজুর পবিত্র আর পানিও পাক। তারপর তিনি তা দিয়ে উযূ করলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَاِنَّمَا رُوِيَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَأَبُوْ زَيْدٍ رَجُلٌ مَجْهُوْلٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ لَايُعْرَفُ لَهُ رِوَايَةٌ غَيْرُ هٰذَا الْحَدِيْثِ . وَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْوُضُوْءَ بِالنَّبِيْذِ مِنْهُمْ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَايُتَوَضَّأُ بِالنَّبِيْذِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاِسْحَاقَ . وَقَالَ اِسْحٰقُ : اِنِ ابْتُلِيَ رَجُلٌ بِهٰذَا فَتَوَضَّأَ

১. কিসমিস, মোনাক্কা, খেজুর ইত্যাদি ফল ভিজানো পানি

بِالنَّبِيْذِ وَتَيَمَّمَ اَحَبُّ اِلَيَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَوْلُ مَنْ يَقُوْلُ "لَايَتَوَضَّأُ بِالنَّبِيْذِ" أَقْرَبُ اِلَى الْكِتَابِ وَاَشْبَهُ لاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءًا فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ যায়দ-আবদুল্লাহ্-নবী ﷺ সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। এই আবূ যায়দ হাদীছবেত্তাদের নিকট মাজহূল বা অজ্ঞাত। এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন রিওয়ায়াত তার আছে বলে আমরা জানি না।

আলিমদের কেউ কেউ নবীয দিয়ে উযূ করার অনুমতি আছে বলে মনে করেন। সুফইয়ান প্রমুখের মতও তা-ই। আলিমদের অপর একদল বলেন-নবীয দিয়ে উযূ করা যাবে না। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। ইসহাক (র.) বলেনঃ আমার নিকট অধিক পছন্দের হল, কোন ব্যক্তি যদি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, নবীয ছাড়া তার নিকট অন্য কোন পানি নাই তাহলে সে নবীয দিয়ে উযূও করবে এবং তায়াম্মুমও করবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ যারা বলেন নবীয দিয়ে উযূ হবে না তাদের কথা কুরআনের অধিকতর নিকটবর্তী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

"পানি না পেলে পবিত্র মাটির তায়াম্মুম করবে।" ১

بَابٌ فِى الْمَضْمَضَةِ مِنَ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদঃ দুধ পান করে কুলি করা

٨٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : " اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَقَالَ : اِنَّ لَهُ دَسَمًا" .

৮৯. কুতায়বা (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একবার দুধ পান করলেন। পরে পানি আনতে বললেন এবং তা দিয়ে কুলি করলেন। বললেনঃ এতে তৈলাক্ততা রয়েছে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ وَاُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

---

১. নবীয খালিছ্ পানি নয়।

وَقَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ وَهٰذَا عِنْدَنَا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ . وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمُ الْمَضْمَضَةَ مِنَ اللَّبَنِ .

এই বিষয়ে সাহল ইব্‌ন সা'দ ও উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

কোন কোন আলিম দুধ পানের পর উযূ করার অভিমত দিয়েছেন। আমাদের মতে তা মুস্তাহাব। আলিমদের অপর এক দল দুধ পান করলে উযূ করা দরকার বলে মনে করেন না।

بَابُ فِى كَرَاهَةِ رَدِّ السَّلَامِ غَيْرَ مُتَوَضِّىءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ ছাড়া সালামের জওয়াব দেওয়া পছন্দনীয় নয়

٩٠. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : "أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ " .

৯০. নাসর ইব্‌ন আলী ও মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ পেশাব করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম করল। কিন্তু রাসূল ﷺ তার সালামের জওয়াব দিলেন না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاِنَّمَا يُكْرَهُ هٰذَا عِنْدَنَا اِذَا كَانَ عَلَى الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ . وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ذٰلِكَ .

وَهٰذَا أَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِيَ فِى هٰذَا الْبَابِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْظَلَةَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ الْفَغْوَاءِ ، وَجَابِرٍ ، وَالْبَرَاءِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। পেশাব বা পায়খানারত অবস্থায় আমাদের মতে সালামের জওয়াব দেওয়া মাকরূহ। কোন কোন আলিম হাদীছটির এইরূপই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ বিষয়ে বর্ণিত রিওয়ায়াতের মধ্যে এটিই সর্বোত্তম।

এই বিষয়ে মুহাজির ইব্‌ন কুনফুয, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হানযালা, আলকামা ইব্‌ন ফাগওয়া, জাবির ও বারা' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ سُؤْرِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট

٩١. حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ . قَالَ : "يُغْسَلُ الْاِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ اَوْ اُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ وَاِذَا وَلَغَت فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً " .

৯১. সাওওয়ার ইব্ন আবদিল্লাহ্ আল-আম্বারী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা সাতবার ধৌত করতে হবে। 'প্রথমবার' বর্ণনান্তরে 'শেষবার' তাতে মাটি ঘষে ধৌত করতে হবে। আর পাত্রে বিড়াল মুখ দিলে তা ধৌত করতে হবে একবার।[১]

قَالَ أَبُوْ عِيْسى : هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا وَلَمْ يُذْكَرْ فِيْهِ : "اِذَا وَلَغَتْ فِيْهِ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً" .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান এবং সহীহ। ইমাম শাফিঈ আহমদ ও ইসহাকের অভিমতও এ-ই।

অপর সনদে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এই হাদীছটি অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে এতে "বিড়াল মুখ দিলে একবার ধৌত করতে হবে"-এই কথার উল্লেখ নাই।

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ سُؤْرِ الْهِرَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

٩٢. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে অন্য সনদে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, কোন পাত্রে কুকুর মুখ দিলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে। হযরত আবূ হুরায়রা নিজেও এ ক্ষেত্রে তিনবার ধোয়ার ফতোয়া দিতেন। এতে বুঝা যায় যে, পাক হওয়ার জন্য তিনবার ধোয়া যথেষ্ট; তবে সাতবার ধোয়া উত্তম। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোন পাত্রে বিড়াল মুখ দিলেও তিনবার ধৌত করতে হবে।

عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِىْ قَتَادَةَ : اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا : قَالَتْ . فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا، قَالَتْ : فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ : فَرَاٰنِىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ : اَتَعْجَبِيْنَ يَابِنْتَ اَخِىْ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِىَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ اَوِ الطَّوَّافَاتِ " .

৯২. ইসহাক ইব্ন মূসা আনসারী (র.)......আবূ কাতাদার পুত্রবধূ কাব্শা বিন্ত কা'ব ইব্ন মালিক থেকে বর্ণিত আছে যে, আবূ কাতাদা (রা.) একবার তার কাছে এলেন। কাব্শা বলেনঃ আমি তাঁর উযূর জন্য পানি ঢেলে দিলাম। তিনি আরো বলেনঃ এমন সময় একটি বিড়াল এসে পানি পান করতে শুরু করল। আবূ কাতাদা বিড়ালটির জন্য পানির পাত্রটি কাত করে ধরলেন। বিড়ালটি পরিতৃপ্ত হয়ে পানি পান করল। তিনি আমাকে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্রী, তুমি এতে বিস্ময় প্রকাশ করছ! বললামঃ হ্যাঁ। তিনি বললেনঃ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। কারণ বিড়াল তো তোমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে।

وَقَدْ رَوٰى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ "كَانَتْ عِنْدَ أَبِىْ قَتَادَةَ" وَالصَّحِيْحُ "اِبْنُ أَبِىْ قَتَادَةَ" .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ : أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلُ الشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ : لَمْ يَرَوْا بِسُؤْرِ الْهِرَّةِ بَأْسًا.

وَهٰذَا اَحْسَنُ شَيْئٍ رُوِىَ فِىْ هٰذَا الْبَابِ .

وَقَدْ جَوَّدَ مَالِكٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ . وَلَمْ يَاتِ بِهِ اَحَدٌ اَتَمَّ مِنْ مَّالِكٍ .

এই বিষয়ে আইশা ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। অধিকাংশ সাহাবী, তাবিঈ ও তৎপরবর্তী ইমামগণ যেমন শাফি'ঈ, আহমদ, ইসহাক প্রমুখের অভিমত এ-ই। তাঁরা বিড়ালের উচ্ছিষ্ট বস্তুতে কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না।[১]

এই বিষয়ে এই হাদীছটিই সর্বোত্তম। ইসহাক ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন আবী তালহার সূত্রে ইমাম মালিক খুবই উত্তমরূপে এই হাদীছটির রিওয়ায়াত করেছেন। ইমাম মালিকের চেয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে আর কেউ এ হাদীছটির রিওয়ায়াত করেননি।

بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ চামড়ার মোযায় মাসহ করা

٩٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ : "بَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ. فَقِيلَ لَهُ: اَتَفْعَلُ هٰذَا ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَفْعَلُهُ . قَالَ اِبْرَاهِيْمُ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ حَدِيثُ جَرِيْرٍ لاَنَّ اِسْلاَمَهُ كَانَ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ ".

৯৩. হান্নাদ (র.).......হাম্মাম ইবনুল হারিছ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জারীর ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (রা.) পেশাব করলেন, তারপর উযূ করলেন এবং তাঁর চামড়ার মোযায় মাসহে করলেন। তাঁকে বলা হলঃ আপনি এ কী করছেন ?

তিনি বললেনঃ এ থেকে কেন আমি বিরত থাকব ! আমি তো রাসূল ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

রাবী ইবরাহীম (র.) বলেনঃ জারীর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছ লোকদের নিকট খুবই পছন্দনীয় ছিল। কারণ তিনি সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَحُذَيْفَةَ وَالْمُغِيْرَةِ وَبِلاَلٍ وَسَعْدٍ وَأَبِي اَيُّوبَ وَسَلْمَانَ وَبُرَيْدَةَ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَاَنَسٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَيَعْلٰى بْنِ مُرَّةَ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَاُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ وَأَبِي اُمَامَةَ وَجَابِرٍ وَاُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : وَابْنِ عُبَادَةَ وَيُقَالُ "ابْنُ عِمَارَةَ" ، "وَاُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ" .

قَالَ أَبُو عِيسٰى : وَحَدِيثُ جَرِيرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

এই বিষয়ে 'উমর, আলী, হুযায়ফা, মুগীরা, বিলাল, সা'দ, আবূ আয়্যূব, সালমান, বুরায়দা, আমর ইব্‌ন উমায়্যা, আনাস, সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ, ইয়া'লা ইব্‌ন মুররা, উবাদা

ইবনুস সামিত, উসামা ইব্‌ন শারীক, আবূ উমামা, জাবির ও উসামা ইব্‌ন যায়দ, ইব্‌ন উবাদা (ইব্‌ন ইমারাও বলা হয়), উবায় ইব্‌ন ইমারা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জারীর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

٩٤. وَيُرْوٰى عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ "رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّهِ . فَقُلْتُ لَهُ فِى ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : اَقَبْلَ الْمَائِدَةِ اَمْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ مَا اَسْلَمْتُ اِلاَّ بَعْدَ الْمَائِدَةِ " . حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا خَالِدُبْنُ زِيَادٍ التِّرْمِذِىُّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَرِيْرٍ .

৯৪. শাহর ইব্‌ন হাওশাব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমি জারীর ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা.)-কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি তাঁর চামড়ার মোযার উপর মাসহে করেছেন। তখন তাঁকে এই বিষয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমি রাসূল ﷺ -কে উযূ করতে দেখেছি। তিনি চামড়ার মোযায় মাসহে করেছেন।

আমি তখন জারীরকে বললামঃ সূরা মাইদা নাযিল হবার আগে না পরে তিনি তা করেছেন? জারীর বললেনঃ আমি তো সূরা মাইদা নাযিলের পরেই ইসলাম গ্রহণ করেছি।

কুতায়বা (র.)......শাহর ইব্‌ন হাওশাবের সূত্রে জারীর (রা.) থেকে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ وَرَوٰى بَقِيَّةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَدْهَمَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَرِيْرٍ .

هٰذَا حَدِيْثٌ مُفَسَّرٌ لاَنَّ بَعْضَ مَنْ اَنْكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَأَوَّلَ اَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ وَذَكَرَ جَرِيْرٌ فِى حَدِيْثِهِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ .

বাকিয়্যা (র.) তাঁর সনদে জারীর (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

এই হাদীছটি স্বব্যাখ্যায়িত। চামড়ার মোযায় মাসহে করার কথা যারা অস্বীকার করেন তাদের কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা দেন যে, সূরা মাইদার হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ চামড়ার মোযায় মাসহে করেছেন। জারীর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির কারণে এই ধরনের ব্যাখ্যার কোন অবকাশ থাকেনা। কেননা, তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, মাইদার আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি রাসূল ﷺ -কে চামড়ার মোযায় মাসহে করতে দেখেছেন।[১]

১. জারীর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি লোকদের নিকট পছন্দনীয় হওয়ার এটাই কারণ।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ

অনুচ্ছেদঃ মুসাফির ও মুকীমের জন্য চামড়ার মোযায় মাসহে করা

٩٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "اَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ" .

৯৫. কুতায়বা (র.)......খুযায়মা ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, চামড়ার মোযায় মাসহে করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ মুসাফির তা করতে পারবে তিন দিন আর মুকীম পারবে একদিন।

وَذُكِرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ اَنَّهُ صَحَّحَ حَدِيْثَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَسْحِ . وَأَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيُّ اِسْمُهُ "عَبْدُ بْنُ عَبْدٍ" وَيُقَالُ "عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدٍ" . قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَبِيْ بَكْرَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ ، وَابْنِ عُمَرَ وَجَرِيْرٍ .

ইয়াহইয়া ইব্ন মাঈন থেকে বর্ণিত আছে, তিনি মাসহ সম্পর্কে খুযায়মা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। রাবী আবূ আবদিল্লাহ্ আল-জাদালীর আসল নাম হল আব্দ ইব্ন আব্দ। কেউ কেউ বলেনঃ আবদুর রহমান ইব্ন আব্দ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

এই বিষয়ে আলী, আবূ বাকরা, আবূ হুরায়রা, সাফওয়ান ইব্ন 'আস্সাল, আওফ ইব্ন মালিক, ইব্ন উমার ও জারীর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٩٦. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُوْدِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لَاَنَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ" .

৯৬. হান্নাদ (র.)......সাফওয়ান ইব্‌ন 'আস্‌সাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা মুসাফির হলে ফরয গোসল ব্যতীত তিন দিন তিনরাত পর্যন্ত চামড়ার মোযা না খুলতে রাসূল ﷺ আমাদের বলেছেন। এই নির্দেশ ছিল পেশাব-পায়খানা ও নিদ্রার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَى الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَحَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ وَلاَ يَصِحُّ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ اِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيْثَ الْمَسْحِ .

وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ : كُنَّا فِيْ حُجْرَةِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ وَمَعَنَا اِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِيُّ ،فَحَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَالتَّيْمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمعِيْلَ اَحْسَنُ شَيْءٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ حَدِيْثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِثْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحٰقَ : قَالُوْا يَمْسَحُ الْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ لَمْ يُوَقِّتُوْا فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَالتَّوْقِيْتُ اَصَحُّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

হাকাম ইব্‌ন উতায়বা ও হাম্মাদ (র.) ইবরাহীম আন্-নাখ'ঈ – আবূ আবদিল্লাহ্ আল-

জাদালী-খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা.) সূত্রে মাসহে সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তবে এটির সনদ সহীহ্ নয়। আলী ইব্‌নু'ল মাদীনী (র.)......শু'বা থেকে বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেনঃ ইবরাহীম আন্-নাখঈ (র.) চামড়ার মোযায় মাসহে সম্পর্কিত হাদীছটি আবূ আবদিল্লাহ্ আল-জাদালী থেকে শুনেননি। যাইদা (র.) মানসূর থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা ইবরাহীম আত-তায়মীর হুজরায় ছিলাম। ইবরাহীম আন্-নাখঈও সেখানে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ইবরাহীম আত-তায়মী আমাদেরকে আমর ইব্‌ন মায়মূন-আবূ আবদিল্লাহ্ আল-জাদালী-খুযায়মা ইব্‌ন ছাবিত (রা.) সূত্রে চামড়ার মোযায় মাসহে সম্পর্কিত হাদীছটি রিওয়ায়াত করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে সাফওয়ান ইব্‌ন 'আস্‌সাল আল-মুরাদী বর্ণিত হাদীছটি সর্বোত্তম।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী, তাবিঈ এবং পরবর্তী আলিম ও ফকীহ্‌গণ যেমন সুফইয়ান ছাওরী, ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক প্রমুখের অভিমত এ-ই। তারা বলেনঃ মুকীম ব্যক্তি একদিন একরাত এবং মুসাফির ব্যক্তি তিনদিন তিনরাত চামড়ার মোযায় মাসহে করতে পারবে। আলিমদের কারো কারো যেমন মালিক ইব্‌ন আনাসের বক্তব্য হল, মাসহের জন্য নির্ধারিত কোন সময় নাই।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, তবে সময় নির্ধারিত থাকার অভিমতটি অধিকতর সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْـمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ اَعْلاَهُ وَاَسْفَلِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোযার উপর ও নীচ উভয় দিকে মাসহে করা

৯৭. حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ اَخْبَرَنِىْ ثَوْرُبْنُ يَزِيْدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَسَحَ اَعْلَى الْخُفِّ وَاَسْفَلَهُ" .

৯৭. আবুল ওয়ালীদ দিমাশ্‌কী (র.).......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ চামড়ার মোযার উপর ও নীচ উভয় পিঠেই মাসহে করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَاِسْحٰقُ ، وَهٰذَا حَدِيْثٌ مَعْلُوْلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ غَيْرُ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَسَأَلْتُ اَبَازُرْعَةَ وَمُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ؟

فَقَالاَ: لَيْسَ بِصَحِيْحٍ لاَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوٰى هٰذَا عَنْ ثَوْرٍعَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ :مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ الْمُغِيْرَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ-র অভিমত এ-ই। ইমাম মালিক, শাফিঈ ও ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন।

এই হাদীছটি মা'লূল বা দোষযুক্ত। ছাওর ইব্ন ইয়াযীদের সূত্রে মারফূ' ও মুত্তাসিল হিসাবে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা (র.) ছাড়া আর কেউ হাদীছটি রিওয়ায়াত করেননি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আমি আবূ যুর'আ ও মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারা বললেনঃ এটি সহীহ্ নয়। কারণ, ইব্ন মুবারক (র.) রাজা' ইব্ন হায়ওয়া থেকে ছাওরের সূত্রে এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। তিনি বলেন, মুগীরার লিপিকারের সূত্রে আমার নিকট হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন। কারণ এতে সাহাবী মুগীরা (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেননি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ظَاهِرِهِمَا

অনুচ্ছেদঃ চামড়ার মোযার উপরিভাগ মাসহে করা

٩٨. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ "رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا" .

৯৮. আলী ইব্ন হুজ্র (র.)......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি নবী ﷺ -কে চামড়ার মোযার উপরিভাগে মাসহে করতে দেখেছি।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ الْمُغِيْرَةِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَهُوَ حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ . وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا يَذْكُرُ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ "عَلٰى ظَاهِرِهِمَا" غَيْرَهُ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُشِيْرُ بِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى الزِّنَادِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুগীরা বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। এটি হল আবুয্-যিনাদ-উরওয়া-মুগীরা (রা.) সূত্রে বর্ণিত আবদুর রহমান ইব্ন আবিয্-যিনাদের রিওয়ায়াত। উরওয়া-মুগীরা সূত্রে আবদুর রহমান ব্যতীত আর কেউ "মোযার উপরিভাগ"-

এর কথা রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নাই।

একাধিক আলিমের অভিমত এ-ই। সুফইয়ান ছাওরী এবং আহমদ (র.)ও এই মত পোষণ করেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেনঃ ইমাম মালিক আবদুর রহমান ইব্ন আবিয্-যিনাদ্ (র.)-কে দুর্বল বলে ইঙ্গিত করতেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ের মোযা ও চপ্পলের উপর মাসহে করা

৯৯. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ :حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي قَيسٍ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : "تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " .

৯৯. হান্নাদ ও মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ উযূ করার সময় কাপড়ের মোযা ও চপ্পলের উপর মাসহে করেছেন।

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ . وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ . قَالُوْا يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَيْنِ اِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي مُوْسٰى .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : سَمِعْتُ صَالِحَ بْنَ مُحَمَّدٍ التِّرْمِذِيَّ قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيَّ يَقُوْلُ :دَخَلْتُ عَلٰى أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ قَالَ فَعَلْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ اَكُنْ اَفْعَلُهُ : مَسَحْتُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَهُمَا غَيْرُ مُنَعَّلَيْنِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক আলিমের অভিমত এ-ই। সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন, তারা বলেনঃ কাপড়ের মোযা যদি মোটা হয় তাহলে পায়ে চপ্পল না থাকলেও তাতে মাসহে করা যাবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাগড়িতে মাসহে করা প্রসঙ্গে

١٠٠. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : "تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ" .

قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ .

قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِى هٰذَا الْحَدِيثِ فِى مَوْضِعٍ اٰخَرَ :"إِنَّهُ مَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ" .

১০০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উযূ করা কালে চামড়ার মোযা ও পাগড়ির উপর মাসহে করেছেন।

বকর বলেনঃ আমি ইবনুল মুগীরা থেকে সরাসরিও এই হাদীছটি শুনেছি। অন্যস্থলে মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার এই হাদীছটিতে উল্লেখ করেন, নবী ﷺ তাঁর কপাল ও পাগড়িতে মাসহে করেছেন।

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ذَكَرَ بَعْضُهُمْ "اَلْمَسْحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ ، " وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُهُمْ "اَلنَّاصِيَةَ" .

وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ الْحَسَنِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِىْ مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلْمَانَ وَثَوْبَانَ وَأَبِى أُمَامَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ أَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَأَنَسٌ . وَبِهِ يَقُوْلُ الأَوْزَاعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحٰقُ قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ .

وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ :لاَ يَمْسَحُ

الْعِمَامَـةِ اِلاَّ اَنْ يَّمْسَحَ بِرَاسِـهٖ مَعَ الْعِمَامَـةِ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

لِكِ بِنِ اَنَسٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .

أبُوْ عِيْسٰى : سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُوْلُ :سَمِعْتُ وَكِيْعَ بْنَ الْجَرَّاحِ

لُ : اِنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ يُجْزِئُـهُ لِلْاَثَرِ .

একাধিক সূত্রে মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। কোন (রাবী "কপাল ও পাগড়ি" উভয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আর কেউ কেউ কপালের কথা উ করেননি।

আহমদ ইবনুল-হাসানকে বলতে শুনেছি যে, আহমদ ইব্ন হাম্বাল বলেছেনঃ ইয়াঃ ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তানের মত উত্তম লোক আমার দু'চোখে দেখিনি।

এই বিষয়ে আমর ইব্ন উমায়্যা, সালমান, ছাওবান ও আবূ উমামা (রা.) থেকেও হ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বকর, উমর ও আনাস (রা.)-এর মত একাধিক সাহাবীর ব এ-ই। ইমাম আওযাঈ, আহমদ এবং ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন। বলেনঃ পাগড়ির উপর মাসেহ করা যায়।

সাহাবী ও তাবিঈদের একাধিক ফিক্হবিদ বলেনঃ পাগড়ির সাথে সাথে মাথা মাস করে কেবল পাগড়ি মাসহে করলে যথেষ্ট হবে না। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্ন আ ইব্ন মুবারক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও বক্তব্য এ-ই।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আমি জারূদ ইব্ন মু'আযকে বলতে শুনেছি ওয়াকী' ইবনুল-জাররাহ বলেছেনঃ এই বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ রয়েছে বিধায় পাগড়ির মাসহে উযূর জন্য যথেষ্ট বলে গণ্য হবে।

. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الاَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ

حْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلٰى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى

يْنِ وَالْخِمَارِ" .

১০১. হান্নাদ (র.)......বিলাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ চামড়ার এবং পাগড়ির উপর মাসহে করেছেন।

. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

حٰقَ هُوَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ :

"سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: السُّنَّةُ يَاابْنَ أَخِيْ. قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ؟ فَقَالَ أَمِسَّ الشَّعْرَ الْمَاءَ " .

১০২. কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.).....আবূ উবায়দা ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ উবায়দা (রা.) বলেনঃ চামড়ার মোযায় মাসহে করা সম্পর্কে আমি জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ (রা.)-কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেনঃ হে ভ্রাতুষ্পুত্র, এটি সুন্নাত। তাঁকে পাগড়ির উপর মাসহে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ ভিজা হাতে মাথার চুল স্পর্শ করবে।[১]

সাহাবী ও তাবিঈদের একাধিক ফিকহবিদ বলেনঃ পাগড়ির সাথে সাথে মাথা মাসহে না করে কেবল পাগড়ি মাসহে করলে যথেষ্ট হবে না। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক ইব্‌ন আনাস, ইব্‌ন মুবারক ও ইমাম শাফিঈ (র.)-এরও বক্তব্য এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদঃ জানাবাতের [২] গোসল।

١٠٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ ﷺ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَأَ الْاِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلٰى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلٰى فَرْجِهِ . ثُمَّ دَلَكَ بِيَدِهِ الْحَائِطَ اَوِ الْاَرْضَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى رَأْسِهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَفَاضَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحّٰى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ" .

১০৩. হান্নাদ (র.).......মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর জন্য গোসলের পানি রাখলাম। তিনি জানাবাতের গোসল করলেন। প্রথমে বাম হাতে পানি রাখা পাত্রটি কাত করে ডান হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কবজা পর্যন্ত ধৌত করলেন। পরে পাত্রে হাত ঢুকিয়ে পানি নিয়ে লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং দেয়ালে কিংবা মাটিতে হাত দু'টি ঘষে ধুইলেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, চেহারা ও দুই বাজু ধৌত করলেন। পরে মাথায় তিনবার পানি ঢাললেন, তারপর সারা শরীরে পানি ঢেলে দিলেন। এরপর কিছুটা সরে গিয়ে দুই পা ধুইলেন।

---

১. অর্থাৎ মাথার চুল মাসহে না করে কেবল পাগড়ির উপর মাসহে যথেষ্ট হবে না। হানাফী মাযহাবের মতও এ-ই।

২. যৌন মিলন, স্বপ্নদোষ, কামভাবে শুক্র নির্গত হলে শরীর অপবিত্র হয়। এই অপবিত্রতাকে জানাবাত বলে।

ا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

سَلَمَةَ وَجَابِرٍ وَ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَ أَبِىْ

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও স

এই বিষয়ে উম্মু সালমা, জাবির, আবূ সাঈদ, জুবায়র ইব্ন মুত্ই
থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ

لَتْ "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ

بْسِلَ اَنْ يُدْخِلَهُمَا الْاِنَاءَ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوْءَهُ

شَعْرَهُ الْمَاءَ ، ثُمَّ يَحْثِىْ عَلٰى رَأْسِهٖ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ" .

১০৪. ইব্ন আবী উমার (র.)........আইশা (রা.) থেকে ব
জানাবাতের গোসল করতে ইচ্ছা করলে পাত্রে হাত ঢুকানোর আগে
এরপর লজ্জাস্থান ধুইতেন ও সালাতের জন্য উযূ করার ন্যায় উযূ
লোম পানিতে ভিজাতেন ও মাথায় তিন অঞ্জলী পানি ঢেলে দিতেন।

ا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ :اَنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَضُوْءَهُ

لٰى رَأْسِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى سَائِرِ

دَمَيْهِ .

دَ أَهْلِ الْعِلْمِ : وَقَالُوْا اِنِ انْغَمَسَ الْجُنُبُ فِى الْمَاءِ وَلَمْ

قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিই গ্রহণ করে
সালাতের উযূর মত উযূ করবে, মাথায় তিনবার পানি ঢালবে এবং সা
করবে এবং পরে দুই পা ধুইবে।

আলিমগণ এই ক্ষেত্রে এরূপ আমলই গ্রহণ করেছেন। তারা
ব্যক্তি যদি পানিতে ডুব দেয় এবং যদি উযূ না-ও করে তবু তা পবিত্র

হবে। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) [এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)]-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ هَلْ تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের সময় মহিলাদের বেণী খুলতে হবে কি না

١٠٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ انِّيْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ اَفَاَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ :لاَ انَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْثِيْنَ عَلٰى رَأْسِكِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَّاءٍ ، ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ . اَوْ قَالَ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ تَطَهَّرْتِ" .

১০৫. ইব্‌ন আবী উমার (র.)......উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ-কে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার চুলের বেণী তো খুব শক্ত করে বাঁধি। জানাবাতের গোসলের জন্য কি তা খুলে ফেলতে হবে?

রাসূল ﷺ বললেনঃ না, তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে যে, মাথায় তিন অঞ্জলী পানি ঢেলে দিবে। পরে সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে। বাস্‌ এতেই তুমি পাক হয়ে যাবে।

قَالَ : أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ اَنَّ الْمَرْأَةَ اِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا اَنَّ ذٰلِكَ يُجْزِئُهَا بَعْدَاَنْ تُفِيْضَ الْمَاءَ عَلٰى رَأْسِهَا.

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন যে, জানাবাতের গোসলের বেলায় কোন মহিলা মাথায় পানি ঢেলে দিলে বেণী না খুললেও তা যথেষ্ট বলে বিবেচ্য হবে।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রতিটি লোমকূপের নীচে অপবিত্রতা বিদ্যমান।

١٠٦. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا الْحٰرِثُ بْنُ وَجِيْهٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ

دِيْنَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَ" .

১০৬. নাসর ইব্‌ন আলী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ প্রতিটি লোমের নীচে অপবিত্রতা বিদ্যমান। সুতরাং তোমরা চুল ধুয়ে নাও এবং শরীরের চামড়া ভাল করে সাফ করে নাও।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَاَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ الْحٰرِثِ بْنِ وَجِيْهٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِهِ . وَهُوَ شَيْخٌ لَيْسَ بِذَاكَ . وَقَدْ رَوٰى عَنْهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْاَئِمَّةِ . وَقَدْ تَفَرَّدَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ . وَيُقَالُ "الْحٰرِثُ بْنُ وَجِيْهٍ" وَيُقَالُ "ابْنُ وَجْبَةَ" .

এই বিষয়ে আলী ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ হারিছ ইবনুল ওয়াজীহ্ বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব। তৎকর্তৃক রিওয়ায়াত ভিন্ন অন্য কোন সূত্রে এটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নাই। তিনি এমন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যার উপর নির্ভর করা যায় না।[১] একাধিক হাদীছ বিশেষজ্ঞ তাঁর বরাতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি এই হাদীছটি মালিক ইব্‌ন দীনার থেকে রিওয়ায়াত করার ব্যাপারে একা। তাঁর সমর্থনে অন্য কারো রিওয়ায়াত নাই। তিনি হারিছ ইব্‌ন ওয়াজীহ্ এবং ইব্‌ন ওয়াজ্‌বা নামেও পরিচিত।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পর উযূ করা

١٠٧. حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَيَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ" .

১০৭. ইসমাঈল ইব্‌ন মূসা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ গোসলের পর উযূ করতেন না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

১. কারণ বৃদ্ধ বয়সে তাঁর স্মরণ শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

وَالتَّابِعِيْنَ : أَنْ لاَّيُتَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাহাবী ও তাবিঈদের একাধিক ফকীহের অভিমত এই যে, গোসলের পর উযূর বিধান নাই।

بَابُ مَاجَاءَ اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী–স্ত্রীর খাত্না স্থান পরস্পর মিলিত হলে গোসল ফরয

١٠٨. **حَدَّثَنَا** اَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، فَعَلْتُهُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا" .

১০৮. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (রা.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মিলন–কালে স্বামী–স্ত্রীর খাতনা করার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়। আমার ও রাসূল ﷺ–এর মাঝে এরূপ হয়েছে। তখন আমরা গোসল করেছি।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ .

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র এবং রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٠٩. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ" .

১০৯. হান্নাদ (র.)........আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ পরস্পরের খাতনার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ :"اِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" .

وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ : اَبُوْ بَكْرٍ وَ عُمَرُ وَ

عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَعَائِشَةُ وَالْفُقَهَاءُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ : سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَ الشَّافِعِيِّ ، وَ اَحْمَدَ ، وَ اِسْحٰقَ . قَالُوْا : اِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সূত্রে আইশা (রা.) থেকে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পরস্পরের খাত্‌নার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়। আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী, আইশা (রা.)-সহ অধিকাংশ ফকীহ্ সাহাবী, তাবিঈ এবং তৎপরবর্তী আলিম ও ফকীহ্ যথা (ইমাম আবূ হানীফা,) সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত এ-ই। তারা বলেনঃ পরস্পরের খাতনার স্থান অতিক্রম হলেই গোসল ফরয হয়।[১]

بَابُ مَا جَاءَ : اَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদঃ বীর্যস্খলনের সাথেই গোসল ফরয হওয়ার সম্পর্ক

١١٠. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : "اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا " .

১১০. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)......উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ বীর্যরূপ পানি বের হলে পর গোসলের নির্দেশ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রদত্ত একটি অবকাশ। পরে সে হুকুম রহিত হয়ে যায়।

١١١. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهٰذَا الْاِسْنَادِ مِثْلَهُ .

১১১. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)......যুহরীর বরাতে একই সনদে এই হাদীছটি উক্তরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَ اِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِيْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذٰلِكَ .

---

১. ইসলামের শুরুতে বিধান ছিল যে, কেবল মাত্র জননেন্দ্রিয় প্রবিষ্ট করার মাধ্যমে গোসল ফরয হবে না। বরং গোসল ফরয হওয়ার জন্য শর্ত ছিল বীর্যস্খলন। পরে এই বিধান রহিত করে বলা হয় যে, গোসল ফরয হওয়ার জন্য বীর্যস্খলন জরুরী নয়; পরস্পরের খাতনার স্থানটুকু অতিক্রম হলেই গোসল করতে হবে।

এই বিষয়ে উছমান ইব্ন আফফান, আলী ইব্ন আবী তালিব, যুবাইর, তালহা, আবু আয়্যুব এবং আবূ সাঈদ (রা.)ও নবী ﷺ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেনঃ বীর্যরূপ পানির সাথে হল গোসলের পানি ব্যবহারের সম্বন্ধ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يَسْتَيْقِظُ فَيَرٰى بَلَلاً وَلاَ يَذْكُرُ اِحْتِلاَمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুম থেকে জেগে যদি কেউ আর্দ্রতা দেখে কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা মনে না পড়ে তবে সে কি করবে?

١١٣. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ هُوَ الْعُمَرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَيَذْكُرُ احْتِلاَمًا ؟ قَالَ : يَغْتَسِلُ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَرٰى اَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلاً ؟ قَالَ: لاَغُسْلَ عَلَيْهِ . قَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرٰى ذٰلِكَ غُسْلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ، اِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " .

১১৩. আহমাদ ইব্ন মানী' (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ কেউ ঘুম থেকে জেগে (তার শরীরে বা কাপড়ে) বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পেল কিন্তু স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে তার মনে পড়ে না তার সম্পর্কে নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ তাকে গোসল করতে হবে।

এমনিভাবে কারো যদি স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে কিন্তু জেগে কোনরূপ আর্দ্রতা দেখতে না পায় তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল ﷺ বললেনঃ তাকে গোসল করতে হবে না।

উম্মু সালমা (রা.) তখন বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল ! মেয়েদের কেউ যদি এই ধরনের কিছু দেখে তবে তাকেও কি গোসল করতে হবে ?

রাসূল ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, মেয়েরা তো পুরুষদেরই অংশ।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَ اِنَّمَا رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : حَدِيْثَ عَائِشَةَ فِى الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَيَذْكُرُ احْتِلاَمًا . وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ضَعَّفَهُ يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ فِى الْحَدِيْثِ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ : اِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ فَرَأَى بِلَّةً أَنَّهُ يَغْتَسِلُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَأَحْمَدَ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ اِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ اِذَا كَانَتِ الْبِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَةٍ . وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاِسْحٰقَ .

وَاِذَا رَأَى اِحْتِلاَمًا وَلَمْ يَرَ بِلَّةً فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ "ঘুম থেকে জেগে কেউ আর্দ্রতা দেখতে পেল কিন্তু স্বপ্নদোষের কথা তার মনে পড়ে না–এই বিষয়ের আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমরের সূত্রে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) রিওয়ায়াত করেছেন। বিখ্যাত রিজাল বিশেষজ্ঞ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ হাদীছের স্মরণ শক্তির বিষয়ে আবদুল্লাহ্‌কে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

কেউ যদি ঘুম থেকে জেগে আর্দ্রতা দেখতে পায় আর স্বপ্নদোষের কথা যদি তার মনে না পড়ে তবে তাকে গোসল করতে হবে বলে সাহাবী ও তাবিঈদের অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ অভিমত দিয়েছেন। এই বিষয়ে সুফইয়ান ও ইমাম আহমদের বক্তব্যও এ-ই।

তাবিঈ আলিমদের কেউ কেউ বলেনঃ এই আর্দ্রতা যদি বীর্য জনিত আর্দ্রতা বলে বিশ্বাস হয় তবেই কেবল গোসল করতে হবে। ইমাম শাফিঈ এবং ইসহাকও এই অভিমত পোষণ করেন।

আর যদি এমন হয় যে, স্বপ্নদোষের কথা তো মনে পড়ছে কিন্তু কোনরূপ আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না তবে সাধারণভাবে প্রায় সকল আলিমের বক্তব্য হল, তাকে গোসল করতে হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَنِيِّ وَالْمَذِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ মনী ও মযী।[১]

١١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ قَالَ :وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ : مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ " .

১১৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর আস-সাওওয়াক আল-বালখী ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি নবী ﷺ-কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ মযী বের হলে উযূ করতে হবে আর মনী বের হলে গোসল করতে হবে।

---

১. মযী-পেশাব থেকে গাঢ় ও মনী থেকে পাতলা আঁটাল পদার্থ। যৌন আলোচনা বা শৃংগার কালে জননেন্দ্রিয় দিয়ে তা বের হয়ে আসে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ : "مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوْءُ وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ" .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

এই বিষয়ে মিকদাদ ইবনুল-আসওয়াদ এবং উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.) থেকেও হাদীছ আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। একাধিক সনদে আলী (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে এই কথা বর্ণিত আছে যে, মযীর ক্ষেত্রে উযূ এবং মনীর ক্ষেত্রে গোসল করতে হয়। এ-ই হল সাধারণভাবে সকল সাহাবী ও তাবিঈর অভিমত। [ইমাম আবূ হানীফা.] ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَذْيِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে মযী লাগা

١١٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، هُوَ ابْنُ السَّبَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ :"كُنْتُ اَلْقٰى مِنَ الْمَذْيِ شِدَّةً وَعَنَاءً، فَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الْغُسْلَ . فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ :اِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذٰلِكَ الْوُضُوْءُ. فَقُلْتُ :يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ بِمَايُصِيْبُ ثَوْبِيْ مِنْهُ ؟ قَالَ : يَكْفِيْكَ اَنْ تَأْخُذَ كَفًّامِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهٖ ثَوْبَكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهُ اَصَابَ مِنْهُ" .

১১৫. হন্নাদ (র.)...... সাহ্ল ইব্‌ন হুনাইফ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ মযীর কারণে আমি অত্যন্ত কষ্টে ছিলাম। এর জন্য আমাকে বহুবার গোসল করতে হত। একবার রাসূল ﷺ -কে এই কথা বললাম এবং এই সম্পর্কে বিধান জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেনঃ এই ক্ষেত্রে তোমার জন্য উযূই যথেষ্ট।

আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, যদি তা আমার কাপড়ে লাগে তবে কি হবে? তিনি

বললেনঃ এক অঞ্জলী পানি নিবে আর যেখানে যেখানে তা লেগেছে বলে দেখতে পাবে সেখানে ঐ পানি ছিটিয়ে দিবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَلاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ فِى الْمَذْىِ مِثْلَ هٰذَا .

وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْمَذْىِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَيُجْزِئُ اِلاَّ الْغَسْلُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ وَاِسْحٰقَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُجْزِئُهُ النَّضْحُ . وَقَالَ أَحْمَدُ : اَرْجُوْ اَنْ يُجْزِئَهُ النَّضْحُ بِالْمَاءِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। মযীর ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের সূত্রে এই রিওয়ায়াতটি ছাড়া আর কোন রিওয়ায়াত আমাদের জানা নাই।

মযী কাপড়ে লাগলে এর হুকুম সম্পর্কে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ ধুয়ে না ফেলা পর্যন্ত তা পাক হবে না। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাকের অভিমত এ-ই। কেউ কেউ বলেনঃ এই ক্ষেত্রে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। ইমাম আহমদ (র.) বলেনঃ এতে পানি ছিটিয়ে দিলে যথেষ্ট হবে বলে আশা করি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَنِىِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড়ে মনী লাগা

١١٦. حَدَّثَنَا حَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ قَالَ : "ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ فَاَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيْهَا، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحْيَا اَنْ يُّرْسِلَ بِهَا وَبِهَا اَثَرُ الْاِحْتِلاَمِ فَغَمَسَهَا فِى الْمَاءِ ، ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:لِمَا اَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؟ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَفْرُكَهُ بِاَصَابِعِهِ . وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاَصَابِعِىْ" .

১১৬. হান্নাদ (র.)-হাম্মাম ইব্ন হারিছ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে একবার আইশা (রা.)-এর কাছে একজন মেহমান এলেন। তিনি তাঁকে একটি হলুদ রঙের চাদরে বিশ্রাম করতে দিলেন। উক্ত মেহমান তা গায়ে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। তার স্বপ্ন দোষ হল। বীর্যের দাগসহ চাদরটি আইশা (রা.)-এর কাছে ফেরত পাঠাতে তার খুব লজ্জাবোধ হয়। তাই এটি পানিতে চুবিয়ে ধুয়ে তিনি তা ফেরত পাঠালেন। আইশা (রা.) তা দেখে বললেনঃ আমার

চাদরটি ভিজিয়ে নষ্ট করলে কেন? আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ফেলে দিলেই তো যথেষ্ট হত। অনেক দিনই তো রাসূল ﷺ এর কাপড় থেকে আমি তা অঙ্গুলী দিয়ে রগড়ে ঘষে সাফ করে দিয়েছি।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِّنَ الْفُقَهَاءِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .قَالُوْا فِى الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ : يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَاِنْ لَمْ يُغْسَلْ .

وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الاَعْمَشِ .

وَرَوٰى أَبُوْ مَعْشَرٍ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ . وَحَدِيْثُ الاَعْمَشِ اَصَحُّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরামিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান সহীহ। সুফইয়ান, আহমদ ও ইসহাকের মত একাধিক ফকীহের অভিমত এ-ই। তারা বলেনঃ মনী কাপড়ে লাগলে না ধুয়ে কেবল আঙ্গুল দিয়ে রগড়ে নিলেই যথেষ্ট হবে।

আমাশের উক্ত রিওয়ায়াতের মত আইশা (রা.)-এর সূত্রে মানসূর থেকেও রিওয়ায়াত আছে। আবূ মা'শারও ইবরাহীম-আসওয়াদ-আইশা (রা.)-এর সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে আমাশ বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিক সহীহ।

بَابُ غَسْلِ الْمَنِيِّ مِنَ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মনী লাগার জন্য কাপড় ধোয়া।

١١٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ "اَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ"

১১৭. আহমদ ইব্ন মানী' (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী ধুয়েছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَحَدِيثُ عَائِشَةَ : "أَنَّهَا غَسَلَتْ مَنِيًّا مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ لِأَنَّهُ وَاِنْ كَانَ الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ اَنْ لَا يُرٰى عَلٰى ثَوْبِهٖ اَثَرُهُ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمَنِىُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَامِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِاِذْخِرَةٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আইশা (রা.) বর্ণিত রাসূল ﷺ-এর কাপড় থেকে মনী ধৌত করা সম্পর্কিত হাদীছটি অঙ্গুলী দিয়ে কাপড়ের মনী সাফ করা সম্পর্কিত হাদীছটির বিরোধী নয়। কেননা, রগড়ে সাফ করা যথেষ্ট বটে তবুও এমনভাবে তা সাফ করা যেন কাপড়ে কোনরূপ দাগ অবশিষ্ট না থাকে, অধিক পছন্দনীয়।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেনঃ মনী হল নাকের ময়লার মত। ইযখির জাতীয় ঘাস দিয়ে হলেও তা দূর করে দাও।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُنُبِ يَنَامُ قَبْلَ اَنْ يَغْتَسِلَ

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তির গোসল না করে ঘুমানো

١١٨. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً" .

১১৮. হান্নাদ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ জুনুবী অর্থাৎ গোসল ফরয অবস্থায় পানি স্পর্শ না করেও কোন কোন সময় ঘুমিয়ে পড়তেন।

١١٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ نَحْوَهُ .

১১৯. হান্নাদ (র.)......আবূ ইসহাকের সূত্রেও অনুরূপভাবে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا قَوْلُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَغَيْرِهٖ .

وَقَدْ رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ "أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ" .

وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِى اِسْحٰقَ عَنِ الْاَسْوَدِ .

وَقَدْ رَوَى عَنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ هٰذَا الْحَدِيْثَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ . وَيَرَوْنَ اَنَّ هٰذَا غَلَطٌ مِنْ أَبِيْ اِسْحٰقَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সাঈদ ইবনুল-মুসায়্যাব প্রমুখের অভিমতও এ-ই।

একাধিক রাবী আসওয়াদের সূত্রে আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ. ঘুমাবার আগে উযূ করে নিতেন। এই হাদীছ আবূ ইসহাকের সূত্রে বর্ণিত আসওয়াদের প্রথমোক্ত সনদে বর্ণিত রিওয়ায়াত থেকে অধিক সহীহ। শু'বা (র.) ও ছাওরী (র.) সহ আরো অনেকেই আবূ ইসহাকের সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা আবূ ইসহাক (র.) থেকে উক্ত ভুল সংঘটিত হয়েছে বলে মত পোষণ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوُضُوْءِ لِلْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامَ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘুমাতে চাইলে অপবিত্র ব্যক্তির উযূ করা

١٢٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ "اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ اَيَنَامُ اَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، اِذَا تَوَضَّأَ" .

১২০. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.)......উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া সম্পর্কে নবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ইরশাদ করেছিলেনঃ হ্যাঁ পারে, যদি সে উযূ করে নেয়।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمَّارٍ وَعَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَاُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُمَرَ أَحْسَنُ شَيْئٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَاَصَحُّ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ قَالُوْا اِذَا اَرَادَ الْجُنُبُ اَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ قَبْلَ اَنْ يَنَامَ .

এই বিষয়ে আম্মার, আইশা, জাবির, আবূ সাঈদ ও উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সর্বোত্তম এবং সর্বাধিক সহীহ। সাহাবী ও তাবিঈদের অনেকের অভিমতও এ-ই। সুফইয়ান ছাওরী,

ইব্‌ন মুবারক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেনঃ জুনুবী বা অপবিত্র ব্যক্তি ঘুমাতে চাইলে উযূ করে নিবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ

অনুচ্ছেদঃ অপবিত্র (জুনুবী) ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা।

١٢١. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيْلُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِىْ رَافِعٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ "أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ :فَانْبَخَنَسْتُ اَىْ فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ ، فَقَالَ :اَيْنَ كُنْتَ ؟ اَوْ اَيْنَ ذَهَبْتَ ؟ قُلْتُ اِنِّى كُنْتُ جُنُبًا . قَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَيَنْجِسُ" .

১২১. ইসহাক ইব্‌ন মানসূর (র.)........আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার নবী ﷺ -এর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তখন আবূ হুরায়রা (রা.) ছিলেন অপবিত্র (জুনুব) অবস্থায়। তিনি বলেনঃ নবী ﷺ-কে দেখে আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং গোসল করে পরে তাঁর কাছে আসলাম। তিনি বললেনঃ কোথায় ছিলে? কই গিয়েছিলে?

আমি বললামঃ আমি অপবিত্র ছিলাম।

নবী ﷺ বললেনঃ মু'মিন কখনও (এমন) অপবিত্র হয় না (যে, তাকে স্পর্শ করা যাবে না)।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهُ لَقِىَ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ جُنُبٌ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَخَّصَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ مُصَافَحَةِ الْجُنُبِ وَلَمْ يَرَوْا بِعَرَقِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ بَأْسًا .

وَمَعْنٰى قَوْلِهٖ "فَانْخَنَسْتُ" يَعْنِىْ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ .

এই বিষয়ে হুযায়ফা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের অনেকেই অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করার অনুমতি দিয়েছেন।

ঋতুবমী মহিলা ও অপবিত্র ব্যক্তির ঘামে নাপাকজনিত কোনরূপ অসুবিধা নাই বলে তারা মনে করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمَرْأَةِ تَرٰى فِى الْمَنَامِ مِثْلَ مَايَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের মত কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয়

١٢٢. حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : "جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ بِنْتُ مِلْحَانَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَتْ :يَارَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ لاَيَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ، فَهَل عَلَى الْمَرْأَةِ تَعْنِىْ غُسْلاً اِذَا هِىَ رَأَتْ فِى الْمَنَامِ مِثْلَ مَايَرَى الرَّجُلُ ؟ قَالَ :نَعَم ، اِذَا هِىَ رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قُلْتُ لَهَا :فَضَحْتِ النِّسَاءَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ .

১২২. ইব্‌ন আবী উমর (র.)......উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু সুলায়ম বিন্‌ত মিলহান নবী ﷺ –এর কাছে এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্ তো সত্যের ব্যাপারে কোন লজ্জা করেন না। পুরুষদের মত কোন মহিলার যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে সেই মহিলার উপরও কি কোন কিছু অর্থাৎ গোসল ফরয হবে? রাসূল ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ, যদি সে পানি (মনী) দেখতে পায় তবে অবশ্যই সে যেন গোসল করে নেয়।

উম্মু সালমা (রা.) বলেন যে, আমি উম্মু সুলায়মকে বললামঃ হে উম্মু সুলায়ম, মেয়েদের তুমি লাঞ্ছিত করে ফেললে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَ هُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ اِنَّ عَلَيْهَا الْغَسَلَ وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالشَّافِعِىُّ .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ وَخَوْلَةَ وَعَائِشَةَ وَأَنَسٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। সাধারণভাবে সকল ফকীহের অভিমত এই যে, কোন মহিলার পুরুষদের মত স্বপ্নদোষ হলে এবং এতে মনীস্খলন হলে তাকে অবশ্যই গোসল করতে হবে। সুফইয়ান ছাওরী ও ইমাম শাফিঈরও এই অভিমত।

এই বিষয়ে উম্মু সুলায়ম, খাওলা, আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَسْتَدْفِئُ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ গোসলের পর স্ত্রীর শরীর জড়িয়ে ধরে তাপ গ্রহণ

١٢٣. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حُرَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " رُبَمَا اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَبِىْ فَضَمَمْتُهُ اِلَىَّ وَلَمْ اَغْتَسِلْ ".

১২৩. হান্নাদ (র.)........আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অনেক সময় নবী ﷺ জানাবাত বা যৌনমিলন–জনিত গোসল করে আসতেন এবং আমার শরীরের তাপ নিতেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরতাম অথচ তখনও আমি গোসল করি নাই।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ بِاِسْنَادِهِ بَأْسٌ .

وَهُوَقَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ :اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا اغْتَسَلَ فَلاَ بَأْسَ بِاَن يَّسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهٖ وَيَنَامُ مَعَهَا قَبْلَ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটির সনদে দুর্বলতা নেই। একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ–এর অভিমত এই যে, যদি স্বামী গোসল করে নেয় আর স্ত্রী গোসল না করে থাকে তবুও স্বামী তার স্ত্রীর শরীর জড়িয়ে ধরে তাপ নিতে এবং তার সাথে ঘুমাতে পারবে। সুফইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাক (র.)–ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّيَمُّمِ لِلْجُنُبِ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদঃ পানি না পাওয়া গেলে জানাবাতবিশিষ্ট ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

١٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ قَالاَ : حَدَّثَنَا أَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :"اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرُ الْمُسْلِمِ، وَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَسِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ" .

১২৪. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার ও মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ দশ বছর ধরেও যদি পানি না পায় তা হলেও

পাক মাটি একজন মুসলিমের জন্য পবিত্রতার উপকরণ বলে বিবেচ্য হবে। অতঃপর যখন সে পানি পাবে তখন তা দিয়ে সে তার শরীর ধুয়ে নিবে। এ-ই তার জন্য উত্তম।

قَالَ مُحْمُوْدٌ فِىْ حَدِيْثِهِ " اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ" .

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰكَذَا رَوٰى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ . وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ اَيُّوْبُ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِىْ عَامِرٍ عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ وَلَمْ يُسَمِّهِ .

قَالَ : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ : اَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ اِذَا لَمْ يَجِدَ الْمَاءَ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا . وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ لاَيَرَى التَّيَمُّمَ لِلْجُنُبِ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

وَيُرْوٰى عَنْهُ : اَنَّهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ ، فَقَالَ : يَتَيَمَّمُ اِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান তাঁর রিওয়ায়াতে "পাক মাটি মুসলিমের জন্য উযূর উপকরণ' এই কথাটির উল্লেখ করেছেন।

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ও ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ খালিদ আল-হায্‌যা (র.)-এর সূত্রে আবূ যর (রা.) থেকে একাধিক রাবী এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। আবূ কিলাব-বানূ আমিরের জনৈক ব্যক্তি-আবূ যর (রা.) সনদে বানূ আমিরের ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ না করে আয়্যূব এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

এই হাদীছটি হাসান। সাধারণভাবে সমস্ত ফকীহ্ আলিমের অভিমত এই যে, জুনুবী ব্যক্তি বা হায়েযওয়ালী নারীদের কেউ যদি পানি না পায় তবে তায়াম্মুম করেই সালাত আদায় করে নিবে।

ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পানি না পাওয়া অবস্থায়ও তিনি জুনুবী ব্যক্তির জন্য তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে বলে মনে করেন না। তবে তাঁর থেকে এই কথাও

বর্ণিত আছে যে, পরবর্তীতে তিনি তাঁর এই মত প্রত্যাহার করে বলেছেনঃ পানি না পাওয়া গেলে জুনুবী ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারবে।

সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, শাফিঈ, 'আহমদ এবং ইসহাকও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ মুস্তাহাযা[১] মহিলা প্রসঙ্গে

١٢٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدَةُ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ قَالَ : لاَ اِنَّمَا ذٰلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاَةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّىْ".

১২৫. হান্নাদ (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ফাতিমা বিনত আবী হুবায়শ নামক জনৈকা মহিলা নবী ﷺ-এর সমীপে এসে বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমি তো ইস্তিহাযায় আক্রান্ত একজন মেয়ে। আমি তো পাক হই না। তাই আমি সালাত ছেড়ে দিব কি? রাসূল ﷺ বললেন ঃ না, কারণ এ রক্ত হায়েযের নয় বরং শিরা থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত। সুতরাং যখন তোমার হায়যের নির্ধারিত দিনগুলি আসে তখন সে ক'দিন নামায ছেড়ে দিবে আর হায়যের দিনগুলো চলে গেলে তোমার রক্ত ধুয়ে নিবে এবং সালাত আদায় করবে।

قَالَ أَبُوْمُعَاوِيَةَ فِىْ حَدِيْثِهٖ: "وَقَالَ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتّٰى يَجِئَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ".

قَالَ وَ فِى الْبَابِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ : "جَاءَتْ فَاطِمَةُ" حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَ هُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَ التَّابِعِيْنَ . وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ ، وَ مَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِىُّ ، اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ اِذَا جَاوَزَتْ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَتَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

---

১. হায়য বা নেফাসের নির্ধারিত দিনসমূহের অতিরিক্ত দিন কোন মহিলার যোনীদ্বার দিয়ে রক্ত বের হলে তাকে মুস্তাহাযা বলে। এই অবস্থায় তাকে প্রত্যেক ওয়াক্ত উযূ করে নামায পড়তে হবে, রোযার সময় হলে তা-ও রাখতে হবে।

রাবী আবূ মুআবিয়া তার রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করেন যে, নবী ﷺ ঐ মহিলাকে বলেছিলেনঃ আরেক সালাতের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্ত সালাতের জন্য উযূ করে নিবে।

এই বিষয়ে উম্মু সালমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এই হচ্ছে একাধিক সাহাবী ও তাবিঈর বক্তব্য। সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ (র.) ও এই অভিমত ব্যক্ত করে বলেনঃ হায়যের নির্ধারিত দিনগুলো অতিক্রমের পর ইসতিহাযায় আক্রান্ত মহিলা গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসতিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করা

١٢٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ : "تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا الَّتِىْ كَانَتْ تَحِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ ، وَ تَصُوْمُ وَ تُصَلِّىْ " .

১২৬. কুতায়বা (র.).......আদী ইব্‌ন ছাবিত–তার পিতা–পিতামহ–এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইসতিহাযায় আক্রান্ত মহিলা সম্পর্কে নবী ﷺ বলেছেন যে, পূর্বে তার হায়যের যে নির্ধারিত দিনগুলি ছিল সেই দিনগুলির সালাত সে ছেড়ে দিবে। সে দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করবে আর যথারীতি সিয়াম ও সালাত আদায় করতে থাকবে।

١٢٧. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ : نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

১২৭. আলী ইব্‌ন হুজ্‌রের বরাতেও অনুরূপ মর্মে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِهٖ شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ قَالَ : وَ سَاَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ، فَقُلْتُ عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ جَدُّ عَدِىٍّ مَا اِسْمُهُ ؟ فَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ اِسْمَهُ . وَذَكَرْتُ لِمُحَمَّدٍ قَوْلَ يَحْيَى بْنِ مَعِيْنٍ : اَنَّ اِسْمَهُ "دِيْنَارٌ" فَلَمْ يَعْبَأْ بِهٖ .

وَ قَالَ اَحْمَدُ وَ اِسْحٰقُ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ : اِنِ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلاَةٍ هُوَ اَحْوَطُ

لَهَا . وَ اِنْ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلاَةٍ اَجْزَأَهَا ، وَ اِنْ جَمَعَتْ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ اَجْزَأَهَا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবুল ইয়াকযানের সূত্রে কেবলমাত্র শরীকই এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মাদ আল-বুখারীকে এই হাদীছটির প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আদী ইব্ন ছাবিতের পিতামহের নাম কি? তিনি তার নাম জানেন না। আমি বললামঃ ইয়াহইয়া ইব্ন মা' ঈন বলেছেন, তার নাম হল দীনার। কিন্তু মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) এই দিকে দৃকপাত করলেন না।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেছেনঃ মুস্তাহাযা মহিলা যদি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল করে নেয় তবে সেটি হবে তার জন্য সতর্কতামূলক পন্থা। তবে প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করে নিলে তার জন্য যথেষ্ট হবে। দুই সালাতের জন্য যদি একবার গোসল করে তবে তাও যথেষ্ট হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ اَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার এক গোসলে দুই সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে

١٢٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : "كُنْتُ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ اَسْتَفْتِيْهِ وَاُخْبِرُهُ . فَوَجَدْتُهُ فِيْ بَيْتِ اُخْتِيْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ، اِنِّيْ اُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا ، قَدْ مَنَعَتْنِى الصِّيَامَ وَالصَّلاَةَ ؟ قَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ ، فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَاَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قَالَ : فَتَلَجَّمِيْ - قَالَتْ: هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ ؟ قَالَ فَاتَّخِذِيْ ثَوْبًا- قَالَتْ ، هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ ، اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَآمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ : اَيَّهُمَاصَنَعْتِ اَجْزَأَ عَنْكِ ، فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ- فَقَالَ ، اِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ

اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ ، فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِىْ ، فَاِذَا رَأَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّىْ اَرْبَعًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ ثَلاَثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّ ذٰلِكِ يُجْزِئُكِ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِىْ، كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ ، لِمِيْقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ ، فَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ حِيْنَ تَطْهُرِيْنَ وَتُصَلِّيْنَ الظُّهْرَوَالْعَصْرَجَمِيْعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ : فَافْعَلِىْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّيْنَ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِىْ وَصُوْمِىْ اِنْ قَوِيْتِ عَلٰى ذٰلِكِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ " .

১২৮. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......হামনা বিন্ত জাহ্শ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি খুব ভীষণভাবে ইস্তিহাযায় আক্রান্ত ছিলাম। একবার নবী ﷺ-এর কাছে এই বিষয়ে ফতওয়া জানতে এলাম। তাঁকে আমার বোন উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিন্ত জাহ্শের ঘরে পেলাম। বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি তো ভীষণভাবে ইস্তিহাযা আক্রান্ত। এ বিষয়ে আপনি কি করতে বলেন? এ তো আমাকে সালাত ও সওম থেকে ফিরিয়ে রাখছে। তিনি বললেনঃ তোমাকে আমি তুলা ব্যবহার করতে পরামর্শ দিচ্ছি। এতে রক্ত শুষে নিবে। আমি বললামঃ রক্তের পরিমাণ এর থেকেও বেশি। তিনি বললেনঃ তবে তা দিয়ে লাগামের মত বেধে নাও। আমি বললামঃ না, রক্তের পরিমাণ তো আরো বেশি। তিনি বললেনঃ তবে এর নীচে আর একটি কাপড়ের পট্টি লাগিয়ে নাও। বললাম, রক্তেতো আরো বেশি। স্রোতের মত তা ধেয়ে বেরুচ্ছে।

নবী ﷺ বললেনঃ তোমাকে আমি দু'টো বিষয়ের কথা বলছি। এ দু'টোর যে কোন একটি করতে পারলে তোমার জন্য যথেষ্ট। আর উভয়টি করতে তোমার শক্তি হলে তুমিই ভাল জান কোনটি তুমি গ্রহণ করবে। শোন, এ হলো শয়তানের গুঁতো। যা হোক, ছয়দিন বা সাতদিন আল্লাহ্র জ্ঞানে বা তোমার জন্য নির্ধারিত সেদিনগুলো হায়েয হিসাবে ধরবে পরে তা অতিক্রান্ত হয়ে গেলে গোসল করে নিবে। যখন তুমি দেখবে যে, তুমি পাক হয়ে গেছ এবং পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছ তখন চব্বিশ দিন বা তেইশ দিন সালাত ও সিয়াম পালন করবে। আর এ-ই তোমার জন্য যথেষ্ট। সাধারণভাবে মহিলারা হায়েয ও তুহরের (পাক থাকার) নির্ধারিত দিনগুলোতে যা করে তুমিও সেদিনগুলোতে তা করবে।

আর পাক থাকার নির্ধারিত দিনগুলোতে তোমার জন্য যুহরের সালাত পিছিয়ে এবং আছরের সালাত কিছুটা এগিয়ে নিয়ে উভয় ওয়াক্তের একবার গোসল করে সে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করা সম্ভব হলে তা করবে। এমনিভাবে মাগরিবের সালাত পিছিয়ে এবং

'ইশার সালাত এগিয়ে নিয়ে উভয় ওয়াক্তের জন্য একবার গোসল করে দু'টো আদায় করো এবং ফজরের সময় গোসল করে তা আদায় করা সম্ভব হলে তদ্রূপভাবে সালাত ও সিয়াম পালন করবে। হ্যাঁ, তোমার শক্তিতে কুলালে তা-ই করো। আর দুটো বিষয়ের মধ্যে এই বিষয়টিই আমার নিকট অধিক পছন্দের।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَشَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ اِلاَّ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُوْلُ : "عُمَرُ بْنُ طَلْحَةَ" ، وَالصَّحِيْحُ "عِمْرَانُ بْنُ طَلْحَةَ" .

قَالَ : وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ ؟ فَقَالَ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهٰكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هُوَحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَالَ أَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ :اِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ حَيْضَهَا بِاِقْبَالِ الدَّمِ وَاِدْبَارِهِ وَاِقْبَالُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَسْوَدَ وَاِدْبَارُهُ اَنْ يَتَغَيَّرَ اِلَى الصُّفْرَةِ : فَالْحُكْمُ لَهَا عَلٰى حَدِيْثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِىْ حُبَيْشٍ ، وَاِنْ كَانَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ لَهَا اَيَّامٌ مَعْرُوْفَةٌ قَبْلَ اَنْ تُسْتَحَاضَ : فَاِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّىْ وَاِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا اَيَّامٌ مَعْرُوْفَةٌ وَلَمْ تَعْرِفِ الْحَيْضَ بِاِقْبَالِ الدَّمِ وَاِدْبَارِهِ فَالْحُكْمُ لَهَا عَلٰى حَدِيْثِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ .

وَكَذٰلِكَ قَالَ أَبُوْ عُبَيْدٍ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ :اَلْمُسْتَحَاضَةُ اِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِىْ اَوَّلِ مَا رَأَتْ فَدَامَتْ عَلٰى ذٰلِكَ فَاِنَّهَا تَدَعُ الصَّلاَةَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَاِذَا طَهُرَتْ فِىْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا اَوْقَبْلَ ذٰلِكَ :فَاِنَّهَا اَيَّامُ حَيْضٍ فَاِذَا رَأَتِ الدَّمَ اَكْثَرَ مِنْ

خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا :فَإِنَّهَا تَقْضِىْ صَلاَةَ اَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَدَعُ الصَّلاَةَ بَعْدَ ذٰلِكَ اَقَلَّ مَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَهُوَ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ اَقَلِّ الْحَيْضِ وَاَكْثَرِهٖ : فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاَثَةٌ وَأَكْثَرُهٗ عَشَرَةٌ .

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ وَبِهٖ يَأْخُذُ ابْنُ الْمُبَارَكِ . وَرُوِىَ عَنْهُ خِلاَفُ هٰذَا .

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِىْ رَبَاحٍ اَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهٗ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالْاَوْزَاعِىِّ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ وَأَبِىْ عُبَيْدٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর আর-রাক্কী, ইব্ন জুরাইজ এবং শরীক (র.)ও হামনা (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। তবে ইব্ন জুরাইজ তাঁর সনদে জনৈক রাবীর নাম উমর ইব্ন তালহা বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ শুদ্ধ হল ইমরান ইব্ন তালহা।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেনঃ এই হাদীছটি হাসান। ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র.)ও উক্তরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেনঃ এই হাদীছটি হাসানও সহীহ।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক বলেনঃ ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলা যদি হায়যের আগমন ও এর অতিক্রান্ত হওয়া বুঝতে পারে তবে ফাতিমা বিন্ত আবী হুবায়শ (রা.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ বিধান তার জন্য প্রযোজ্য হবে। সাধারণতঃ হায়যের আগমন বুঝার উপায় হল, এই সময় এর রং থাকে কাল আর অতিক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি বুঝার উপায় হল তখন এর রং হয়ে যায় হরিদ্রাভ।

আর সেই মহিলার যদি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হওয়ার পূর্বে হায়যের নির্ধারিত দিন থেকে থাকে তবে ইস্তিহাযা আক্রান্ত হওয়ার পরেও সে উক্ত নির্ধারিত দিনসমূহের সালাত আদায় ছেড়ে দিবে। এই দিনগুলি অতিক্রান্ত হওয়ার পর সে পাক হওয়ার জন্য গোসল করবে এবং পরে প্রত্যেক সালাতের জন্য উযূ করে তা আদায় করবে।

কিন্তু তার যদি সব সময় রক্ত ঝরতে থাকে, হায়যের কোন নির্দিষ্ট দিন না থাকে, রক্তের রঙ্গের মাধ্যমে হায়যের শুরু ও শেষ বুঝতে না পারে তবে তার জন্য বিধান হামনা বিন্ত জাহশ (রা.) বর্ণিত (১২৮ নং) হাদীছের বিধানের অনুরূপ। আবূ উবায়দও অনুরূপ কথা বলেছেন।

ইমাম শাফিঈ বলেনঃ শুরু থেকেই যদি কোন মহিলার রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে আর তা বন্ধ না হয় তবে পনের দিনের মাঝের দিনগুলির সালাত সে ছেড়ে দিবে। পনেরতম দিন বা এর পূর্বে সে যদি পাক হয়ে যায় তবে এই দিনগুলি হায়যের দিন হিসাবে গণ্য হবে। পনের দিনের পরও যদি রক্ত দেখে তবে সে চৌদ্দ দিনের সালাত কাযা করবে। পরবর্তীতে হায়যের সর্বনিম্ন সময় একদিন ও একরাতের সালাত ছেড়ে দিবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হায়যের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মুদ্দত সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলিম বলেনঃ সর্বনিম্ন মুদ্দত হল তিনদিন আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হল দশদিন। এ হল সুফইয়ান ছাওরী, [আবূ হানিফা (র.)] ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমত। ইব্‌ন মুবারকও এই অভিমত গ্রহণ করেছেন। তবে তাঁর নিকট থেকে ভিন্নরূপ বর্ণনাও রয়েছে।

অপর একদল আলিম যাদের মধ্যে আতা' ইব্‌ন আবী রাবাহও রয়েছেন তারা বলেনঃ হায়যের সর্বনিম্ন মুদ্দত হল একদিন একরাত আর সর্বোচ্চ পরিমাণ হল পনের দিন। ইমাম মালিক, আওযাঈ, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক ও আবূ উবায়দ (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ : اَنَّهَا تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার প্রতি সালাতের জন্য গোসল করা প্রসঙ্গে

١٢٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ : "اِسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ اِبْنَةُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : اِنِّىْ اُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ، أَفَاَدَعُ الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ اِنَّمَا ذٰلِكِ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِىْ ثُمَّ صَلِّىْ. فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ" .

১২৯. কুতায়বা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.) রাসূল ﷺ-এর কাছে ফতওয়া জানতে গিয়ে বলেনঃ আমি ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। কোন সময়ই পাক হই না। আমি সালাত ছেড়ে দেব কি ?

রাসূল ﷺ বললেনঃ না, এতো শিরার রক্ত। তুমি গোসল করে সালাত আদায় করে নিবে। এরপর উম্মু হাবীবা বিন্‌ত জাহ্‌শ (রা.) প্রতি সালাতের জন্য গোসল করে নিতেন।

قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ اللَّيْثُ :لَمْ يَذْكُرِابْنُ شِهَابٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اُمَّ حَبِيْبَةَ اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَلٰكِنَّهُ شَيْئٌ فَعَلَتْهُ هِىَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَيُرْوٰى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "اِسْتَفْتَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ " .

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ .

وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ " .

কুতায়বা বলেন যে, লায়ছ বলেছেনঃ প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতে রাসূল ﷺ. উম্মু হাবীবাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে ইব্‌ন শিহাব উল্লেখ করেননি। বরং উম্মু হাবীবা (রা.) নিজ থেকে তা করতেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ যুহরী-'আমরা-আইশা (রা.) সূত্রেও এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।

আলিমদের কেউ কেউ বলেন যে, ইসতিহাযা আক্রান্ত মহিলাকে প্রতি সালাতের জন্য গোসল করতে হবে।

আওযাঈ (র.) যুহরী থেকে এবং তিনি উরওয়া ও 'আমরা থেকে-আইশা (রা.)-এর সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَائِضِ : أَنَّهَا لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়য বিশিষ্ট মহিলার সালাত কাযা করতে হবে না

١٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ :

"أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَتَقْضِي إِحْدَانَا صَلاَتَهَا أَيَّامَ مَحِيضِهَا ؟

فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَلاَ تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ " .

১৩০. কুতায়বা (র.)......মুআযাহ্ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈকা মহিলা একবার আইশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল, হায়যের সময়ের সালাত আমাদের কাযা করতে হবে কি?

আইশা (রা.) বললেনঃ তুমি কি হারূরী (খারিজী মতাবলম্বী) না কি? আমাদের তো তা *কাযা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নি।*

قَالَ أَبُو عِيسَى : هٰذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنَّ الْحَائِضَ لاَتَقْضِي الصَّلاَةَ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ : لاَاخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

আইশা (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে যে, হায়য বিশিষ্ট মহিলাদের সালাত কাযা করতে হবে না

এ হল সাধারণভাবে সকল ফকীহ্ আলিমদের বক্তব্য। "হায়য বিশিষ্ট মহিলারা সিয়াম কাযা করবে, তাদের সালাত কাযা করতে হবে না"-এই বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ: اَنَّهُمَا لاَيَقْرَآنِ الْقُرْآنَ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না

١٣١. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالاَ: حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : "لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ" .

১৩১. আলী ইব্ন হুজ্‌র ও হাসান ইব্ন আরাফা (র.)......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন ঃ হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তারা কুরআনের কিছুই তিলাওয়াত করতে পারবে না।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَعَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ :"لاَيَقْرَاُ الْجُنُبُ وَلاَ الْحَائِضُ" .

وَهُوَقَوْلُ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ. سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَأَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ : قَالُوْا، لاَتَقْرَاءِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ مِنَ الْقُرْاٰنِ شَيْئًا، اِلاَّ طَرَفَ الْاٰيَةِ وَالْحَرْفَ وَنَحْوَ ذٰلِكَ وَرَخَّصُوْا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ فِى التَّسْبِيْحِ وَالتَّهْلِيْلِ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : اِنَّ اِسْمٰعِيْلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِىْ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ اَحَادِيْثَ مَنَاكِيْرَ - كَاَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيْمَا يَنْفَرِدُ بِهِ - وَقَالَ : اِنَّمَا حَدِيْثُ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ .

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ أَصْلَحُ مِنْ بَقِيَّةَ وَلِبَقِيَّةَ أَحَادِيْثُ مَنَاكِيْرُ عَنِ الثِّقَاتِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ ذٰلِكَ .

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশ-মূসা ইব্‌ন উক্‌বা-এর সূত্র ছাড়া অন্য কোনভাবে ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটির কথা আমাদের জানা নেই।

সাহাবী, তাবিঈ এবং সুফইয়ান ছাওরী, ইব্‌ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের মত পরবর্তী যুগের আলিমগণের অভিমতও এ-ই। তারা বলেনঃ আয়াতের কোন অংশ বা শব্দ বা এই ধরনের কিছু ছাড়া কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করা হায়য বিশিষ্ট মহিলা এবং যাদের উপর গোসল ফরয তাদের জন্য বৈধ নয়। তবে আলিমগণ তাদের জন্য তাসবীহ-তাহ্‌লীলের অনুমতি দিয়েছেন।

আমি মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছিঃ ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশ হিজায ও ইরাকবাসীদের থেকে বহু মুনকার (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। তাঁর এই বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, তিনি হিজায ও ইরাকবাসী রাবীদের বরাতে বর্ণিত ইব্‌ন আয়্যাশের একক রিওয়ায়াতসমূহ যঈফ বলে সাব্যস্ত করছেন। ইমাম বুখারী আরো বলেছেনঃ শামবাসীদের বরাতে বর্ণিত ইব্‌ন আয়্যাশের রিওয়ায়াতসমূহ গ্রহণযোগ্য। ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বাল (র.) বলেনঃ ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশ রাবী বাকিয়্যার তুলনায় গ্রহণযোগ্য। বাকিয়্যা বহু ছিকাহ রাবীর বরাতে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়য বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন

١٣ . حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ ـرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِيْ ـْ أَتَّزِرَ : ثُمَّ يُبَاشِرُنِيْ" .

১৩২. বুন্দার (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমার হায়য হলে রা- ﷺ আমাকে ইযার পরতে বলতেন। এরপর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করতেন।

ـ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُوْنَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

এই বিষয়ে উম্মু সালমা ও মায়মূনা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। এ হল সাহাবী ও তাবিঈ আলিমগণের একাধিকজনের অভিমত। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও এই অভিমত পোষণ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَسُؤْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে একত্রে আহার করা এবং তার উচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গে

١٣٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلٰى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحٰرِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : "سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ - فَقَالَ : وَاكِلْهَا " .

১৩৩. আব্বাস আল-আম্বারী ও মুহাম্মাদ ইব্ন আবদিল আ'লা (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি রাসূল ﷺ-কে হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে আহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেনঃ তুমি তার সাথেই আহার করো।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ : لَمْ يَرَوْا بِمُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ بَأْسًا .

وَاخْتَلَفُوْا فِيْ فَضْلِ وَضُوْئِهَا :فَرَخَّصَ فِيْ ذٰلِكَ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ فَضْلَ طَهُوْرِهَا .

এই বিষয়ে আইশা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও গরীব।

সাধারণভাবে সকল আলিমের অভিমত এ-ই। হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে আহারে কোন

অসুবিধা আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। তবে তার উযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা সম্পর্কে আলিমগণ মতবিরোধ করেছেন। একদল এর অনুমতি দিয়েছেন আরেক দল তা ব্যবহার করা মাকরূহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْحَائِضِ تَتَنَاوَلُ الشَّئَ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়য বিশিষ্ট মহিলা কর্তৃক হাত বাড়িয়ে মসজিদ থেকে কিছু লওয়া

١٣٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَتْ لِيْ عَائِشَةُ : "قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَتْ: قُلْتُ اِنِّيْ حَائِضٌ - قَالَ : اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ " .

১৩৪. কুতায়বা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে একবার রাসূল ﷺ. আমাকে হাত বাড়িয়ে মসজিদ থেকে একটি চাটাই দিতে বললেন। আমি বললামঃ আমি তো হায়য বিশিষ্ট।

রাসূল ﷺ বললেনঃ তোমার হাতে তো আর হায়য নেই।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ لاَنَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اِخْتِلاَفًا فِيْ ذٰلِكَ : بِاَنْ لاَ بَأْسَ اَنْ تَتَنَاوَلَ الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْمَسْجِدِ .

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমর ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ। সাধারণভাবে সকল আলিমের অভিমত এ-ই। হায়য বিশিষ্ট মহিলার জন্য মসজিদ থেকে কোন কিছু হাত বাড়িয়ে নেওয়াতে কোন দোষ না হওয়ার বিষয়ে তাদের মধ্যে কোন মত বিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ اِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ ঃ হায়য বিশিষ্ট মহিলার সাথে সঙ্গম হারাম

١٣٥. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَبَهْزٌ

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْكَفَّارَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদঃ এই ক্ষেত্রে কাফ্ফারা প্রদান প্রসঙ্গে

١٣٦. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى اِمْرَأَتِهٖ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ " .

১৩৬. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, কেউ যদি হায়য অবস্থায় স্ত্রী–সঙ্গত হয় তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, সে যেন অর্ধ দীনার সাদকা করে দেয়।

١٣٧. حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ أَبِىْ حَمْزَةَ السُّكَّرِىِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ: "اِذَا كَانَ دَمًا اَحْمَرَ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا كَانَ دَمًا اَصْفَرَ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ " .

১৩৭. হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেন ঃ রক্ত যদি লাল বর্ণের হয় তবে এক দীনার আর হলদে হলে অর্ধ দীনার কাফ্ফারা দিবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ الْكَفَّارَةِ فِىْ اِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِىَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا وَمَرْفُوْعًا .

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ – وَبِهٖ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ : يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ : وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হায়য বিশিষ্ট স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হলে এর কাফ্ফারা সম্পর্কিত হাদীছটি ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে মাওকূফ ও মারফূ উভয়ভাবেই বর্ণিত রয়েছে।

এ হল আলিমদের কারো কারো অভিমত। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)–এরও অভিমত এ–ই।

ইব্‌ন মুবারাক বলেনঃ এতে কাফ্ফারা নেই ; বরং সে ব্যক্তি এই গুনাহর জন্য ইসতিগফার করবে।

وَقَدْ رُوِىَ نَحْوُقَوْلِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ بَعْضِ التَّابِعِيْنَ مِنْهُمْ :سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَاِبْرَاهِيْمُ النَّخْعِىُّ . وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ عُلَمَاءِ الْاَمْصَارِ .

কতিপয় তাবিঈ থেকেও ইব্‌ন মুবারাকের অনুরূপ অভিমত বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র ও ইবরাহীম নাখ'ঈ [এবং ইমাম আবূ হানীফাও] রয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের আলিমগণের সাধারণ অভিমত এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ غَسْلِ دَمِ الْحَيْضِ مِنَ الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাপড় থেকে হায়যের রক্ত ধৌত করা

١٣٨. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ : "اَنَّ امْرَاَةً سَأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيْبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ - فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُتِّيْهِ ، ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيْهِ وَصَلِّىْ فِيْهِ " .

১৩৮. ইব্‌ন আবী উমর (র.)......আসমা বিনত আবী বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মহিলা কাপড়ে হায়যের রক্ত লাগলে এর পাক করা সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেনঃ প্রথমে তা খুঁচিয়ে তুলে ফেল, পরে পানি ভিজিয়ে আঙ্গুলে রগড়ে নাও এরপর তাতে পানি ঢেলে দাও আর তা পরে সালাত আদায় করতে থাক।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَسْمَاءَ فِىْ غَسْلِ الدَّمِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الدَّمِ يَكُوْنُ عَلَى الثَّوْبِ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ قَبْلَ اَنْ يَّغْسِلَهُ .

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ : اِذَا كَانَ الدَّمُ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ فَلَمْ يَغْسِلْهُ وَصَلّٰى فِيْهِ اَعَادَ الصَّلاَةَ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اِذَا كَانَ الدَّمُ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ اَعَادَ الصَّلاَةَ . وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ .

وَلَمْ يُوْجِبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ عَلَيْهِ الْاِعَادَةَ وَاِنْ كَانَ اَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ - وَبِهٖ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَاِسْحٰقَ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْغَسْلُ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَشَدَّدَ فِيْ ذٰلِكَ .

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা ও উম্মু কায়স বিন্‌ত মিহসান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রক্ত ধৌত করা সম্পর্কিত আসমা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

কাপড়ে রক্ত লাগলে তা ধৌত করার পূর্বে সেই কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

তাবিঈনদের কতক আলিমের অভিমত হল, এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত হলে তা ধৌত না করে যদি কেউ সেই কাপড়ে সালাত আদায় করে তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

অপর একদল বলেনঃ রক্তের পরিমাণ যদি এক দিরহামের অতিরিক্ত হয় তবে সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। সুফইয়ান ছাওরী [ইমাম আবূ হানীফা] এবং ইব্‌ন মুবারকের অভিমতও এ-ই। তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের ফকীহ্ আলিমদের কেউ কেউ রক্তের পরিমাণ এক দিরহামের চেয়ে বেশি হলেও সালাত পুনরায় আদায় করতে হবে বলে অভিমত পোষণ করেন না। ইমাম আহ্‌মদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

ইমাম শাফিঈ এই বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তিনি বলেন, রক্তের পরিমাণ এক দিরহাম থেকে কম হলেও তা ধৌত করা ওয়াজিব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَمْ تَمْكُثُ النُّفَسَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ নেফাস[১] বিশিষ্ট মহিলাকে কত দিন সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকতে হবে ?

١٣٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ أَبُوْ بَدْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ أَبِيْ سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْاَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : "كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَكُنَّا نَطْلِىْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ " .

১৩৯. নাসর ইব্‌ন আলী আল-জাহ্‌যামী (র.)......উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর যুগে নেফাস বিশিষ্ট মহিলাগণ চল্লিশ দিন সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকতেন। চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে কৃষ্ণাভ হয়ে যেত বলে আমরা তখন চেহারায় হলুদ বর্ণের ওয়ারস পত্রের প্রলেপ ব্যবহার করতাম।

১. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের জরায়ু থেকে নির্গত হওয়া রক্ত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ الْاَزْدِيَّةِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ . وَاِسْمُ أَبِىْ سَهْلٍ "كَثِيْرُ بْنُ زِيَادٍ" .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ : عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى ثِقَةٌ وَأَبُوْسَهلٍ ثِقَةٌ .

وَلَمْ يَعْرِفْ مُحَمَّدٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ سَهْلٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। আবূ সাহল–মুস্সা আল–আযদিয়া – উম্মু সালমা (রা.)–এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এই হাদীছটি আমাদের জানা নাই।

আবূ সাহলের নাম হ্ল কাছীর ইব্ন যিয়াদ।

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল–বুখারী (র.) বলেনঃ আলী ইব্ন আবদিল আ'লা ও আবূ সাহল রাবী হিসাবে নির্ভরযোগ্য। আবূ সাহলের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীছটির কথা ইমাম মুহাম্মাদ আল–বুখারী জানেন না।

وَقَدْ اَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلٰى اَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاَةَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اِلاَّ اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذٰلِكَ فَاِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ .

فَاِذَا رَاَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْاَرْبَعِيْنَ :فَاِنَّ اَكْثَرَ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا لاَتَدَعُ الصَّلاَةَ بَعْدَ الْاَرْبَعِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَيُرْوٰى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ اَنَّهُ قَالَ : اِنَّمَا تَدَعُ الصَّلاَةَ خَمْسِيْنَ يَوْمًا اِذَا لَمْ تَرَ الطُّهْرَ .

وَيُرْوٰى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِىْ رَبَاحٍ وَالشَّعْبِىِّ : سِتِّيْنَ يَوْمًا .

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমদের সকলেই একমত যে, নেফাস বিশিষ্ট মহিলাগণ সালাত থেকে চল্লিশ দিন বিরত থাকবে। তবে এর পূর্বেই যদি পাক হয়ে যায় তবে গোসল করে যথারীতি সালাত আদায় করতে থাকবে। চল্লিশ দিনের পরও যদি রক্ত নির্গত হতে দেখে তবে অধিকাংশ আলিমের মতে সে আর সালাত ত্যাগ করতে পারবে না। অধিকাংশ ফকীহের অভিমতও এ–ই। ইমাম [আবূ হানীফা] সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারক শাফিঈ, আহমদ এবং ইসহাকও এই মত ব্যক্ত করেছেন।

হাসান বসরী থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি পাক না হয় তবে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সে সালাত থেকে বিরত থাকবে। আতা' ইব্‌ন আবী রাবাহ্ এবং শা'বী থেকে বর্ণিত আছে যে, ষাট দিন পর্যন্ত সে সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ ঃ এক গোসলে একাধিক স্ত্রীর সাথে মিলন

١٤٠. حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ " اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ فِيْ غُسْلٍ وَاحِدٍ " .

১৪০. বুন্‌দার মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ এক গোসলে তাঁর স্ত্রীগণের সাথে মিলিত হয়েছেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوْفُ عَلٰى نِسَائِهٖ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ :اَنْ لاَّ بَأْسَ اَنْ يَّعُوْدَ قَبْلَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ .

وَقَدْ رَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ هٰذَا عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَ : عَنْ أَبِيْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْ الْخَطَّابِ عَنْ اَنَسٍ .

وَأَبُوْ عُرْوَةَ هُوَ : "مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ" . وَأَبُو الْخَطَّابِ "قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ" .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِيْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ .

وَهُوَ خَطَأٌ وَالصَّحِيْحُ عَنْ أَبِيْ عُرْوَةَ .

এই বিষয়ে আবূ রাফি' (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ "এক গোসলে নবী করীম ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন আনাস বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

হাসান বসরীসহ একাধিক ফকীহ্ আলিমের অভিমত এই যে, উযূ করা ছাড়াই পুনরায় সঙ্গত হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ এই হাদীছটি সুফইয়ান থেকে আবূ উরওয়া-আবুল খাত্তাব-আনাস (রা.) সূত্রেও বর্ণনা করেছেন।

আবূ উরওয়ার নাম হল মা'মার ইব্‌ন রাশিদ (র.) আর আবুল খাত্তাব হলেন কাতাদা ইব্‌ন দিআমা (র.)।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাবীদের কেউ কেউ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ-সুফইয়ান-ইব্‌ন আবী উরওয়া-আবুল খাত্তাব সূত্রের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ভুল। শুদ্ধ হল আবূ উরওয়া, ইব্‌ন আবী উরওয়া নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجُنُبِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী ব্যক্তি পুনরায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে চাইলে উযূ করে নিবে

١٤١. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ أَبِىْ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : "اِذَا اَتٰى أَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوْءً" .

১৪১. হান্নাদ (র.).......আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ একবার স্ত্রীর সাথে মিলনের পর পুনরায় মিলিত হতে চাইলে সে যেন মাঝে উযূ করে নেয়।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :حَدِيْثُ أَبِىْ سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

وَقَالَ بِهٖ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَّعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ اَنْ يَّعُوْدَ .

وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ "عَلِىُّ بْنُ دَاوُدَ" .

وَأَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ اِسْمُهُ "سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ" .

এই বিষয়ে উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ সাঈদ বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর অভিমতও এ-ই। বহু আলিমও ইদৃশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তাঁরা বলেনঃ একবার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পর কেউ পুনরায় মিলনের ইচ্ছা করলে সে এর আগে যেন উযূ করে নেয়।

রাবী আবূল মুতাওয়াক্কিলের নাম হল আলী ইব্ন দাউদ।

সাহাবী আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.)-এর নাম হল, সা'দ ইব্ন মালিক ইব্ন সিনান।

بَابُ مَاجَاءَ اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ اَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইকামত হওয়ার পরও কেউ শৌচাগার গমনের প্রয়োজন অনুভব করলে আগেই তা সেরে নিবে

١٤٢. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ، وَكَانَ اِمَامَ قَوْمِهِ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: "اِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ".

১৪২. হান্নাদ ইবনুস্-সারী (র.)......উরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম (রা.) ছিলেন তাঁর কওমের ইমাম। একদিন ইকামত হওয়ার পর তিনি জনৈক মুসল্লীকে হাত ধরে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, ইকামত হয়ে যাওয়ার পর যদি তোমাদের কেউ শৌচাগার গমনের তাকিদ অনুভব করে তবে তা আগে সেরে নিবে।

قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ وَأَبِيْ أُمَامَةَ.

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

هٰكَذَا رَوٰى مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ.

وَرَوٰى وُهَيْبٌ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ.

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ.

وَبِهٖ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ قَالَا: لَا يَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ يَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْغَائِطِ

وَالْبَوْلِ. وَقَالاَ : اِنْ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ فَوَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ فَلاَ يَنْصَرِفُ مَالَمْ يَشْغَلْهُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لاَبَأْسَ اَنْ يُصَلِّيَ وَبِهِ غَائِطٌ اَوْبَوْلٌ مَا لَمْ يَشْغَلْهُ ذٰلِكَ عَنِ الصَّلاَةِ .

এই বিষয়ে আইশা, আবূ হুরায়রা, ছাওবান এবং আবূ উমামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইবনুল আরকাম বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মালিক ইব্ন আনাস, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল-কাত্তান এবং আরো বহু হাফিজুল হাদীছ হিশাম ইব্ন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া-আবদুল্লাহ্ ইব্ন আরকাম (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

উহায়ব প্রমুখ হিশাম ইব্ন উরওয়া-তার পিতা উরওয়া-জনৈক রাবী-আবদুলাহ্ ইব্ন আরকাম (রা.) সনদে এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

সাহাবী ও তাবিঈগণের অনেকেরই অভিমত এ-ই। [ইমাম আবূ হানীফা] ইমাম আহমদ ও ইসহাকও এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেনঃ সালাত শুরু করে দেওয়ার পর যদি কেউ পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন অনুভব করে তবে সালাত আদায়ে অমনোযোগিতা সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সে সালাত ত্যাগ করবে না।

কোন কোন আলিম বলেনঃ সালাত আদায়ে অমনোযোগিতা সৃষ্টির আশংকা না হওয়া পর্যন্ত পেশাব-পায়খানার তাকিদ সত্ত্বেও সালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ الْمَوْطَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ পথের আবর্জনা মাড়িয়ে আসার কারণে উযূ

١٤٣. حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ : قُلْتُ لاُمِّ سَلَمَةَ: "اِنِّىْ اِمْرَأَةٌ أُطِيْلُ ذَيْلِىْ وَاَمْشِىْ فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطَهِّرُهُ مَابَعْدَهُ" .

১৪৩. আবূ রাজা কুতায়বা (র.).....আবদুর রাহমান (রা.)-এর উম্মু ওয়ালাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি উম্মু সালামা (রা.)-কে বললাম, আমি কাপড়ের আঁচল খুবই

ঝুলিয়ে পরি। অনেক সময় ময়লা জায়গা দিয়েও আমার হাঁটতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি? তিনি বললেন, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ পরবর্তী স্থানই তা পাক করে দিবে।[১]

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : "كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . لاَنَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَوْطَاءِ " .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: اِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَذِرِ اَنَّهُ لاَيَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ الْقَدَمِ ، اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ رَطْبًا فَيُغْسِلَ مَا اَصَابَهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَرَوٰى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ "عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِهُوْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ .

وَهُوَ وَهْمٌ ، وَلَيْسَ لِعَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اِبْنٌ يُقَالُ لَهُ هُوْدٌ .

وَاِنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . وَهٰذَا صَحِيْحٌ .

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। পথ-চলতি-ময়লার কারণে আমরা উযূ করতাম না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ একাধিক আলিম ইদৃশ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেনঃ কেউ যদি আবর্জনাযুক্ত জায়গা হেঁটে যায় তবে তার পা ধোয়া জরুরী নয়। হ্যাঁ, আর্দ্র জাতীয় ময়লা হলে যে স্থানে তা লাগবে সে স্থানটি ধৌত করতে হবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারাক এই হাদীছটি মালিক ইব্ন আনাস-মুহাম্মাদ ইব্ন উমারা-মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম-এর সনদে রিওয়ায়াত রয়েছেন। তিনি তাঁর সনদে হূদ ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন আওফের জনৈকা উম্মু ওয়ালাদ - উম্মু সালমা (রা.)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এতে কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। কারণ, আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.)-এর হূদ নামের কেন পুত্র ছিল না। বস্তুতঃ শুদ্ধ হল, আবদুর রহমান ইব্ন আওফের পুত্র ইবরাহীমের উম্মু ওয়ালাদ এটি উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

১. চলার কারণে পথ থেকে কাপড়ে যে ময়লা লাগবে ঐ ময়লা সম্মুখে আরও পথ চলার দরুন পথের ঘর্ষণে সাফ হয়ে যাবে।

তায়াম্মুম

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুম

١٤٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلاَّسُ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ : " اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَهُ بِالتَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ " .

১৪৪. আবূ হাফ্স আমর ইব্ন আলী আল-ফাল্লাস (র.)......আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ চেহারা ও দুই হাত কবজি পর্যন্ত মাসহে করে তায়াম্মুম করতে তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَمَّارٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَمَّارٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ - مِنْهُمُ الشَّعْبِيُّ وَعَطَاءٌ وَمَكْحُوْلٌ قَالُوا : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : مِنْهُمْ اِبْنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ وَ اِبْرَاهِيْمُ وَالْحَسَنُ قَالُوْا : التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ .

وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَمَّارٍ فِى التَّيَمُّمِ اَنَّهُ قَالَ : "لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ" مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَمَّارٍ اَنَّهُ قَالَ : "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ".

فَضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيْثَ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِى التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِمَا رُوِىَ عَنْهُ حَدِيْثُ الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ .

قَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَخْلَدٍ الْحَنْظَلِىُّ حَدِيْثُ عَمَّارٍ فِى التَّيَمُّمِ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، وَحَدِيْثُ عَمَّارٍ "تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ . اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ" : لَيْسَ هُوَ بِمُخَالِفٍ لِحَدِيْثِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لاَنَّ عَمَّارًا لَمْ يَذْكُرْ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُمْ بِذٰلِكَ ، وَاِنَّمَا قَالَ : "فَعَلْنَا كَذَا وَكَذَا" فَلَمَّا سَأَلَ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَهُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَانْتَهٰى اِلٰى مَا عَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَالدَّلِيْلُ عَلٰى ذٰلِكَ مَا اَفْتٰى بِهِ عَمَّارٌ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ فِى التَّيَمُّمِ اَنَّهُ قَالَ : "اَلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ" فَفِىْ هٰذَا دَلاَلَةٌ اَنَّهُ اِنْتَهٰى اِلٰى مَاعَلَّمَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَعَلَّمَهُ اِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيْمِ يَقُوْلُ : لَمْ اَرَ بِالْبَصْرَةِ اَحْفَظَ مِنْ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَةِ عَلِىِّ بْنِ الْمَدِيْنِىْ وَابْنِ الشَّاذَكُوْنِىْ وَعَمْرِو بْنِ عَلِىٍّ الْفَلاَّسِ .

قَالَ أَبُوْ زُرْعَةَ : وَرَوٰى عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِىٍّ حَدِيْثًا .

এই বিষয়ে আইশা ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আম্মার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। আম্মার (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে এটি বর্ণিত আছে।

একাধিক ফকীহ্ সাহাবীর অভিমত এ-ই। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আলী, আম্মার, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)। একাধিক তাবিঈও এইরূপ মত পোষণ করেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন,

শা'বী, আতা' ও মাকহুল। তারা বলেন ঃ তায়াম্মুম হল চেহারা ও করদ্বয়ে হাত মারা। ইমাম আহমদ ও ইসহাকও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইব্‌ন উমর, জাবির, ইবরাহীম, হাসান (র.)–সহ আলিমদের কেউ কেউ বলেন যে, তায়াম্মুম হল, চেহারার জন্য একবার এবং কনুই পর্যন্ত হাতদ্বয়ের জন্য আরেকবার মাসহের উদ্দেশ্যে হাত মারা।

সুফইয়ান ছাওরী, মালিক, ইবনুল মুবারক, শাফিঈ (র.)ও এই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

চেহারা ও করদ্বয়ের উল্লেখ সম্বলিত তায়াম্মুম বিষয়ক এই হাদীছটি আম্মার (রা.) থেকে একাধিক সূত্রে বর্ণিত আছে। আম্মার (রা.) থেকে এ–ও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ নবী করীম ﷺ–এর সঙ্গে থেকে আমরা কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করেছি।

কাঁধ ও বগল পর্যন্ত তায়াম্মুম করা সম্পর্কে আম্মার (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটির কারণে তাঁর বর্ণিত চেহারা ও দুই হাত কব্‌জি পর্যন্ত সম্পর্কিত হাদীছটিকে আলিমদের কেউ কেউ যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মাখলাদ আল–হানযালী (র.) বলেনঃ আম্মার (রা.) বর্ণিত চেহারা ও করদ্বয় তায়াম্মুম করার হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এই হাদীছটির সাথে কাঁধ ও বগল সম্পর্কিত আম্মার (রা.)–এর হাদীছটির মূলত কোন বিরোধ নেই। কেননা, রাসূল ﷺ এরূপ করতে তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে এতে তিনি উল্লেখ করেননি বরং তিনি বলেছেন, আমরা এরূপ করেছি। এতে বোঝা যায়, প্রথমে নিজে থেকে এই ধরনের তায়াম্মুম করেছিলেন পরে তিনি যখন রাসূল ﷺ–কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন তখন রাসূল ﷺ তাঁকে চেহারা ও দুই হাত কব্‌জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ যা শিক্ষা দিলেন তা অর্থাৎ চেহারা ও দুই হাত কব্‌জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার কথা স্থির হয়। এর প্রমাণ হল, নবী করীম ﷺ এর ইন্তিকালের পর আম্মার (রা.) তায়াম্মুম সম্বন্ধে চেহারা ও দুই হাত কব্‌জি পর্যন্ত মাসহে করার ফতওয়া দিয়েছেন। এতে স্পষ্ট বোঝা যায়, শেষে তিনি নবী করীম ﷺ –এর শিক্ষা অনুসারে চেহারা ও দুই হাত কব্‌জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি নিজেও অন্যদের এ কথা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আবূ যুরআ উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদিল করীম (র.)–কে বলতে শুনেছিঃ আলী ইব্‌ন আল–মাদীনী, ইবনুশ্ শাযাকূনী এবং আম্‌র ইব্‌ন আলী আল–ফাল্লাস (র.) এই তিনজন অপেক্ষা অধিক স্মরণশক্তি সম্পন্ন বসরায় আমি আর কাউকে দেখিনি।

আবূ যুরআ (র.) আরো বলেনঃ আম্‌র ইব্‌ন আলী থেকে আফ্‌ফান ইব্‌ন মুসলিমও হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

١٤٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "اَنَّهُ

سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ :اِنَّ اللّٰهَ قَالَ فِيْ كِتَابِهِ حِيْنَ ذَكَرَ الْوُضُوْءَ :فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَقَالَ فِى التَّيَمُّمِ : فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ وَقَالَ :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا - فَكَانَتِ السُّنَّةُ فِى الْقَطْعِ الْكَفَّيْنِ اِنَّمَا هُوَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ يَعْنِى التَّيَمُّمَ " .

১৪৫. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.).......ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ উযূর কথা বলতে যেয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেনঃ

فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

"তোমরা তোমাদের চেহারা ধোবে আর হাত ধোবে কনুই পর্যন্ত।"

আর তায়াম্মুমের কথা বলতে যেয়ে ইরশাদ করেছেনঃ

فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ

"তোমরা তোমাদের চেহারা ও হাত মাসহে করবে।"

চুরির হদ বর্ণনা করতে যেয়েও তিনি হাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ করেছেনঃ

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا

"চোর পুরুষ ও চোর নারীর হাত কেটে ফেলবে।"

এই ক্ষেত্রে বিধান হল কব্‌জি পর্যন্ত হাত কাটা। সুতরাং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও হাত বলতে কব্‌জি পর্যন্তই বোঝাবে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান, গরীব ও সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا

অনুচ্ছেদ ঃ জুনুবী না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করা যায়

١٤٦. حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْاَشَجُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَعُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالاَ: حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ وَابْنُ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلِيْمَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا " .

১৪৬. আবূ সাঈদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জুনুবী না হলে রাসূল ﷺ সকল অবস্থায়ই কুরআন শিক্ষা দিতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَلِىٍّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَبِهٖ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ . قَالُوْا : يَقْرَأُ الرَّجُلُ الْقُرْاٰنَ عَلٰى غَيْرِ وَضُوْءٍ وَلَايَقْرَأُ فِى الْمُصْحَفِ اِلاَّ وَهُوَ طَاهِرٌ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আলী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। সাহাবী ও তাবিঈগণের একাধিক আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেনঃ উযূ ছাড়াও কুরআন তিলাওয়াত করা যায়। তবে উযূ ছাড়া হামাইল শরীফ স্পর্শ করে পড়া যায় না।

ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, (ইমাম আবূ হানীফা), শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْبَوْلِ يُصِيْبُ الْاَرْضَ

অনুচ্ছেদ ঃ মাটিতে পেশাব লাগলে

١٤٧. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِىْ عُمَرَ وَسَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِىُّ قَالاَ :حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ: "دَخَلَ اَعْرَابِىٌّ اَلْمَسْجِدَ وَ النَّبِىُّ ﷺ جَالِسٌ فَصَلّٰى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًاوَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا، فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا، فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَاَسْرَعَ اِلَيْهِ النَّاسُ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَهْرِيْقُوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ اَوْ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ قَالَ : اِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ " .

১৪৭. ইব্ন আবী উমর ও সাঈদ ইব্ন আবদির রাহমান আল-মাখযূমী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ একদিন মসজিদে বসা ছিলেন। তখন

এক বেদুঈন মসজিদে এসে প্রবেশ করল। সালাত আদায় করল। পরে দু'আ করে বললঃ হে আল্লাহ্ ! আমাকে আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে তুমি দয়া কর। আমাদের সাথে আর কাউকে দয়া করো না।

নবী করীম ﷺ তার দিকে চাইলেন। বললেনঃ বহু প্রশস্ত এক বিষয়কে তুমি বড় সংকীর্ণ করে ফেললে।

কিছুক্ষণ পরেই লোকটি মসজিদেই পেশাব করতে শুরু করল। অন্যান্যরা তাকে বাধা দিতে দ্রুত ছুটে গেলেন। নবী করীম ﷺ বললেনঃ তোমরা এতে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। এরপর বললেনঃ তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠিন করার জন্য পাঠানো হয়নি।

١٤٨. قَالَ سَعِيْدٌ : قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ نَحْوَ هٰذَا .

১৪৮. সাঈদ (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ :وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ . وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .

وَقَدْ رَوٰى يُوْنُسُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ .

এই বিষয়ে আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ, ইব্‌ন আব্বাস এবং ওয়াছিলা ইব্‌নুল আসকা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এরও অভিমত এ-ই।

যুহরী-উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে ইউনুস এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

اَبْوَابُ الصَّلاَةِ

সালাত অধ্যায়

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের ওয়াক্ত

١٤٩. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحٰرِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ، وَهُوَ ابْنُ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، اَخْبَرَنِىْ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ قَالَ، اَخْبَرَنِىْ ابْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ "اَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِى الْأُوْلٰى مِنْهُمَا حِيْنَ كَانَ الْفَيْئُ مِثْلَ الشِّرَاكِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ كُلُّ شَيْئٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَاَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ - وَصَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَهُ، لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْئٍ مِثْلَيْهِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْاَوَّلِ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ اَسْفَرَتِ الْاَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " .

১৪৯. হান্নাদ ইবনুস্-সারী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেনঃ জিব্রীল (আ.) বায়তুল্লাহ্‌র কাছে দুইদিন আমার ইমামত করেছেন। এর প্রথম দিন তিনি যুহরের সালাত আদায় করেছেন যখন একটি বস্তুর ছায়া জুতার ফিতার মত সামান্য লম্বা হয়; আসরের সালাত আদায় করেছেন যখন একটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়; মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন যখন সূর্য ডুবে যায় এবং রোযাদার ইফতার করে; 'ইশার

১৯—

সালাত আদায় করেছেন যখন শাফাক বা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর শেষ লালিমার পরবর্তী শুভ্রতা মিলিয়ে যায়; ফজরের সালাত আদায় করেছেন যখন উজ্জ্বল হয়ে সুবহে সাদিকের উন্মেষ ঘটে এবং রোযাদারের জন্য খাদ্য গ্রহণ হারাম হয়ে যায়।

তিনি দ্বিতীয় দিন যুহর আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমান হয়; অর্থাৎ গতদিনের আসরের সালাত আদায় করার সময়ে; আসরের সালাত আদায় করেছেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হয়; মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন প্রথম দিনের সময়েই; 'ইশার সালাত আদায় করেছেন যখন রাত্রির তিন ভাগের এক ভাগ অতিক্রান্ত হল; এরপর ফজর আদায় করেছেন যখন ভালভাবে পৃথিবী ফর্সা হয়ে গেল।

তারপর জিব্রীল (আ.) আমার দিকে ফিরলেন, বললেনঃ হে মুহাম্মাদ! এ হল আপনার পূর্ববর্তী নবীগণের সালাতের ওয়াক্ত। এ দু'য়ের মাঝের ওয়াক্তই হল সালাতের ওয়াক্ত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ وَأَبِىْ مُوْسٰى وَأَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَالْبَرَاءِ وَأَنَسٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, বুরায়দা, আবূ মূসা, আবূ মাসঊদ আল-আনসারী, আবূ সাঈদ, জাবির, আম্র ইব্ন হাযম, বারা' ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٥٠. اَخْبَرَنِىْ اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَخْبَرَنِىْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "اَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ" - فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ "لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ" .

১৫০. আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা (র.).....জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ জিব্রীল (আ.) আমার ইমামত করেছেন....বাকি হাদীছটি ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছের অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন। তবে এই রিওয়ায়াতে لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْاَمْسِ –এই বাক্যটির উল্লেখ নেই।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : اَصَحُّ شَيْئٍ فِى الْمَوَاقِيْتِ حَدِيْثُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

قَالَ : وَحَدِيْثُ جَابِرٍ فِى الْمَوَاقِيْتِ قَدْ رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ اَبِىْ رَبَاحٍ وَ عَمْرُو بْنُ

دِيْنَارٍ وَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব। আর ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেনঃ সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কিত হাদীছসমূহের মধ্যে জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হল সর্বাপেক্ষা সহীহ।

সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জাবির (রা.)-এর হাদীছটি ওয়াহাব ইব্‌ন কায়সান-জাবির (রা.) সূত্রের মত আতা' ইব্‌ন আবী রাবাহ্, আমর ইব্‌ন দীনার এবং আবুয্-যুবায়র (র.) ও জাবির (রা.) থেকে রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরও একটি অনুচ্ছেদ

১৫১. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَاٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ ، وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا ، وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ ، وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ حِيْنَ يَغِيْبُ الْاُفُقُ، وَاِنَّ اٰخِرَوَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ وَاِنَّ اَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَاِنَّ اٰخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ" .

১৫১. হান্নাদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ. বলেছেনঃ সালাতের জন্য রয়েছে শুরু এবং শেষ। সূর্য হেলে পড়ার সাথে শুরু হয় যুহরের ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় আসরের ওয়াক্ত যখন আসে। আসরের ওয়াক্ত আসার সাথে শুরু হয় আসরের ওয়াক্তের আর তার শেষ হয় সূর্য-কিরণ হলদে হয়ে গেলে। সূর্য ডোবার সাথে শুরু হয় মাগরিবের ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় দিগন্তের আলোর রেশ যখন মিলিয়ে যায়। দিগন্তের আলোর রেশ মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শুরু হয় 'ইশার ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় রজনীর অর্ধযামে। সুবহে সাদিকের উন্মেষের সাথে শুরু হয় ফজরের ওয়াক্তের আর এর শেষ হয় সূর্য উঠার সাথে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ . حَدِيْثُ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ فِى الْمَوَاقِيْتِ : اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ ، اَخْطَأَ فِيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ .

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىِّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :كَانَ يُقَالُ :اِنَّ لِلصَّلَاةِ اَوَّلاً وَاٰخِرًا، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنِ الْاَعْمَشِ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আ'মাশের রিওয়ায়াতটি মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়লের এই রিওয়ায়াতটি থেকে অধিকতর সহীহ। মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়লের রিওয়ায়াতটি ভুল। মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়লই এতে ভুল করেছেন।[১]

হান্নাদ (র.).......আ'মাশ-মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, বলা হয় সালাতের জন্য রয়েছে শুরু এবং শেষ। বাকি হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্ন ফুযায়ল বর্ণিত (১৫১ নং) হাদীছের অনুরূপ উল্লেখ করেছেন।

بَابٌ مِنْهُ

এই বিষয়ে আরও একটি অনুচ্ছেদ

١٥٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَالْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَاَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسٰى اَلْمَعْنٰى وَاحِدٌ، قَالُوْاحَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ يُوْسُفَ الْاَزْرَقُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ : اَقِمْ مَعَنَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَاَمَرَ بِلَالاً فَأَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ ثُمَّ اَمَرَهُ فَأَقَامَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ،ثُمَّ اَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ اَمَرَهُ

১. কেননা আ'মা'শের পরে আবূ সালিহের উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ এখানে হবে মুজাহিদের নাম।

بِالْـمَغْـــرِبِ حِيْنَ وَقَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ ، ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَأَقَامَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ اَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ فَنَوَّرَ بِالْفَجْـرِ ثُمَّ اَمَرَهُ بِالظُّهْـرِ فَاَبْرَدَ وَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ ، ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعَصْرِ فَأَقَامَ وَالشَّمْسُ اٰخِرَ وَقْتِهَا فَوْقَ مَاكَانَتْ ، ثُمَّ اَمَرَهُ فَأَخَّرَ الْـمَغْـرِبَ اِلٰى قُبَيْلِ اَنْ يَغِيْبَ الشَّفَقُ ، ثُمَّ اَمَرَهُ بِالْعِشَاءِ فَاَقَامَ حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ : اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : اَنَا، فَقَالَ مَوَاقِيْتُ الصَّلَاةِ كَمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ " .

১৫২. আহমদ ইব্ন মানী,' হাসান ইব্ন সাব্বাহ্ আল-বায্যার এবং আহমদ ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন মূসা (র.).....বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ একবার জনৈক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ এর কাছে এসে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জানতে চাইল। নবী করীম ﷺ তাকে বললেনঃ ইন্শাআল্লাহ্ তুমি আমাদের সাথে সালাতে দাঁড়াও। পরে তিনি বিলালকে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং সুবহে সাদিকের উন্মেষের সাথে সাথে ফজরের সালাত আদায় করলেন। সূর্য হেলে পড়ার সাথে সাথে বিলালকে আবার ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং যুহ্রের সালাত আদায় করলেন। পরবর্তীতে তিনি আবার বিলালকে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং আসরের সালাত আদায় করলেন আর সূর্য তখনও ছিল উর্ধ্বাকাশে উজ্জ্বল; পরে মাগরিবের নির্দেশ দিলেন। যখন সূর্য অস্তমিত হল; 'ইশার নির্দেশ দিলেন যখন শাফাক অর্থাৎ দিগন্তের লালিমার পরবর্তী সাদা রেশও মিলিয়ে গেল।

পরবর্তী দিন তিনি বিলালকে ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং খুব ফর্সা হলে পর ফজরের সালাত আদায় করলেন; সূর্যের প্রখর তেজ প্রশমিত ও খুবই শীতল হলে যুহরের নির্দেশ দিলেন; আসরের ইকামতের নির্দেশ দিলেন তখন, যখন পূর্বদিনের তুলনায় সূর্য আরও বেশি নেমে গেল; পরে মাগরিবের নির্দেশ দিলেন এবং শাফাক দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার পূর্বে তা আদায় করলেন; 'ইশার ইকামতের নির্দেশ দিলেন এবং রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা আদায় করলেন।

তারপর বললেনঃ সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানতে চেয়েছিল সে কোথায়? ঐ ব্যক্তি বললঃ এই যে, আমি।

তিনি বললেনঃ এই দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়ই হল সালাতের ওয়াক্ত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ .

قَالَ : وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ اَيْضًا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান, গরীব ও সহীহ। আলকামা ইব্ন মারছাদের সূত্রে শু' বাও এটি রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّغْلِيْسِ بِالْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ গালাস বা আঁধারের রেশ থাকতেই ফজর আদায় করা

١٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ قَالَ : وَحَدَّثَنَا الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :"اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ قَالَ الْاَنْصَارِىُّ : فَيَمُرُّ النِّسَاءُ مُتَلَفِّفَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَايُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ وَقَالَ قُتَيْبَةُ :"مُتَلَفِّعَاتٍ".

১৫৩. কুতায়বা ও আল-আনসারী (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন, পরে মহিলারা চাদর লেপটে ঘরে ফিরে যেত কিন্তু আঁধারের কারণে তাদের চেনা যেত না।

কুতায়বা তার রিওয়ায়াতে متلففات-এর স্থলে متلفعات উল্লেখ করেছেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَنَسٍ وَقَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ : أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ .

وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ يَسْتَحِبُّوْنَ التَّغْلِيْسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ .

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমর, আনাস, কায়লা বিন্‌ত মাখরামা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

যুহরী ও উরওয়া (র.)-আইশা (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

আবূ বক্‌র, উমর (রা.)-এর মত একাধিক ফকীহ সাহাবী ও পরবর্তী যুগের তাবিঈগণ এই হাদীছটির মর্মানুসারে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকও (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গালাস বা আঁধারের রেশ থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করা মুস্তাহাব বলে তাঁরা মত পোষণ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِسْفَارِ بِالْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইসফার বা চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করা

١٥٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَبْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ "اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ" .

১৫৪. হান্নাদ (র.)......রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছিঃ তোমরা ইসফার অর্থাৎ চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজর আদায় করবে। কেননা এতে রয়েছে বিরাট ছাওয়াব।

قَالَ : وَقَدْ رَوٰى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ .

قَالَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ اَيْضًا عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِىِّ وَجَابِرٍ وَبِلَالٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَاٰى غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ الْاِسْفَارَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ . وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ .

وَقَالَ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ : مَعْنَى الْاِسْفَارِ : اَنْ يَضِحَ الْفَجْرُ فَلَا يُشَكُّ فِيْهِ وَلَمْ يَرَوْا اَنَّ مَعْنَى الْاِسْفَارِ تَأْخِيْرُ الصَّلَاةِ .

মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (র.)-এর সূত্রে শু' বা এবং ছাওরী (র.)ও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন। আসিম ইব্ন উমর ইব্ন কাতাদা থেকে মুহাম্মাদ ইব্ন আজলানও এটির রিওয়ায়াত করেছেন।

এই বিষয়ে আবূ বারযা আসলামী, জাবির ও বিলাল (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও তাবিঈগণের অনেকেই চতুর্দিক ফর্সা হয়ে এলে ফজরের সালাত আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন। (ইমাম আবূ হানীফা) সুফইয়ান ছাওরীরও অভিমত এ-ই।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ ইসফার অর্থ হল সন্দেহাতীতভাবে ফজরের উন্মেষ ঘটা। সালাত বিলম্বে আদায় করা এর মর্ম নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّعْجِيْلِ بِالظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শীঘ্র যুহরের সালাত আদায় করা

١٥٥. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "مَارَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ مِنْ أَبِىْ بَكْرٍ وَلاَ مِنْ عُمَرَ" .

১৫৫. হান্নাদ ইব্নুস সারী (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আবূ বকর ও উমর (রা.) অপেক্ষা শীঘ্র[1] যুহরের সালাত আদায় করতে আর কাউকে আমি দেখিনি।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَخَبَّابٍ وَ اَبِىْ بَرْزَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَاَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .

قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِىْ :قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ :وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِىْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِّنْ اَجْلِ حَدِيْثِهِ الَّذِىْ رَوَى عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ "مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَايُغْنِيْهِ" .

قَالَ يَحْيٰى وَرَوٰى لَهُ سُفْيَانُ وَزَائِدَةُ وَلَمْ يَرِيَحْيٰى بِحَدِيْثِهِ بَأْسًا .

قَالَ مُحَمَّدٌ : وَقَدْ رُوِىَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ تَعْجِيْلِ الظُّهْرِ .

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ, খাব্বাব, আবূ বারযা, ইব্ন মাসঊদ, যায়দ ইব্ন ছাবিত ও জাবির ইব্ন সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

সাহাবী ও পরবর্তীযুগের আলিমগণ এই হাদীছের মর্মানুসারে মত গ্রহণ করেছেন।

আলী ইব্ন মাদিনী বলেন, ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ বলেছেনঃ "প্রয়োজনীয় জিনিস থাক

১. আউয়াল ওয়াক্তে।

সত্ত্বেও যে ভিক্ষা করে................১ সম্পর্কিত ইব্ন মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির প্রেক্ষিতে হাকীম ইব্ন জুবায়র সম্পর্কে শু' বা সমালোচনা করেছেন।

ইয়াহইয়া (র.) বলেনঃ সুফইয়ান ও যায়দাও হাকীম ইব্ন জুবায়র থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া তাঁর থেকে রিওয়ায়াত করায় কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করেন না।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেনঃ হাকীম ইব্ন জুবায়র-সাঈদ ইব্ন জুবায়র-আইশা (রা.) সূত্রে যুহরের সালাত শীঘ্র আদায় করা সম্পর্কে হাদীছ বর্ণিত আছে।

١٥٦. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : "اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ" .

১৫৬. হাসান ইব্ন আলী আল-হুলওয়ানী (র.).....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সূর্য হেলে পড়ার পর রাসূল ﷺ যুহরের সালাত আদায় করেছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ - هُوَ اَحْسَنُ حَدِيْثٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি সহীহ। এই বিষয়ে এই হাদীছটিই সর্বাধিক উত্তম।

এই বিষয়ে জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গরমের দিনে বিলম্ব করে যুহর আদায় করা

١٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَــةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" .

১৫৭. কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ. বলেনঃ প্রচণ্ড গরম পড়লে (কিছুটা) শীতল সময়ে সালাত আদায় করবে। কারণ, জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে হয় গরমের তীব্রতা।

১. ইমাম তিরমিযী (র.) 'যাকাত কার জন্য হালাল' শীর্ষক অনুচ্ছেদে হাদীছটি বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

قَالَ :وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ ذَرٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَالْمُغِيْرَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ وَأَبِىْ مُوْسٰى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَانَسٍ .

قَالَ : وَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ هٰذَا وَلاَ يَصِحُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيْرَصَلاَةِ الظُّهْرِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .

وَقَالَ الشَّافِعِىُّ :اِنَّمَا الْاِبْرَادُ بِصَلاَةِ الظُّهْرِ اِذَا كَانَ مَسْجِدًا يَنْتَابُ اَهْلُهُ مِنَ الْبُعْدِ فَاَمَّا الْمُصَلِّىْ وَحْدَهُ وَالَّذِىْ يُصَلِّىْ فِىْ مَسْجِدِ قَوْمِهِ فَالَّذِىْ اُحِبُّ لَهُ اَنْ لاَّ يُؤَخِّرَ الصَّلاَةَ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَمَعْنٰى مَنْ ذَهَبَ اِلٰى تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ هُوَ اَوْلٰى وَاَشْبَهُ بِالْاِتِّبَاعِ .

وَاَمَّا مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ اَنَّ الرُّخْصَةَ لِمَنْ يَنْتَابُ مِنَ الْبُعْدِ وَالْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ :فَاِنَّ فِىْ حَدِيْثِ اَبِىْ ذَرٍّ مَا يَدُلُّ عَلٰى خِلاَفِ مَا قَالَ الشَّافِعِىُّ .

قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : "كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَاَذَّنَ بِلاَلٌ بِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا بِلاَلُ اَبْرِدْ ثُمَّ اَبْرِدْ " .

فَلَوْ كَانَ الْاَمْرُ عَلٰى مَاذَهَبَ اِلَيْهِ الشَّافِعِىُّ : لَمْ يَكُنْ لِلْاِبْرَادِ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ مَعْنًى لِاِجْتِمَاعِهِمْ فِى السَّفَرِ وَكَانُوْا لاَيَحْتَاجُوْنَ اَنْ يَّنْتَابُوْا مِنَ الْبُعْدِ .

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, আবূ যার, ইব্ন উমর, মুগীরা, কাসিম ইব্ন সাফওয়ান তাঁর পিতার বরাতে, আবূ মূসা, ইব্ন আব্বাস এবং আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

উমর (রা.)-এর সূত্রেও এই বিষয়ে একটি হাদীছ বর্ণিত রয়েছে কিন্তু সেটি সহীহ নয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান- সহীহ।

আলিমদের একদল তীব্র গরমের সময় যুহরের সালাত বিলম্ব করে পড়ার বিধান গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ تَعْجِيْلِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাত জলদী আদায় করা

١٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا
لَتْ : "صَلَّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِىْ حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْئُ
نْ حُجْرَتِهَا " .

১৫৯. কুতায়বা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আসরে সালাত আদায় করেছেন আর তখনও সূর্যের আলো আমার কক্ষের মাঝে ছিল, আলোর ছা কক্ষ থেকে উঠে যায়নি।

لَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَأَبِىْ اَرْوٰى وَجَابِرٍ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ .

لَ : وَيُرْوٰى عَنْ رَافِعٍ اَيْضًا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ تَاْخِيْرِ الْعَصْرِ وَلاَ يَصِحُّ .

لَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَائِشَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَبْدُ
لّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةُ وَاَنَسٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِيْنَ : تَعْجِيْلَ صَلاَةِ
عَصْرِ وَكَرِهُوْا تَاْخِيْرَهَا.

ـهِ يَقُوْلُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

এই বিষয়ে আনাস, আবূ আরওয়া, জাবির, রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা.) থেকেও হাদী বর্ণিত আছে।

আসরের সালাত পিছিয়ে পড়া সম্পর্কে একটি হাদীছ রাফি' (রা.)-এর বরাতেও রা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে; কিন্তু এটি সহীহ নয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আইশা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

হযরত উমর, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ, আইশা, আনাস (রা.)-এর মত ফকীহ সাহাবী এবং একাধিক তাবিঈও আসরের সালাত জলদী আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন। তাঁ আসরের সালাত পিছিয়ে আদায় করা মাকরূহ বলে অভিমত দিয়েছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারাক, (ইমাম আবূ হানীফা), শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র.)-এ অভিমত এ-ই।

١٦. حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمٰنِ : "أَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِيْ دَارِهٖ بِالْبَصْرَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ : قُوْمُوْا فَصَلُّوا الْعَصْرَ ، قَالَ : فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِ ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ ، حَتّٰى اِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَيَذْكُرُ اللّٰهَ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً " .

১৬০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......আলা' ইব্‌ন আবদির রাহমান (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি একদিন যুহরের সালাত আদায় করার পর হযরত আনাস (রা.)-এর বসরাস্থ বাড়িতে গেলেন। হযরত আনাস (রা.)-এর বাড়ি ছিল মসজিদের পাশেই। তিনি আমাদের বললেনঃ উঠ, আসরের সালাত আদায় করে নাও। আলা' ইব্‌ন আবদির রাহমান বলেন, আমরা উঠে সালাত আদায় করে নিলাম। সালাত শেষে হযরত আনাস (রা.) বললেন, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, এতো মুনাফিকের নামায, যে সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে; শেষে শয়তানের দুই শিংয়ের[১] মাঝে যখন তা পৌঁছে যায় আর অস্তগমনের নিকটবর্তী হয়ে যায় তখন সে উঠে দাঁড়ায় আর চারটি ঠোকর দিয়ে দেয়। এতে সে আল্লাহ্‌র স্মরণ খুব কমই করে থাকে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্‌।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَأْخِيْرِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসরের সালাত পিছিয়ে আদায় করা

١٦١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنِ ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا قَالَتْ "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشَدَّ تَعْجِيْلاً لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَاَنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيْلاً لِلْعَصْرِ مِنْهُ " .

১৬১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......উম্মু সালমা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ যুহরের ক্ষেত্রে তোমাদের তুলনায় বেশি জলদী করতেন আর তোমরা আসরের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে বেশি জলদী করছ।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

১. এটি একটি আরবী প্রবচন। এর অর্থ হল সূর্য অস্তগমনের নিকটবর্তী হওয়া।

ابْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ نَحْوَهُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইসমাঈল ইব্ন উলায়্যা-ইব্ন জুরায়জ-আবী মুলায়কা-উম্মু সালমা (রা.) সনদেও হাদীছটি অনুরূপভাবে বর্ণিত আছে।

. وَوَجَدْتُ فِىْ كِتَابِىْ : اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُجْرٍ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ

ِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

১৬২. আমার পাণ্ডুলিপিতে সনদটি আলী ইব্ন হুজর-ইসমাঈল ইব্ন ইবরাহীম-জুরায়জ-রূপে লেখা আছে।

. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْبَصَرِىُّ قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ

ْجٍ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَهٰذَا اَصَحُّ .

১৬৩. বিশর ইব্ন মু'আয আল-বাসরী (র.)......ইসমাঈল ইব্ন উলায়্যা-ইব্ন জুর (র.)-এর বরাতেও উক্ত হাদীছটি বর্ণিত আছে। আর তা অধিক সহীহ্।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত

. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ

ـَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ

ـمْسُ وَتَوَارَتْ بِالْحِجَابِ" .

১৬৪. কুতায়বা (র.)......সালামা ইব্নুল আক্ওয়া' (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ডুবে যেত এবং তা আঁধারের পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে পড়ত তখন রাসূল ﷺ মাগরি সালাত আদায় করতেন।

: وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَالصُّنَابِحِىِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَاَنَسٍ وَرَافِعِ بْنِ

ِيْجٍ وَأَبِىْ اَيُّوْبَ وَاُمِّ حَبِيْبَةَ وَعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

.ِيْثُ الْعَبَّاسِ قَدْ رُوِىَ مَوْقُوْفًا عَنْهُ وَهُوَ اَصَحُّ .

صُّنَابِحِىُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ صَاحِبُ أَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ اخْتَارُوْا تَعْجِيْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ وَكَرِهُوْا تَأْخِيْرَهَا حَتّٰى قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَيْسَ لِصَلاَةِ الْمَغْرِبِ الاَّ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَذَهَبُوْا الِىٰ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ حَيْثُ صَلّٰى بِهِ جِبْرِيْلُ .

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .

এই বিষয়ে হযরত জাবির, সুনাবিহী, যায়দ ইব্ন খালিদ, আনাস, রাফি' ইব্ন খাদীজ, আবূ আয়্যুব, উম্মু হাবীবা, আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব, ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আব্বাস (রা.)-এর হাদীছটি মওকূফ রূপেও বর্ণিত আছে। আর তা-ই অধিক সহীহ। সুনাবিহী হলেন হযরত আবূ বকর (রা.)-এর শাগরিদ। তিনি রাসূল ﷺ থেকে কোন কিছু শোনেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সালমা ইব্নুল আক্ওয়া '(রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী এবং তৎপরবর্তী তাবিঈ আলিম ও ফকীহগণের অধিকাংশের মত এ-ই। তাঁরা মাগরিবের সালাত জলদী আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন এবং তা পিছিয়ে পড়া মাকরূহ বলে অভিমত দিয়েছেন।

এমনকি কোন কোন আলিম বলেছেনঃ মাগরিবের ওয়াক্ত হল কেবল একটিই [১]। তাঁরা রাসূল ﷺ -কে নিয়ে হযরত জিব্রীল (আ.)-এর সালাত সম্পর্কিত হাদীছ (১৪৯ নং হাদীছ দ্রষ্টব্য) অনুসারে মত পোষণ করেন।[২] ইমাম শাফিঈ, ইব্ন মুবারাকের অভিমত এ-ই।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَقْتِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইশার ওয়াক্ত।

١٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ

১. উভয় দিনে হযরত জিব্রীল (আ.) একই ওয়াক্তে মাগরিব আদায় করেছিলেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেনঃ অন্যান্য ওয়াক্তের মত মাগরিবেরও শুরু এবং শেষ রয়েছে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে তা শুরু হয় এবং শাফাক বা আলোর রেশ মিলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়।

২. অর্থাৎ কেবলমাত্র শুরুর ওয়াক্ত। অন্যান্য সালাতে যেমন প্রথম ওয়াক্ত এবং শেষ ওয়াক্ত রয়েছে মাগরিবে তেমন নেই।

قَالَ : "اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلاَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ"

১৬৫. মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদিল মালিক ইব্‌ন আবীশ্-শাওয়ারিব (র.)......নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমি এই সালাত ('ইশা)-এর ওয়াক্ত সম্পর্কে বেশি জানি। চান্দ্র মাসের তৃতীয় রাতে চাঁদ অস্ত যাওয়ার সময় রাসূল ﷺ এই ওয়াক্তের সালাত আদায় করতেন।

١٦٦. حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ أَبِيْ عَوَانَةَ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ نَحْوَهُ .

১৬৬. আবূ বকর মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবান (রা.)......আবূ আওয়ানা (র.) থেকে উক্ত সনদে হাদীছটি অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ - وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ هُشَيْمٌ "عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ" .
وَحَدِيْثُ أَبِيْ عَوَانَةَ اَصَحُّ عِنْدَنَا لاَنَّ يَزِيْدَ بْنَ هٰرُوْنَ رَوٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ نَحْوَ رِوَايَةِ أَبِيْ عَوَانَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ বিশরের সনদে হুশায়মও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন; তবে তিনি সনদে আবূ বিশরের পর বশীর ইব্‌ন ছাবিতের কথা উল্লেখ করেননি, যেমন আবূ আওয়ানা তাঁর সনদে করেছেন। আবূ আওয়ানার সনদই আমাদের নিকট অধিকতর সহীহ। কেননা ইয়াযীদ ইব্‌ন হারূনও শু'বা-আবূ বিশ্‌র সনদে আবূ আওয়ানার রিওয়ায়াতের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَأْخِيْرِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ

অনুচ্ছেদঃ 'ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা

١٦٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ" .

১৬৭. হান্নাদ (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেনঃ আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর না হত তবে আমি রাত্রির তৃতীয়াংশ বা মধ্যরাত্রিতে 'ইশার সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিতাম।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَأَبِىْ بَرْزَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِىْ سَعِيْدِالْخُدْرِىِّ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ اَكْثَرُأَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ: رَأَوْا تَأْخِيْرَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

এই বিষয়ে জাবির ইব্‌ন সামুরা, জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্, আবূ বারযা, ইব্‌ন আব্বাস, আবূ সাঈদ আল-খুদরী, যায়দ ইব্‌ন খালিদ, ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। সাহাবী ও তাবিঈগণের অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ্ এই মতটি গ্রহণ করেছেন। 'ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করা জায়েয বলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাকের অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا

অনুচ্ছেদ ঃ 'ইশার পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং 'ইশার পর গল্প-সল্প করা মাকরূহ

١٦٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا عَوْفٌ قَالَ أَحْمَدُ : وَحَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ الْمُهَلَّبِىُّ وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ : جَمِيْعًا عَنْ عَوْفٍ عَنْ سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ هُوَ أَبُوالْمِنْهَالِ الرِّيَاحِىُّ عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ : "كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا " .

১৬৮. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.).....আবূ বারযা (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ 'ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং এর পরে কথা বলা অপছন্দ করতেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَانَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِىْ بَرْزَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ كَرِهَ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ النَّوْمَ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَرَخَّصَ فِيْ ذٰلِكَ بَعْضُهُمْ .

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارِكِ : اَكْثَرُ الْاَحَادِيْثِ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ .

وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِى النَّوْمِ قَبْلَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ فِيْ رَمَضَانَ .

وَسَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ : هُوَ أَبُو الْمِنْهَالِ الرِّيَاحِيُّ .

এই বিষয়ে আইশা, আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ এবং আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ বারযা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমদের কেউ কেউ 'ইশার পূর্বে ঘুমানো এবং 'ইশার পর কথা বলা মাকরূহ বলে অভিমত দিয়েছেন; আর কেউ কেউ এই বিষয়ে অনুমতি আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুবারাক বলেনঃ অধিকাংশ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এই কাজ মাকরূহ। আলিমদের অনেকেই রমযান মাসে 'ইশার পূর্বে শয়নের অনুমতি আছে বলে মত দিয়েছেন।

রাবী সায়্যার ইব্ন সালমা হলেন আবুল-মিনহাল রিয়াহী।

بَابُ مَاجَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِى السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

অনুচ্ছেদঃ 'ইশার পর কথাবার্তা বলার অনুমতি প্রসঙ্গে

١٦٩. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :"كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْمُرُ مَعَ أَبِىْ بَكْرٍ فِىْ الْاَمْرِ مِنْ اَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَنَا مَعَهُمَا " .

১৬৯. আহমদ ইব্ন মানী' (র.).......উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ মুসলিমদের কোন সমস্যা নিয়ে রাসূল ﷺ আবূ বকর (রা.)-এর সাথে 'ইশার পরও আলোচনা করতেন। আমিও তাঁদের সংগে থাকতাম।

وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَوْسِ بْنِ حُذَيْفَةَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ

مَنْ جُعْفِيٍّ يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ اَوْ ابْنُ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ فِيْ قِصَّةٍ طَوِيْلَةٍ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِيْ السَّمَرِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ : فَكَرِهَ قَوْمٌ مِّنْهُمُ السَّمَرَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ اِذَا كَانَ فِيْ مَعْنَى الْعِلْمِ وَمَا لاَبُدَّ مِنْهُ مِنَ الْحَوَائِجِ وَاَكْثَرُ الْحَدِيْثِ عَلَى الرُّخْصَةِ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ "لاَسَمَرَ اِلاَّ لِمُصَلٍّ اَوْ مُسَافِرٍ" .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, আওস ইব্‌ন হুযায়ফা, ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

হাসান ইব্‌ন উবায়দিল্লাহ্ (র.)ও উমর (রা.) থেকে একটি ঘটনা প্রসঙ্গে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণের মধ্যে 'ইশার পর আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাঁদের এক দল 'ইশার পর আলাপ-আলোচনা করা মাকরূহ বলেছেন। অপর একদল বলেনঃ যদি জ্ঞানার্জন বা প্রয়োজনীয় কোন বিষয় হয় তবে 'ইশার পরও আলাপ-আলোচনার অনুমতি রয়েছে। অধিকাংশ হাদীছই বিষয়টি জায়েয হওয়ার প্রমাণ ব্যক্ত করে।

নবী ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ মুসল্লী ও মুসাফির ছাড়া অন্য কারো জন্য 'ইশার পর আলাপ-আলোচনা ঠিক নয়।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الْوَقْتِ الْاَوَّلِ مِنَ الْفَضْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম ওয়াক্তের ফযীলত

١٧٠. حَدَّثَنَا أَبُوْعَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ اُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ ؟ قَالَ الصَّلاَةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا " .

১৭০. আবূ আম্মার হুসায়ন ইব্‌ন হুরায়ছ (র.)......উম্মু ফারওয়া (রা.) (যে সমস্ত মহিলা রাসূল ﷺ এর নিকট বায়আত হয়েছিলেন উম্মু ফারওয়া ছিলেন তাঁদের অন্যতম) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেনঃ নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সবচে' মর্যাদাবান আমল কোনটি? তিনি বলেছিলেনঃ আওয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।

١٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ : "يَا عَلِيُّ ثَلَاثٌ لَاتُؤَخِّرْهَا : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفُوًا" .

১৭১. কুতায়বা (র.).......আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁকে বলেছিলেনঃ হে আলী, তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করবে না-ওয়াক্ত হয়ে গেলে সালাত আদায়ে, জানাযা হাযির হলে সালাতুল জানাযায়, বিবাহযোগ্য মেয়ের কুফূ অনুযায়ী পাত্র পাওয়া গেলে বিবাহ প্রদানে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব, হাসানও সহীহ।

١٧٢. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "الْوَقْتُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضْوَانُ اللّٰهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرُ عَفْوُ اللّٰهِ" .

১৭২. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.).......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ সালাতের শুরুর ওয়াক্ত হল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির, আর শেষ ওয়াক্ত হল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমার।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

وَقَدْ رَوٰى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أُمِّ فَرْوَةَ لَايُرْوٰى إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ - وَاضْطَرَبُوْا عَنْهُ فِيْ هٰذَا

الْحَدِيْثِ وَهُوَ صَدُوْقٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.)ও নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

এই বিষয়ে আলী, ইব্‌ন উমর, আইশা, ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উম্মু ফারওয়া (রা.)-এর হাদীছটি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর আল-উমরী-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে বর্ণিত নাই। হাদীছ বিশেষজ্ঞদের নিকট তিনি হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে শক্তিশালী নন। তিনি সত্যবাদী তবে তাঁর হাদীছে ইযতিরাব বিদ্যমান। ইমাম ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ তাঁর স্মরণশক্তির সমালোচনা করেছেন।

١٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ عَنْ أَبِيْ يَعْفُوْرٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ "اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِابْنِ مَسْعُوْدٍ . اَىُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ :سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ :الصَّلاَةُ عَلٰى مَوَاقِيْتِهَا قُلْتُ : وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ : وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ وَمَاذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" .

১৭৩. কুতায়বা (র.).........আবূ আমর আশ্-শায়বানী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক ব্যক্তি ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলঃ সবচে' ফযীলতের আমল কোনটি? তিনি বললেন, এই সম্পর্কে আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেনঃ ওয়াক্ত অনুসারে সালাত আদায় করা। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল, এরপর কোনটি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَى الْمَسْعُوْدِيُّ وَشُعْبَةُ وَسُلَيْمَانُ هُوَ أَبُوْ اِسْحٰقَ الشَّيْبَانِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْعَيْزَارِ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আল মাসঊদী, শু'বা, সুলায়মান (ইনি হলেন আবূ ইসহাক আশ্-শায়বানী) এবং আরও অনেকে ওয়ালীদ ইবনুল আয়যারের সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :"مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةً لِوَقْتِهَا

الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ " .

১৭৪. কুতায়বা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত কোন সালাত দুইদিন শেষ ওয়াক্তে আদায় করেননি।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلَاةِ اَفْضَلُ - وَمِمَّا يَدُلُّ عَلٰى فَضْلِ اَوَّلِ الْوَقْتِ عَلٰى اٰخِرِهِ : اِخْتِيَارُ النَّبِيِّ ﷺ وَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ ، فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَخْتَارُوْنَ اِلاَّ مَا هُوَ أَفْضَلُ وَلَمْ يَكُوْنُوْا يَدَعُوْنَ الْفَضْلَ وَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ فِيْ اَوَّلِ الْوَقْتِ .

قَالَ : حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ أَبُو الْوَلِيْدِ الْمَكِّيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও গরীব। এর সনদ মুত্তাসিল বা পরস্পরাযুক্ত নয়।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেনঃ সালাতের প্রথম ওয়াক্ত হল সবচে' ফযীলতের। শেষ ওয়াক্তের উপর প্রথম ওয়াক্তের ফযীলতের প্রমাণ হল—রাসূল ﷺ আবূ বকর ও উমর (রা.) সালাত আদায়ের জন্য এই সময়টিকে পছন্দ করতেন। অধিক ফযীলত যাতে আছে তা-ই তো তাঁরা গ্রহণ করতেন। তাঁরা তো আর ফযীলতের কাজ পরিত্যাগ করতে পারেন না। আর তাঁদের রীতি ছিল প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবুল ওয়ালীদ আল-মাক্কী আমার নিকট ইমাম শাফিঈ-র উপরোক্ত বক্তব্যটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السَّهْوِ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদঃ আসরের ওয়াক্ত ভুলে গেলে

١٧٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "الَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ " .

১৭৫. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ আসরের সালাত যার কাযা হয়ে গেল তার পরিবার-পরিজন এবং ধন-দৌলত সব যেন ধ্বংস হয়ে গেল।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَنَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ اَيْضًا عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

এই বিষয়ে বুরায়দা ও নওফাল ইব্‌ন মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। ইমাম যুহরীও ইব্‌ন উমর (রা.) সূত্রে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ تَعْجِيْلِ الصَّلاَةِ اِذَا اَخَّرَهَا الْاِمَامُ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি সালাত আদায়ে বিলম্ব করেন তবে অন্যদের জন্য তা শীঘ্র আদায় করা প্রসঙ্গে

١٧٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ ﷺ "يَا اَبَا ذَرٍّ اُمَرَاءُ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِيْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ فَصَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا ، فَاِنْ صُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً وَاِلاَّ كُنْتَ قَدْ اَحْرَزْتَ صَلاَتَكَ " .

১৭৬. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল বসরী (র.)......আবূ যার্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাকে বলেছিলেন, হে আবূ যার্ ! আমার পরে এমন কিছু আমীর হবে যারা সালাতকে মুর্দা বানিয়ে ফেলবে। (অর্থাৎ আফযাল ওয়াক্তে তা আদায় করবে না।) এমতাবস্থায় তুমি যথা সময়ে সালাত আদায় করে নিবে। আর ঐ আমীরের সাথে যে সালাত পড়বে তা তোমার জন্য নফল বলে গণ্য হবে। আর তা যদি না হয় তবে তোমার সালাতের তুমি হিফাযত করলে।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ ذَرٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يُّصَلِّيَ الرَّجُلُ الصَّلاَةَ لِمِيْقَاتِهَا اِذَا أَخَّرَهَا الْاِمَامُ ثُمَّ يُصَلِّيْ مَعَ الْاِمَامِ وَالصَّلاَةُ الْاُوْلٰى هِيَ الْمَكْتُوْبَةُ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ .

وَأَبُوْ عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ اِسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيْبٍ " .

এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ এবং উবাদা ইবনুস সামিত (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ যার্ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

একাধিক আলিমের অভিমত এ-ই। তাঁরা বলেনঃ আফযাল ওয়াক্তে সালাত আদায় করতে ইমাম যদি বিলম্ব করেন তবে যথা সময়ে তা নিজে আদায় করে নেওয়া মুস্তাহাব। অধিকাংশ আলিমের মতে প্রথম সালাতটিই ফরয হিসাবে গণ্য হবে।

রাবী আবূ ইমরান আল-জাওনীর নাম হল আবদুল মালিক ইব্ন হাবীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّوْمِ عَنِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদঃ সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়লে

١٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ "ذَكَرُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ نَوْمَهُمْ عَنِ الصَّلاَةِ - فَقَالَ: اِنَّهُ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاِذَا نَسِىَ أَحَدُكُمْ صَلاَةً اَوْنَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا " .

১৭৭. কুতায়বা (র.).....আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, লোকেরা রাসূল ﷺ. এর নিকট সালাত ভুলে ঘুমিয়ে পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ নিদ্রার বেলায় কোন গোনাহ নেই, গোনাহ হল জাগ্রত থাকার বেলায়। তোমাদের কেউ যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে পড়ে তবে যে সময়ই মনে পড়বে তা আদায় করে নিবে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِىْ مَرْيَمَ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَأَبِىْ جُحَيْفَةَ وَأَبِىْ سَعِيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ وَذِىْ مِخْبَرٍ وَيُقَالُ ذِىْ مِخْمَرٍ وَهُوَ ابْنُ اَخِى النَّجَاشِىِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِىْ قَتَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِى الرَّجُلِ يَنَامُ عَنِ الصَّلاَةِ اَوْ يَنْسَاهَا فَيَسْتَيْقِظُ اَوْ يَذْكُرُ وَهُوَ فِىْ غَيْرِ وَقْتِ صَلاَةٍ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ اَوْ عِنْدَ غُرُوْبِهَا .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ يُصَلِّيْهَا اِذَا اسْتَيْقَظَ اَوْ ذَكَرَ وَاِنْ كَانَ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ اَوْ عِنْدَ غُرُوْبِهَا - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ وَالشَّافِعِىِّ وَمَالِكٍ .

وَيُرْوٰى عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ : اَنَّهُ نَامَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، فَاسْتَيْقَظَ عِنْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ ، فَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ .

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ اِلٰى هٰذَا .

وَاَمَّا اَصْحَابُنَا فَذَهَبُوْا اِلٰى قَوْلِ عَلِىِّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ .

এই বিষয়ে সামুরা ও আবূ কাতাদা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে সালাতের ওয়াক্ত হোক বা না হোক যে সময়ই তার মনে পড়বে সে সময়ই সে তা আদায় করে নিবে। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইব্ন হাম্বাল এবং ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

আবূ বাক্রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন আসরের সালাতের আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। শেষে ঠিক সূর্য ডোবার সময় তিনি জাগরিত হলেন; কিন্তু পূর্ণভাবে সূর্য না ডোবা পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন না।

কূফাবাসী আলিমগণ এই মতটি গ্রহণ করেছেন। আর আমরা আলী (রা.)-এর মতটি গ্রহণ করেছি।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ تَفُوْتُهُ الصَّلَوَاتُ بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَاُ

অনুচ্ছেদ ঃ কারো যদি একাধিক সালাত কাযা হয়ে যায় তবে কোন্ সালাত থেকে তা আরম্ভ করবে ?

١٧٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ :قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ "اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ، ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ " .

১৭৯. হান্নাদ (র.).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুশরিকরা খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূল ﷺ-কে চার ওয়াক্ত সালাত আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এমনকি রাতেরও কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে পারলেন না। পরে তিনি বিলাল (রা.)-কে আযান দিতে বললেন। বিলাল (রা.) আযান দিয়ে ইকামত দিলেন।

রাসূল ﷺ যুহরের সালাত আদায় করলেন, পরে আবার তিনি ইকামত দিলেন রাসূল ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন, পরে তিনি আবার ইকামত দিলেন রাসূল ﷺ মাগরিবের সালাত আদায় করলেন এরপর তিনি পুনরায় ইকামত দিলেন রাসূল ﷺ ইশার সালাত আদায় করলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ لَيْسَ بِاِسْنَادِهٖ بَأْسٌ اِلاَّ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ .

وَهُوَ الَّذِى اخْتَارَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِى الْفَوَائِتِ :اَنْ يُّقِيْمَ الرَّجُلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ اِذَا قَضَاهَا - وَاِنْ لَّمْ يُقِمْ اَجْزَاَهُ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ .

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ এবং জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন; আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদে অসুবিধা নাই। তবে রাবী আবূ উবায়দা সরাসরি ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে কিছু শুনেননি।

কাযা সালাতের বিষয়ে আলিমগণ এই মতটিই গ্রহণ করেছেন যে, কাযার সময় প্রত্যেক সালাতের জন্য ইকামত দেওয়া যায়। ইকামত না দিলেও তা হয়ে যাবে। ইমাম শাফিঈ (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

١٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِىْ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا أَبُوْسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ "اَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَقُرَيْشٍ قَالَ :يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكِدْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ :فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ اِنْ صَلَّيْتُهَا - قَالَ : فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَوَضَّأْنَا، فَصَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ " .

১৮০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার বুন্দার (র.).......জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, খন্দক যুদ্ধের দিন উমর (রা.) এসে কাফির কুরায়শদের তিরষ্কার করতে লাগলেন এবং রাসূল ﷺ-কে বললেনঃ হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার আসরের সালাত প্রায় ফওত হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি সূর্যও ডুবে যাচ্ছিল।

রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহর কসম ! আমিও তা আদায় করতে পারিনি।

জাবির (রা.) বলেনঃ এরপর আমরা "বুতহান"-এ অবতরণ করলাম। রাসূল ﷺ ও উযূ করলেন। আমরাও উযূ করলাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাসূল ﷺ আসরের সালাত আদায় করলেন এবং পরে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى اَنَّهَا الْعَصْرُ وَقَدْ قِيْلَ : اِنَّهَا الظُّهْرُ

অনুচ্ছেদ ঃ "সালাতুল উস্‌তা" হল আসরের সালাত; কেউ কেউ বলেন, এ হল যুহরের সালাত

١٨١. حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَأَبُو النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "صَلاَةُ الْوُسْطٰى صَلاَةُ الْعَصْرِ" .

১৮১. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ "সালাতুল উস্‌তা" হল আসরের সালাত।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

١٨٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "قَالَ : صَلاَةُ الْوُسْطٰى صَلاَةُ الْعَصْرِ" .

১৮২. হান্নাদ (র.)......সামুরা ইব্‌ন জুনদাব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ সালাতুল উসতা হল সালাতুল আসর।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : قَالَ مُحَمَّدٌ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ : حَدِيْثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ سَمُرَةَ فِيْ صَلاَةِ الْوُسْطٰى حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ .

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعَائِشَةُ : صَلاَةُ الوُسطى صَلاَةُ الظُّهْرِ .

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ صَلاَةُ الْوُسْطى صَلاَةُ الصُّبْحِ .

حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّى حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ : سَلِ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيْثَ الْعَقِيْقَةِ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسى : وَاَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ قُرَيْشِ بْنِ اَنَسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ عَلِيٌّ وَسِمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيْحٌ-وَاحْتَجَّ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

এই বিষয়ে আলী, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, আইশা, হাফসা, আবূ হুরায়রা, আবূ হাশিম ইব্‌ন উত্‌বা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেছেন যে, আলী ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ বলেন, হাসানের সূত্রে বর্ণিত সামুরা ইব্‌ন জুনদাব (রা.)-এর হাদীছটি সহীহ। হাসান (র.) সামুরা ইব্‌ন জুনদাব (রা.) থেকে হাদীছ শুনেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সালাতুল-উস্‌তা সম্পর্কিত সামুরা (রা.)-এর হাদীছটি হাসান।

অধিকাংশ সাহাবী ও আলিমের অভিমত এই যে, সালাতুল উস্‌তা হল সালাতুল আসর।

হযরত যায়দ ইব্‌ন ছাবিত ও আইশা (রা.) বলেনঃ সালাতু'ল উস্‌তা হল যুহরের সালাত।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও ইব্‌ন উমর (রা.) বলেনঃ সালাতুল উসতা হল ফজরের সালাত।

আবূ মূসা (র.).......হাবীব ইব্‌নুশ শাহীদ (র.) থেকে বর্ণনা করেনঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরীন আমাকে বললেন, হাসানকে জিজ্ঞাসা কর যে, তিনি আকীকা সংক্রান্ত হাদীছটি কার নিকট থেকে শুনেছেন? তদনুসারে জিজ্ঞাসা করা হলে হাসান (র.) বললেনঃ আমি এটি সামুরা ইব্‌ন জুনদাব (রা.)-এর নিকট থেকে শুনেছি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল-ইব্‌নুল মাদীনী কুরায়শ ইব্‌ন আনাস (র.) সূত্রে আমি এই হাদীছটি শুনেছি।

মুহাম্মাদ আল-বুখারী (র.) বলেছেন, আলী বলেন, সামুরা (রা.) থেকে হাসানের হাদীছ শোনার বিষয়টি সঠিক। তিনি এই হাদীছটিকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসর ও ফজরের পর সালাত আদায় করা মাকরূহ

١٨٣. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مَنْصُوْرٌ وَهُوَ ابْنُ زَاذَانَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ :اَخْبَرَنَا أَبُوالْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ مِنْ اَحَبِّهِمْ اِلَيَّ : "اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" .

১৮৩. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একাধিক সাহাবী যাঁদের মধ্যে উমর (রা.) অন্যতম, আর তিনি ছিলেন আমার নিকট তাঁদের সবার চাইতে প্রিয়–এর নিকট থেকে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত সালাত করতে রাসূল ﷺ নিষেধ করেছেন।

قَالَ :وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَمُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَالصُّنَابِحِيِّ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَأَبِيْ أُمَامَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَمُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى :حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ اَنَّهُمْ كَرِهُوْا الصَّلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، وَاَمَّا الصَّلَوَاتُ الْفَوَائِتُ فَلاَ بَأْسَ اَنْ تُقْضَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ .

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِيْنِيْ :قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ شُعْبَةُ :لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ اَبِى الْعَالِيَةِ اِلاَّ ثَلاَثَةَ اَشْيَاءَ حَدِيْثَ عُمَرَ : "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنِ

الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " وَحَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لَايَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ اَنْ يَقُوْلَ اَنَا خَيْرٌ مِنْ يُوْنُسَ بْنِ مَتَّى " وَحَدِيْثُ عَلِيٍّ : "اَلْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ " .

এই বিষয়ে আলী, ইব্‌ন মাসউদ, উকবা ইব্‌ন আমির, আবূ হুরায়রা, ইব্‌ন উমর, সামুরা ইব্‌ন জুনদাব, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর, মু'আয ইব্‌ন আফ্‌রা, সুনাবিহী–ইনি সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে হাদীছ শুনেননি, সালমা ইব্‌নুল আক্‌ওয়া, যায়দ ইব্‌ন ছাবিত, আইশা, কা'ব ইব্‌ন মুর্‌রা, আবূ উমামা, আম্‌র ইব্‌ন আবাসা, ইয়া'লা ইব্‌ন উমায়্যা এবং মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, উমর (রা.)-এর সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

রাসূল ﷺ -এর সাহাবী ও পরবর্তী ফকীহগণের অধিকাংশের অভিমত এ-ই। তাঁরা ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত, আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত (নফল) সালাত করা মাকরূহ বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তবে আসর ও ফজরের পর কাযা সালাত পড়ায় কোন দোষ নাই।

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদের সূত্রে আলী ইব্‌নুল মাদীনী (র.) বর্ণনা করেন যে, শু'বা বলেছেনঃ আবুল আলিয়া থেকে কাতাদা তিনটি হাদীছই শুনেছেন। এক, উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূল ﷺ আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত, ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। দুই. ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছ যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ আমাকে ইউনুস (আ.) ইব্‌ন মাত্তা থেকে উত্তম বলা সমীচীন নয়। তিন, বিচারকগণ তিন ধরনের–এই সম্পর্কিত আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ আসরের পর সালাত

١٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "اِنَّمَا صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ لِاَنَّهُ اَتَاهُ مَال فَشَغَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ، فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ لَهُمَا " .

১৮৪. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল ﷺ আসরের পর একদিন দুই রাকাআত সালাত আদায় করেছিলেন। কারণ, তাঁর নিকট (বায়তুল মালের)

কিছু সম্পদ এসেছিল, সেগুলির বিলি-ব্যবস্থার ব্যস্ততার দরুন তিনি সেই দিনের যুহরের পরবর্তী দুই রাকাআত আদায় করতে পারেননি। ফলে আসরের পর তিনি তা আদায় করেছিলেন। পরে আর তিনি এর পুনরাবৃত্তি করেননি।

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَمَيْمُونَةَ وَأَبِي مُوسَى .

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ" .

وَهٰذَا خِلاَفُ مَا رُوِيَ عَنْهُ : "أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" .

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ اَصَحُّ حَيْثُ قَالَ "لَمْ يَعُدْ لَهُمَا" .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ فِي هٰذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ .

رُوِيَ عَنْهَا "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ اِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ" .

وَرُوِيَ عَنْهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "اَنَّهُ نَهٰى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ" .

وَالَّذِيْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ : عَلٰى كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ اِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ مِنْ ذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلاَةِ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ بَعْدَ الطَّوَافِ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ رُخْصَةٌ فِيْ ذٰلِكَ .

وَقَدْ قَالَ بِهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ . وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمُ الصَّلاَةَ بِمَكَّةَ اَيْضًا بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ .

وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَبَعْضُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ .

এই বিষয়ে আইশা, উম্মু সালমা, মায়মূনা ও আবূ মূসা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

একাধিক রিওয়ায়াতে আছে যে, রাসূল ﷺ আসরের পর দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছেন। এই বক্তব্যটি আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করা সম্পর্কিত রাসূল ﷺ-এর বক্তব্যের বিপরীত।

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক সহীহ। কেননা এতে আছে যে, রাসূল ﷺ একদিনই তা করেছিলেন এবং এর পুনরাবৃত্তি আর করেননি। ইব্ন আব্বাস (রা.)-এর অনুরূপ যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকেও একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

এই বিষয়ে আইশা (রা.) থেকেও একাধিক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। তাঁর বরাতে বর্ণিত আছে যে, আসরের পর রাসূল ﷺ যেদিনই তাঁর নিকট এসেছেন দু' রাকাআত সালাত আদায় করেছেন।

তাঁরই সূত্রে উম্মু সালমা (রা.)-এর বরাতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

অধিকাংশ আলিম এই বিষয়ে একমত যে, আসরের পর সূর্য না ডোবা পর্যন্ত এবং ফজরের পর সূর্য না উঠা পর্যন্ত সময়ে মক্কায় তওয়াফের পর দুই রাকাআত আদায় করার বিষয়টি বাদে সাধারণ ভাবে ঐ দুই সময়ে সালাত আদায় করা মাকরূহ। রাসূল ﷺ থেকে তওয়াফের পর ঐ দুই সময়ে সালাত আদায় করার অনুমতি বর্ণিত রয়েছে।

সাহাবী এবং পরবর্তীযুগের আলিমদের অভিমতও এ-ই। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের একদল আলিম মক্কার ক্ষেত্রেও আসর ও ফজরের পর সালাত আদায় করা মাকরূহ বলে অভিমত দিয়েছেন। ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, [ইমাম আবূ হানীফা (র.)] মালিক ইব্ন আনাস এবং কূফার কোন কোন আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلاَةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ ঃ মাগরিবের পূর্বে সালাত আদায় করা

١٨٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : "بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ" .

১৮৫. হান্নাদ (র.)......আবদুল্লাহ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, প্রত্যেক দুই আযান (আযান ও ইকামত)-এর মাঝে সালাত রয়েছে যদি কেউ তা করতে চায়।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

قَالَ أَبُوْعِيسى : حَدِيثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ فِى الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغرِبِ : فَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ .

وَقَالَ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ : اِنْ صَلَّاهُمَا فَحَسَنٌ - وَهٰذَا عِنْدَهُمَا عَلَى الْاِسْتِحْبَابِ.

এই বিষয়ে আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

মাগরিবের পূর্বে সালাত সম্পর্কে সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ মাগরিবের পূর্বে সালাত জায়েয বলে মনে করেন না। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমতও এ-ই]। পক্ষান্তেরে একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে দুই রাক'আত সালাত আদায় করতেন।

ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ এই দুই রাক'আত আদায় করা ভাল। এই দুই রাকা'আত সালাত তাঁদের নিকট মুস্তাহাব।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الْعَصْرِ قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যদি সূর্য ডোবার আগে আসরের এক রাক'আত পায়

١٨٦.حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَعَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيْدٍ وَعَنِ الْاَعْرَجِ يُحَدِّثُوْنَهُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : "مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ الْعَصْرَ" .

১৮৬. ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَدْ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ :رَوَاهُ جَابِرُبْنُ زَيْدٍ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَقِيْقٍ الْعُقَيْلِىُّ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ غَيرُهٰذَا .

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। এটি জাবির ইব্‌ন যায়দ, সাঈদ ইব্‌ন জুবায়র, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন শাকীক আল-উকায়লীও বর্ণনা করেছেন।

ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-এর বরাতে নবী ﷺ থেকে ভিন্নরূপ বক্তব্যও বর্ণিত হয়েছে।

١٨٨. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ يَحْيٰى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِّنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ" .

১৮৮. আবূ সালমা ইয়াহইয়া ইব্‌ন খালাফ আল-বাসরী (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেনঃ উযর ছাড়া কেউ যদি দুই ওয়াক্তের সালাত একত্র করে তবে সে কবীরা গুনাহর দ্বারগুলির একটি দ্বারে পদার্পণ করল।

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَحَنَشٌ هٰذَا هُوَ : "اَبُوْ عَلِىٍّ الرَّحَبِىُّ" وَهُوَ "حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ" وَهُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ الْحَدِيْثِ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : اَنْ لاَّ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ اِلاَّ فِى السَّفَرِ اَوْ بِعَرَفَةَ .

وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ فِى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ لِلْمَرِيْضِ . وَبِهٖ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فِى الْمَطَرِ. وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِىُّ لِلْمَرِيْضِ اَنْ يَّجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ রাবী হানাশ হলেন আবূ আলী আর-রাহবী। তাঁর পূর্ণ নাম হল হুসায়ন ইব্‌ন কায়স। হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে তিনি যঈফ। আহমদ প্রমুখ মুহাদ্দিছগণ তাকে যঈফ বলেছেন।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেনঃ সফর কিংবা আরাফার ময়দান ছাড়া দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা যাবেনা। তবে আলিমদের কেউ কেউ অসুস্থ ব্যক্তির জন্য একত্রে দুই ওয়াক্তের সালাত আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-ও এই অভিমত পোষণ করেন।[১]

কোন কোন ফকীহ বলেনঃ বৃষ্টির জন্য দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা যায়। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ইমাম শাফিঈ, অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করার অনুমতি দেননি।

আযান

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ بَدْءِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সূচনা প্রসঙ্গে

١٨٩. حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحٰقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحُرَيْثِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : " لَمَّا اَصْبَحْنَا اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرْتُهُ بِالرُّؤْيَا، فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَاِنَّهُ اَنْدَى وَاَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَاقِيلَ لَكَ وَلْيُنَادِ بِذٰلِكَ قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِدَاءَ بِلَالٍ بِالصَّلَاةِ خَرَجَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَجُرُّ اِزَارَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ قَالَ قَالَ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فَذٰلِكَ اَثْبَتُ " .

---

১. কুরআন পাকের আয়াত ও বিভিন্ন হাদীছের প্রেক্ষিতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, হজ্জের সময় আরাফা ও মুযদালিফা ব্যতীত অন্য কোন স্থানে দুই ওয়াক্তের সালাত এক ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয নাই।

১৮৯. সাঈদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-উমাবী (র.)......আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সকাল হলে আমি রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেনঃ এটি নিশ্চয় সত্য স্বপ্ন। তুমি বিলালের সঙ্গে দাঁড়াও। তার আওয়াজ তোমার চেয়ে উচ্চ এবং দীর্ঘ। তোমাকে স্বপ্নে যা বলে দেয়া হয়েছে তাঁকে তা বলে দাও। সে সেই ভাবে ডাক দিবে।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন যায়দ (রা.) বলেনঃ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) যখন সালাতের জন্য বিলালের এই ডাক শুনতে পেলেন তখন তিনি তাঁর ইযার টানতে টানতে রাসূল ﷺ-এর কাছে ছুটে এলেন। বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন সেই সত্তার কসম, বিলাল যে ভাবে ডাক দিয়েছেন আমিও তা স্বপ্নে দেখেছি।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحٰقَ اَتَمَّ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَاَطْوَلَ وَذَكَرَ فِيْهِ قِصَّةَ الْاَذَانِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةِ مَرَّةً مَرَّةً .

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَيُقَالُ ابْنُ عَبْدِ رَبٍّ .

وَلَا نَعْرِفُ لَهٗ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ شَيْئًا يَصِحُّ اِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ الْوَاحِدَ فِى الْاَذَانِ .

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِىُّ لَهٗ اَحَادِيْثُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ عَمُّ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ .

রাসূল ﷺ বললেনঃ আল্লাহ্‌রই সকল প্রশংসা। আর এ-ই যথোপযুক্ত পদ্ধতি।

এই বিষয়ে ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক (র.)-এর বরাতে ইবরাহীম ইব্‌ন সা'দ এই হাদীছটিকে আরো পূর্ণাঙ্গ ও দীর্ঘ করে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে তিনি আযানের সময় কালেমাগুলো দুইবার করে উচ্চারণ করা এবং ইকামতের বেলায় একবার করে উচ্চারণ করার কথা উল্লেখ করেছেন।

এই আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ হলেন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আবদি রাব্বিহি। তিনি ইবনু আবদি রাব্বি নামেও প্রসিদ্ধ। আযানের বিষয় এই একটি হাদীছ ব্যতীত আর কোন সহীহ্ রিওয়ায়াত তাঁর বরাতে বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

তবে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম আল-মাযিনী (রা.)-এর বরাতে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইনি হ্লেন আববাদ ইব্‌ন তামীমের চাচা।

١٩٠. حَدَّثَنَا أَبُوْبَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِى النَّضْرِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ :اَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلَوَاتِ وَلَيْسَ يُنَادِىْ بِهَا اَحَد فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اتَّخِذُوْا قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ ، قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :اَوَلاَ تَبْعَثُوْنَ رَجُلاً يُنَادِىْ بِالصَّلاَةِ ؟ قَالَ :فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَابِلاَلُ قُم فَنَادِ بِالصَّلاَةِ " .

১৯০. আবূ বাকর ইব্‌ন নায্‌র ইব্‌ন আবী নায্‌র (র.)......ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মুসলিমরা যখন মদীনায় এলেন তখন তারা একত্রিত হতেন এবং সালাতের সময়ের খোঁজ নিতে থাকতেন। সালাতের জন্য কাউকে ডাকার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। একদিন তারা এই বিষয়ে আলোচনা করলেন। কেউ কেউ বললেনঃ চলুন, আমরা এই উদ্দেশ্যে খৃস্টানদের মত ঘন্টা বাজানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কেউ কেউ বললেনঃ ইয়াহূদীদের মত শিংগা ফুঁকার ব্যবস্থা করি। উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বললেনঃ সালাতের জন্য ডাকার উদ্দেশ্যে একজন লোক পাঠিয়ে দিন না! তখন রাসূল ﷺ বললেনঃ হে বিলাল! দাঁড়াও, তুমি সালাতের জন্য ডাক দিবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ ، غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّرْجِيْعِ فِى الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানে 'তারজী' করা [১]

١٩١. حَدَّثَنَا بِشْرِ بْنُ مُعَاذِ الْبَصَرِىُّ حَدَّثَنَا اِبْرٰهِيْمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ :اَخْبَرَنِىْ أَبِىْ وَجَدِّىْ جَمِيْعًا عَنْ أَبِى مَحْذُوْرَةَ:

১. আযানের মধ্যে আশহাদু আন্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহি প্রথমে কিছুটা আস্তে বলে পুনরায় তা উচ্চৈঃস্বরে বলাকে "তারজী" বলা হয়।

"اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْعَدَهُ وَاَلْقٰى عَلَيْهِ الاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا . قَالَ اِبْرٰهِيْمُ : مِثْلَ اَذَانِنَا . قَالَ بِشْرٌ فَقُلْتُ لَهُ : اَعِدْ عَلَىَّ فَوَصَفَ الْاَذَانَ بِالتَّرْجِيْعِ " .

১৯১. বিশ্‌র ইব্‌ন মু'আয আল–বাসরী (র.)......আবূ মাহ্‌যূরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাঁকে ডেকে বসালেন এবং একটি একটি শব্দ করে তাকে আযান শিখালেন।
রাবী ইবরাহীম বলেনঃ আমরা যেমন আযান দেই [সেভাবে রাসূল ﷺ তাঁকে শিখিয়েছিলেন]। বিশর বলেনঃ আমি ইবরাহীমকে বললাম, আমাকে তা পুনরাবৃত্তি করে শুনাবেন কি? তখন তিনি তারজী' আযানের বিবরণ দিলেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ فِى الاَذَانِ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ .

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِىِّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আযান বিষয়ে আবূ মাহ্‌যূরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি সহীহ। একাধিক সূত্রে তাঁর থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে।
এই হাদীছ অনুসারে মক্কায় আমল করা হয়ে থাকে। ইমাম শাফিঈ (র.)–এর অভিমতও এ–ই।

١٩٢. حَدَّثَنَا أَبُوْ مُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الوَاحِدِ الْاَحْوَلِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ أَبِىْ مَحْذُوْرَةَ : "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَلَّمَهُ الاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً" .

১৯২. আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইব্‌নুল মুছান্না (র.)......আবূ মাহ্‌যূরা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ তাকে ঊনিশ কালেমা বিশিষ্ট আযান এবং সতের কালেমা বিশিষ্ট ইকামত শিখিয়েছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَأَبُوْ مَحْذُوْرَةَ اِسْمُهُ "سَمُرَةُ بْنُ مِعْيَرٍ" .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا فِى الْاَذَانِ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ أَبِىْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّهُ كَانَ يُفْرِدُ الْاِقَامَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আবূ মাহযূরা (রা.)-এর নাম হল সামুরা ইব্ন মি'য়ার।

আলিমদের কেউ কেউ আযানের ক্ষেত্রে এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। আবূ মাহযূরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইকামতের ক্ষেত্রে কালেমাগুলো একবার করে উচ্চারণ করতেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِفْرَادِ الاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের কালেমাগুলো একবার করে বলা

١٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ وَيَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "أُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الاَذَانَ وَيُوْتِرَ الاِقَامَةَ" .

১৯৩. কুতায়বা (র.)......আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আযানের কালেমাগুলো দুইবার বলতে এবং ইকামতের কালেমাগুলো একবার করে বলতে বিলাল (রা.)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ . وَبِهٖ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। কতক সাহাবী ও তাবিঈ আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম মালিক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الاِقَامَةَ مَثْنٰى مَثْنٰى

অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের কালেমাগুলো দুই দুইবার করে উচ্চারণ করা

١٩٤. حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ الاَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلٰى عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ لَيْلٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ :

২৪—

"كَانَ اَذَانُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا : فِى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ " .

১৯৪. আবূ সাঈদ আল-আশাজ্জ (র.).....আব্দুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আযান ও ইকামত উভয় ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ -এর (আমলে) কালেমাগুলো দুই দুইবার করে বলা হত।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ : حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ "اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ رَاَى الْاَذَانَ فِى الْمَنَامِ " .

وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى "اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ رَاَى الْاَذَانَ فِى الْمَنَامِ " .

وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى. وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ لَيْلٰى لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ زَيْدٍ .

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ : اَلْاَذَانُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَثْنٰى مَثْنٰى . وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَاَهْلُ الْكُوْفَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : اِبْنُ اَبِىْ لَيْلٰى هُوَ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى" كَانَ قَاضِىَ الْكُوْفَةِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِيْهِ شَيْئًا اِلاَّ اَنَّهُ يَرْوِىْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِيْهِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ওয়াকী' (র.) আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুর রহমান বলেনঃ রাসূল ﷺ-এর সহাবীগণ বলেছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) স্বপ্নে আযানের কালেমাগুলো দেখেছিলেন। শু'বা-আম্র ইব্ন মুর্রা-আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (রা.)-এর সূত্রে বলেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যায়দ (রা.) স্বপ্নে আযানের বিষয়টি দেখেছিলেন।

ইব্ন আবী লায়লার রিওয়ায়াতটি থেকে এটি অধিকতর সহীহ। আবদুর রহমান ইব্ন আবী লায়লা (র.) আব্দুল্লাহ ইব্ন যায়দ (রা.) থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি। কতক আলিম বলেনঃ আযানের কালেমাগুলো দুই দুইবার করে এবং ইকামতের কালেমাগুলোও দুই দুইবার করে বলা হবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন আবী লায়লা হলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবদির

রাহ্মান ইব্ন আবী লায়লা। তিনি ছিলেন কূফা অঞ্চলের কাযী। তিনি তাঁর পিতা আবদুর রহমান থেকে সরাসরি কিছু শুনেননি। "জনৈক ব্যক্তি" এই বরাতে তিনি তাঁর পিতা থেকে রিওয়ায়াত করেন।

সুফাইয়ান ছাওরী, [ইমাম আবূ হানীফা (র.)] ইব্ন মুবারাক ও কূফাবাসী আলিমগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّرَسُّلِ فِى الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধীর লয়ে আযান দেওয়া

١٩٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُنْعِمِ هُوَ صَاحِبُ السِّقَاءِ، قَالَ :حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِبِلاَلٍ : "يَا بِلاَلُ ، اِذَا اَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِى اَذَانِكَ وَاِذَا اَقَمْتَ فَاحْدُرْ وَاجْعَلْ بَيْنَ اَذَانِكَ وَاِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْاٰكِلُ مِنْ اَكْلِهِ وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ وَالْمُعْتَصِرُ اِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْانِىْ " .

১৯৫. আহমদ ইবনুল হাসান (র.)......জাবির ইব্ন আবিদল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিলাল (রা.)-কে বলেছিলেনঃ হে বিলাল! যখন আযান দিবে তখন ধীর লয়ে দিবে আর যখন ইকামত দিবে তখন দ্রুত দিবে। আর তোমার আযান ও ইকামতের মাঝে এতটুকু সময় দিবে যে, পানাহারকারী তার পানাহার এবং পায়খানা-প্রস্রাবকারী যেন তার প্রয়োজন সমাধা করে নিতে পারে। আর আমাকে বের হতে না দেখা পর্যন্ত তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে না।

١٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْمُنْعِمِ نَحْوَهُ .

১৯৬. আব্দ ইব্ন হুমায়দ-ইউনুস ইব্ন মুহাম্মাদ-আবদুল মুন'ইম (র.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرٍ هٰذَا حَدِيْثٌ لاَ نَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْمُنْعِمِ وَهُوَ اِسْنَادٌ مَجْهُوْلٌ .

وَعَبْدُ الْمُنْعِمِ شَيْخٌ بَصْرِىٌّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল মুন'ইম-এর এই সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে জাবির (রা.)-এর হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই সনদটি মাজহূল বা অজ্ঞাত। আবদুল মুন'ইম একজন বসরাবাসী মুহাদ্দিছ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِدْخَالِ الْاِصْبَعِ فِى الْاُذُنِ عِنْدَ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের সময়ে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করান

١٩٧. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ عَنْ عَوْنِ بنِ أبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أبِيْهِ قَالَ "رَأَيْتُ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ وَيَدُوْرُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا، وَاِصْبَعَاهُ فِى اُذُنَيْهِ، وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ ، اَرَاهُ قَالَ : مِنْ اَدَمٍ فَخَرَجَ بِلاَلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكَزَهَا بِالْبَطْحَاءِ فَصَلّٰى اِلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَرِيْقِ سَاقَيْهِ ، قَالَ سُفْيَانُ : نَرَاهُ حِبَرَةً " .

১৯৭. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি বিলাল (রা.)-কে দেখেছি তিনি আযান দিচ্ছিলেন এবং (হায়্যা 'আলা বলার সময়) ঘুরছিলেন আর তিনি এদিকে এবং ওদিকে তাঁর মুখ ফিরাচ্ছিলেন।

তাঁর দুই আঙ্গুল ছিল তাঁর কানে। তখন রাসূল ﷺ একটি লাল তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। রাবী 'আওন বলেনঃ আমার মনে হয় আবূ জুহায়ফা বলেছেন যে, তাঁবুটি ছিল চামড়ার।

পরে বিলাল (রা.) একটি ছোট ছড়ি নিয়ে বের হলেন এবং এটিকে বাত্‌হায় [১] গেড়ে দিলেন। এটি সামনে রেখে রাসূল ﷺ সালাত আদায় করলেন। কুকুর ও গাধাগুলি তাঁর সামনে দিয়ে চলা-ফেরা করছিল। তাঁর পরনে ছিল লাল রঙ্গের একটি হুল্লা।[২] আমি যেন এখনও তাঁর জংঘাদ্বয়ের ঔজ্জ্বল্য দর্শন করছি।

সুফইয়ান বলেনঃ এই হুল্লাটি ছিল লাল ডুরিদার।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يُّدْخِلَ الْمُؤَذِّنُ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ فِى الْاَذَانِ .

---

১. মক্কার অদূরবর্তী একটি মাঠ। এটিকে আবতহ ও মুহাসসাবও বলা হয়।
২. একই রঙ্গের লুঙ্গি ও চাদর পরিধান করলে এটিকে হুল্লা বলা হয়।

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ :وَفِى الاِقَامَةِ اَيْضًا ، يُدْخِلُ اِصْبَعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ الاَوْزَاعِىِّ .

وَاَبُوْ جُحَيْفَةَ اِسْمُهُ "وَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ السُّوَائِىُّ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ জুহায়ফা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেনঃ আযানের সময় মুআয্‌যিন কর্তৃক স্বীয় কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুলি প্রবেশ করান মুস্তাহাব।

কোন কোন আলিম বলেনঃ ইকামত দেওয়ার সময়ও কানে অঙ্গুলি প্রবেশ করাতে হবে। এ হল ইমাম আওযাঈ (র.)–এর অভিমত।

আবূ জুহায়ফা (রা.)–এর নাম ওয়াহাব ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ আস্–সুওয়াঈ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّثْوِيْبِ فِى الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফজরের সালাতের জন্য তাছবীব অর্থাৎ আযানের পর পুনরাহ্বান

١٩٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْا اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ بِلاَلٍ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "لاَ تُثَوِّبَنَّ فِىْ شَيْئٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ اِلاَّ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ" .

১৯৮. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)......বিলাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমাকে রাসূল ﷺ বলেছিলেনঃ ফজরের সালাত ব্যতীত অন্য কোন সালাতে তাছবীব অর্থাৎ আযানের পর পুনরায় আহ্বান জানাবে না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ بِلاَلٍ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّمِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ اِسْرَائِيلَ الْمُلاَئِىِّ.

وَاَبُوْ اِسْرَائِيْلَ لَمْ يَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : اِنَّمَا رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ .

وَاَبُوْ اِسْرَائِيْلَ اِسْمُهُ "اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ" وَلَيْسَ هُوَ بِذَاكَ الْقَوِىِّ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ اَهْلُ الْعِلْمِ فِىْ تَفْسِيْرِ التَّثْوِيبِ .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ :التَّثْوِيبُ اَنْ يَّقُولَ فِى اَذَانِ الْفَجْرِ :"اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ"

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَاَحْمَدَ .

وَقَالَ اِسْحٰقُ فِى التَّثْوِيْبِ غَيرَ هٰذَا قَالَ التَّثْوِيبُ الْمَكْرُوْهُ . هُوَ شَىْءٌ اَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَاسْتَبْطَاَ الْقَوْمُ قَالَ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالاِقَامَةِ : "قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ ، حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ " .

قَالَ :وَهٰذَا الَّذِىْ قَالَ اِسْحٰقُ : هُوَ التَّثْوِيبُ الَّذِىْ قَدْ كَرِهَهُ اَهْلُ الْعِلْمِ :وَالَّذِىْ أَحْدَثُوهُ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ .

وَالَّذِى فَسَّرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحمَدُ :اَنَّ التَّثْوِيْبَ اَنْ يَّقُوْلَ الْمُؤَذِّنُ فِىْ اَذَانِ الْفَجْرِ : "اَلصَّلاَةُ خَيرٌ مِّنَ النَّوْمِ " .

وَهُوَ قَوْلٌ صَحِيْحٌ وَيُقَالُ لَهٗ "التَّثْوِيْبُ اَيضًا " .

وَهُوَ الَّذِىْ اِخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ وَرَاَوهُ .

وَرُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ صَلاَةِ الْفَجْرِ "اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ " .

وَرُوِىَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ :دَخَلْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ مَسْجِدًا وَقَدْ اُذِّنَ فِيْهِ وَنَحْنُ نُرِيدُ اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِ ، فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَقَالَ اُخْرُجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هٰذَا الْمُبْتَدِعِ وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ .

قَالَ وَاِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللّٰهِ اَلتَّثْوِيْبَ الَّذِىْ اَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ .

এই বিষয়ে আবূ মাহযূরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ ইসরাঈল আল-মূলাই ব্যতীত আর কারো সূত্রে বিলাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

আবূ ইসরাঈল* (র.) এই হাদীছটি রাবী হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (র.) থেকে সরাসরি শোনেননি। তিনি এটি হাসান ইব্‌ন উমারা (র.)-এর সূত্রে হাকাম ইব্‌ন উতায়বা (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ ইসরাঈল (র.)-এর নাম হল ইসমাঈল ইব্‌ন আবী ইসহাক। তিনি হাদীছ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে তেমন আস্থাভাজন নন।

তাছবীব-এর ব্যাখ্যায় আলিমগণের মতভেদ রয়েছে।

কতক বলেনঃ তাছবীব হল ফজরের সালাতে اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা। এ হল ইব্‌ন মুবারাক ও আহমদ (র.)-এর অভিমত।

ইমাম ইসহাক (র.)-এর ভিন্ন অর্থ করেছেন। তিনি বলেনঃ তাছবীব হল মাকরূহ। এই বিষয়টি হল এমন যা নবী ﷺ-এর তিরোধানের পর লোকেরা বানিয়ে নিয়েছে। আযানের পর লোকেরা মসজিদে আসতে বিলম্ব করতে থাকায় মু'আযযিন আযান ও ইকামতের মাঝে লোকদেরকে এই বলে ডাকতে শুরু করেঃ

"قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম ইসহাক (র.) যে তাছ্‌বীবের কথা বলেছেন সেটিকে আলিমগণ মাকরূহ বলে অভিমত দিয়েছেন। এটি রাসূল ﷺ-এর তিরোধানের পর লোকেরা বিদ'আতরূপে বানিয়ে নেয়।

ইব্‌ন মুবারাক ও আহমদ (র.) ফজরের আযানে اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলা রূপে তাছবীবের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি বলা অবশ্য ঠিক। একেও তাছবীব বলা হয়। আলিমগণ এই কথাটি গ্রহণ করেছেন এবং ফজরের আযানে এই বাক্যটির ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন।

আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ফজরের সালাতে اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ বলতেন।

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.)-এর সঙ্গে একবার এক মসজিদে গেলাম। তখন আযান হয়ে গিয়েছিল। সেই মসজিদে সালাত আদায় করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। কিছুক্ষণ পর মু'আয্যিন তাছবীব শুরু করলে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) মসজিদ ছেড়ে বের হয়ে পড়লেন এবং বললেনঃ এই বিদ'আতীর কাছ থেকে আমাকে নিয়ে চল। সেখানে তিনি সালাত আদায় করলেন না।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ (রা.) এখানে সেই তাছবীবকে অপছন্দ করেছেন, লোকেরা পরবর্তী যুগে বিদ' আতরূপে যা বানিয়ে নিয়েছিল।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

অনুচ্ছেদ ঃ যে আযান দিবে সে-ই ইকামত দিবে

১৯৯. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمٍ الْاَفْرِيْقِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحٰرِثِ

الصُّدَائِيِّ قَالَ : "أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اُؤَذِّنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَاَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخَاكَ صُدَائِيٌّ قَدْ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ" .

১৯৯. হান্নাদ (র.)......যিয়াদ ইবনুল হারিছ সুদাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ একদিন ফজরের সময় রাসূল ﷺ আমাকে আযান দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি আযান দিলাম। কিন্তু সালাতের সময় বিলাল ইকামত দিতে চাইলে তিনি বললেনঃ তোমার সুদাঈ ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয় সে-ই ইকামত দিবে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰي : حَدِيْثُ زِيَادٍ اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ الْاِفْرِيْقِيِّ .

وَالْاِفْرِيْقِيُّ هُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ، ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ ، قَالَ أَحْمَدُ : لَا اَكْتُبُ حَدِيْثَ الْاِفْرِيْقِيِّ .

قَالَ: وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يُقَوِّيْ اَمْرَهُ، وَيَقُوْلُ : هُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيْثِ.

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : اَنَّ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ .

এই বিষয়ে উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ যিয়াদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি আমরা ইফরিকী-এর সনদে জানতে পেরেছি। আর হাদীছ বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে ইফরীকী যঈফ। ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান প্রমুখ হাদীছ বিশেষজ্ঞ তাকে যঈফ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেনঃ আমি ইফরিকীর হাদীছ লিখিনা।

তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল আল-বুখারী (র.)-কে আমি ইফরিকীর আস্থাভাজনতার বিষয়টি শক্তিশালী করতে দেখেছি। তিনি তাকে মুকারিবুল হাদীছ বলেছেন।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ যে আযান দেয় সে-ই ইকামত দিবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ كَرَاهِيَةِ الْاَذَانِ بِغَيْرِ وُضُوْءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ উযূ ছাড়া আযান দেওয়া মাকরূহ।

٢٠٠. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى

الصَّدَنِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لاَ يُؤَذِّنُ اِلاَّ مُتَوَضِّئٌ" .

২০০. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ উযূ ছাড়া কেউ যেন আযান না দেয়।

٢٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لاَيُنَادِيْ بِالصَّلاَةِ اِلاَّ مُتَوَضِّئٌ .

২০১. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......ইব্‌ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেনঃ উযূ ছাড়া কেউ যেন সালাতের আযান না দেয়।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا اَصَحُّ مِنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ لَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ وَهْبٍ وَهُوَ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ .

وَالزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْاَذَانِ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ :

فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَاِسْحٰقُ .

وَرَخَّصَ فِيْ ذٰلِكَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এটি প্রথমোক্ত রিওয়ায়াতটি থেকে অধিক সহীহ। ইব্‌ন ওয়াহ্‌হাব (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটিকে মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেননি। এটি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুসলিমের রিওয়ায়াত (২০০ নং) থেকে অধিক সহীহ। ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে সরাসরি কোন কিছু শুনেননি।

উযূ ছাড়া আযান দেওয়ার বিষয়ে আলিমগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফকীহ আলিম তা মাকরূহ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.)ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর কতক ফকীহ আলিম এই বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম সুফইয়ান ছাওরী, (ইমাম আবূ হানীফা), ইব্‌ন মুবারাক ও আহমদ (র.)-ও এই মত পোষণ করেন।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْاِمَامَ اَحَقُّ بِالْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইকামতের বিষয়ে ইমামের হক বেশী

٢٠٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا اِسْرَائِيْلُ اَخْبَرَنِىْ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ "كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . يُمْهِلُ فَلاَ يُقِيْمُ، حَتّٰى اِذَا رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ اَقَامَ الصَّلاَةَ حِيْنَ يَرَاهُ.

২০২. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......সিমাক ইব্‌ন হারব (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে, রাসূল ﷺ-এর মু'আয্‌যিন অপেক্ষা করতে থাকত এবং রাসূল ﷺ-কে বের হতে না দেখা পর্যন্ত ইকামত দিত না। তাঁকে দেখার পরে মু'আযযিন ইকামত শুরু করত।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ هُوَحَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَحَدِيْثُ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَهٰكَذَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، اَنَّ الْمُؤَذِّنَ اَمْلَكُ بِالْاَذَانِ وَالْاِمَامُ اَمْلَكُ بِالْاِقَامَةِ.

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জাবির (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। এই সনদ ছাড়া সিমাকের রিওয়ায়াত সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা নেই।

এই হাদীছ অনুসারে কতক আলিম বলেন যে, আযানের অধিকার হল মু'আয্‌যিনের আর ইকামতের অধিকার হল ইমামের।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَذَانِ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ ঃ রাত (তাহাজ্জুদ)-এর আযান

٢٠٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ اِبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : "اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى تَسْمَعُوْا تَاْذِيْنَ اِبْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ .

২০৩-ক. কুতায়বা (র.)......সালিম তদীয় পিতা ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেনঃ বিলাল রাতের আযান দেয়। সুতরাং তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ না ইবন উম্মু মাকতূমের আযান শুনতে পাও।[১]

১. রামাযান মাসে বিলাল (রা.) সাহ্‌রীর আযান দিতেন। এ আযানকে যেন কেউ ফজরের আযান বলে বিভ্রান্ত না হয় এই উদ্দেশ্যে রাসূল (স.) উক্ত কথা বলেছিলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَائِشَةَ وَأُنَيْسَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِىْ ذَرٍّ وَسَمُرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اِبْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى الْاَذَانِ بِاللَّيْلِ .

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ أَجْزَأَهُ وَلاَ يُعِيْدُ . وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَاَحْمَدَ وَاِسْحٰقَ .

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِذَا اَذَّنَ بِلَيْلٍ اَعَادَ وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, আইশা, উনায়সা, আনাস, আবূ যার্ ও সামুরা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্‌ন উমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

রাত্রিকালীন এই আযানের বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আলিমগণের কতক বলেনঃ মু'আয্‌যিন যদি রাত্রিতে আযান দিয়ে দেয় তবে আর ফজরের জন্য পুনর্বার আযান দিতে হবে না। এ হল ইমাম মালিক, ইব্‌ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)–এর অভিমত। আর কতক আলিম বলেনঃ রাত্রিতে আযান দিলে ফজরের জন্য পুনর্বার আযান দিতে হবে। এ হল [ইমাম আবূ হানীফা (র.)] সুফইয়ান ছাওরী–এর অভিমত।

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ "اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ بِلَيْلٍ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يُنَادِىَ : اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ" .

২০৩–খ. হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র.).....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার বিলাল (রা.) রাত্রে আযান দিয়ে ফেলেছিলেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে এই কথা ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিলেন যে, আল্লাহ্‌র বান্দা বিলাল ঘুমিয়ে পড়েছিল (তাই সময়টা ঠিক ধরতে পারেনি।)।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ .

وَالصَّحِيْحُ مَارَوٰى عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : "اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يُؤَذِّنَ اِبْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ" .

قَالَ : وَرَوٰى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِىْ رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ :اَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ اَذَّنَ بِلَيْلٍ، فَاَمَرَهُ عُمَرُ اَنْ يُعِيْدَ الْاَذَانَ .

وَهٰذَا لاَ يَصِحُّ اَيْضًا ، لاَنَّهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ .

وَلَعَلَّ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ اَرَادَ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

وَالصَّحِيْحُ رِوَايَةُ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَالزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : "اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَلَوْ كَانَ حَدِيْثُ حَمَّادٍ صَحِيْحًا لَمْ يَكُنْ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ مَعْنًى، اِذْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" فَاِنَّمَا اَمَرَهُمْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُ فَقَالَ : "اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" وَلَوْ اَنَّهُ اَمَرَهُ بِاِعَادَةِ الْاَذَانِ حِيْنَ اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَمْ يَقُلْ : "اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" .

قَالَ عَلِىُّ بْنُ الْمَدِيْنِىْ : حَدِيْثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ هُوَ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ، وَاَخْطَاَ فِيْهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়। সহীহ রিওয়ায়াত হল উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর প্রমুখ-নাফি'-ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি। এতে ইব্ন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছিলেনঃ বিলাল রাতের আযান দেয়। তোমরা ইব্ন উম্ম মাকতূমের আযান না শোনা পর্যন্ত পানাহার করতে থাক।

নাফি' (র.) থেকে আবদুল আযীয ইব্ন আবী রাওওয়াদ (র.) বর্ণনা করেন যে, উমর (রা.)-এর এক মু'আয্যিন রাত্রি থাকতেই আযান দিয়ে ফেলেছিল তখন তিনি তাকে পুনরায় (ফজরের জন্য) আযান দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এটি সহীহ নয়।কেননা, নাফি'-উমর (রা.) সূত্রটি মুন্‌কাতি'।রাবী হাম্মাদ ইব্ন সালমা (র.)হয়ত এই রিওয়ায়াতটির কথাই বলতে চেয়েছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটিই হল সহীহ। তা হল নাফি-ইব্ন উমর (রা.) এবং যুহরী-সালিম-ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত এই হাদীছটি যে, রাসূল ﷺ বলেছিলেনঃ বিলাল রাতের আযান দেয়।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ হাম্মাদ (র.) বর্ণিত হাদীছটি (২০৩-খ) যদি সহীহ হয় তবে এই হাদীছটির কোন অর্থ থাকেনা। কেননা এতে উল্লেখ আছে اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ -এর يُؤَذِّنُ শব্দটি ভবিষ্যতকাল বাচক। এর মর্ম হলঃ বিলাল ভবিষ্যতে আযান দিবে। সুতরাং ফজরের

উদয়ের পূর্বে আযান প্রদানের কারণে পুনর্বার আযান দেওয়ার নির্দেশ যদি রাসূল ﷺ তাঁকে দিয়ে থাকতেন তবে তিনি ভবিষ্যতকাল বাচক বাক্য اِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ বলতেন না।

আলী ইবনুল মাদীনী (র.) বলেছেনঃ হাম্মাদ ইব্ন সালমা-আয়্যুব-নাফি-ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি মাহফূজ বা সংরক্ষিত নয়। এতে হাম্মাদ ইব্ন সালামার তরফ থেকে ভুল সংঘটিত হয়েছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের পর মসজিদ ছেড়ে বের হওয়া মাকরূহ

٢٠٤. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ : "خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ مَا اُذِّنَ فِيْهِ بِالْعَصْرِ ،فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ .

২০৪. হান্নাদ (র.)......আবুশ শা'ছা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আসরের আযানের পর এক ব্যক্তি মসজিদ ছেড়ে বের হয়ে গেলে আবূ হুরায়রা (রা.) বললেনঃ এই ব্যক্তি আবুল কাসিম (রাসূল ﷺ)-এর নাফরমানী করল।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَعَلٰى هٰذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : اَنْ لاَّ يَخْرُجَ اَحَدٌ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ:اَنْ يَكُوْنَ عَلٰى غَيْرِ وَضُوْءٍ، اَوْ اَمْرٌ لاَ بُدَّ مِنْهُ .

وَيُرْوَى عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِىِّ اَنَّهُ قَالَ :يَخْرُجُ مَالَمْ يَأْخُذِ الْمُؤَذِّنُ فِى الْاِقَامَةِ.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا عِنْدَنَا لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ فِى الْخُرُوْجِ مِنْهُ .

وَأَبُو الشَّعْثَاءِ اِسْمُهُ "سُلَيْمُ بْنُ اَسْوَدَ" وَهُوَ وَالِدُ اَشْعَثَ بْنِ أَبِى الشَّعْثَاءِ .

وَقَدْ رَوَى اَشْعَثُ بْنُ أَبِى الشَّعْثَاءِ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِيْهِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ এই বিষয়ে উছমান (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেনঃ উযূ বা অত্যাবশ্যক প্রয়োজনের মত কোন উযর ব্যতিরেকে আযানের পর কেউ মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবে না।

ইবরাহীম নাখ্ঈ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ মু'আয্যিন ইকামত শুরু না করা পর্যন্ত মসজিদ ছেড়ে বের হওয়া যাবে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আযানের পর ইকামতের পূর্বে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যার বিশেষ কোন উযর রয়েছে। আবুশ শা'ছা-এর নাম হল সুলায়ম ইবনুল-আসওয়াদ। তিনি আশআছ ইব্ন আবিশ - শাছা-এর পিতা। আশ্আছ তাঁর পিতা আবুশ শা'ছা থেকেও এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاَذَانِ فِى السَّفَرِ

অনুচ্ছেদঃ সফরে আযান দেওয়া।

٢٠٥. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ : "قَدِمْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَابْنُ عَمٍّ لِىْ ، فَقَالَ لَنَا : اِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَاَقِيْمَا وَلْيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا " .

২০৫. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.).......মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আমি আমার এক চাচাত ভাই সহ রাসূল ﷺ-এর কাছে এলে তিনি আমাদের বলেছিলেনঃ যখন তোমরা সফরে থাকবে তখনও আযান ও ইকামত দিবে। আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামত করবে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ اِخْتَارُوا الْاَذَانَ فِى السَّفَرِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ :تُجْزِئُ الْاِقَامَةُ، اِنَّمَا الْاَذَانُ عَلٰى مَنْ يُرِيْدُ اَنْ يَّجْمَعَ النَّاسَ .

وَالْقَوْلُ الْاَوَّلُ اَصَحُّ – وَبِهٖ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে সফরেও আযান দেওয়ার বিধান গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ বলেনঃ সফরে ইকামত দেওয়াই যথেষ্ট। বিক্ষিপ্ত লোকদের যে একত্রিত করতে চায় তার জন্য হল আযানের বিধান। (সফরে লোক সাধারণতঃ একত্রিতই থাকে।)

প্রথম অভিমতটিই অধিক সহীহ্। ইমাম আহমদ, (ইমাম আবূ হানীফা) ও ইসহাক (র.)-এর বক্তব্যও তা-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الْأَذَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের ফযীলত

٢٠٦. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ تُمَيْلَةَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ" .

২০৬. মুহাম্মদ ইব্ন হুমায়দ আর-রাযী (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশায় সাত বছর আযান দিবে তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ লিখে দেওয়া হবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَثَوْبَانَ وَمُعَاوِيَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

وَأَبُوْ تُمَيْلَةَ اِسْمُهُ "يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ" .

وَأَبُوْ حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ اِسْمُهُ "مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُوْنٍ" .

وَجَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ ضَعَّفُوْهُ تَرَكَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : سَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ لَوْلاَ جَابِرُ الْجُعْفِيُّ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ بِغَيْرِ حَدِيْثٍ وَلَوْلاَ حَمَّادٌ لَكَانَ أَهْلُ الْكُوْفَةِ بِغَيْرِ فِقْهٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে ইব্ন মাসউদ, ছাওবান, মুআবিয়া, আনাস, আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইব্ন আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব।

রাবী আবূ তুমায়লার নাম হল ইয়াহইয়া ইব্ন ওয়াযিহ।আবূ হামযা আস্-সুক্কারীর নাম হল মুহাম্মাদ ইব্ন মায়মূন।

এই হাদীছটির অন্যতম রাবী জাবির ইব্‌ন ইয়াযীদ আল-জু'ফী (র.)-কে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ যঈফ বলে রায় দিয়েছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ ও আবদুর রহমান ইব্‌ন মাহদী (র.) তাকে বর্জন করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম ওয়াকী (র.) বলেছেন, জাবির আল-জু'ফী না হলে কূফাবাসীরা হাদীছ-বঞ্চিত হয়ে থাকত আর হাম্মাদ (র.) না হলে কূফাবাসীরা থাকত ফিক্‌হ- বঞ্চিত হয়ে।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّ الْاِمَامَ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنَ مُؤْتَمِنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম হলেন যামিনদার আর মু'আয্‌যিন হলেন আমানতদার

٢٠٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَبُو الْاَحْوَصِ وَأَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ " الْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ الْمُؤْتَمِنُ، اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ " .

২০৭. হান্নাদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ ইমাম হল যামিনদার আর মু'আয্‌যিন হল আমানতদার। হে আল্লাহ্! ইমামকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন আর মু'আয্‌যিনদের মাগফিরাত করুন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

وَرَوَى اَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ : حُدِّثْتُ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

وَرَوَى نَافِعُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى :وَسَمِعْتُ اَبَا زُرْعَةَ يَقُوْلُ :حَدِيْثُ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوعِيْسٰى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ :حَدِيْثُ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ اَصَحُّ.

وَذَكَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ لَمْ يُثْبِتْ حَدِيثُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلاَ حَدِيثَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيْ هٰذَا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আইশা, সাহল ইব্‌ন সা'দ ও উক্‌বা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সুফইয়ান ছাওরী, হাফ্‌স ইব্‌ন গিয়াছ প্রমুখ রাবী আ'মাশ–আবূ সালিহ্‌–আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আসবাত ইব্‌ন মুহাম্মাদও এই সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। নাফি ইব্‌ন সুলায়মান (র.) এই হাদীছটি মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী সালিহ–তদীয় পিতা আবূ সালিহ–আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ যুর'আ (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, আবূ সালিহ কর্তৃক আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতটি আবূ সালিহ কর্তৃক আইশা (রা.) থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক সহীহ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইমাম মুহাম্মাদ আল–বুখারী (র.)–কে বলতে শুনেছি যে, আবূ সালিহ–আইশা (রা.) সূত্রটি অধিক সহীহ।

আলী ইবনুল মাদীনী থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এই হাদীছটির ক্ষেত্রে আবূ সালিহ–আইশা (রা.) এবং আবূ সালিহ আবূ হুরায়রা (রা.) এতদুভয় সূত্রের কোনটিই প্রমাণিত বলে মনে করেন না।

بَابُ مَاجَاءَ مَايَقُوْلُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয্‌যিনের আযানের সময় একজন কি বলবে

٢٠٨. حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ : وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ" .

২০৮. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল–আনসারী ও কুতায়বা (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমরা যখন আযানের আওয়ায শুনবে তখন মু'আয্‌যিন যা বলছে তোমরাও তা বলবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَفِي الْبَابِ عَنْ رَافِعٍ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَأُمِّ حَبِيْبَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبِيْعَةَ وَعَائِشَةَ وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِى سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهٰكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ حَدِيْثِ مَالِكٍ .

وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَرِوَايَةُ مَالِكٍ اَصَحُّ .

এই বিষয়ে আবূ রাফি, আবূ হুরায়রা, উম্মু হাবীবা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাবীআ, আইশা, মুআয ইব্‌ন আনাস ও মুআবিয়া (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ সাঈদ বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। মা'মার প্রমুখ রাবী যুহরী (র.)-এর বরাতে মালিক বর্ণিত রিওয়ায়াতের অনুরূপ (২০৮ নং) বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান ইব্‌ন ইসহাক (র.) যুহরী (র.) থেকে এই হাদীছটি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব-আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মালিক বর্ণিত রিওয়ায়াতটি অধিকতকর সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يَّأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْاَذَانِ اَجْرًا

অনুচ্ছেদ ঃ আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা মাকরূহ।

٢٠٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ : "اِنَّ مِنْ اٰخِرِ مَا عَهِدَ اِلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَايَأْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا" .

২০৯. হান্নাদ (র.)......উছমান ইব্‌ন আবিল আস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমার কাছ থেকে শেষ যে ওয়াদা নিয়েছিলেন তা হল, এমন মু'আয্‌যিন নিয়োগ করবে যে আযানের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক নিবে না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُثْمَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ : كَرِهُوْا اَنْ يَّأْخُذَ الْمُؤَذِّنُ عَلَى الْاَذَانِ اَجْرًا وَاسْتَحَبُّوْا لِلْمُؤَذِّنِ اَنْ يَّحْتَسِبَ فِىْ اَذَانِهٖ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ উছমান (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে বলেন যে, আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ মাকরূহ।

মু'আয্যিনের জন্য মুস্তাহাব হল ছওয়াবের নিয়্যতে আযান দেওয়া।[১]

بَابُ مَا جَاءَ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ মু'আয্যিনের আযানের পর দু'আ

٢١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً وَ بِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ".

২১০. কুতায়বা (র.)......সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ মু'আয্যিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি নিম্নের দু'আটি পড়বে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। দু'আটি হলঃ

وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً.

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ، لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ.

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ গরীব। লায়ছ ইব্ন সা'দ–হুকায়ম ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন কায়স (র.) সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابٌ مِنْهُ اُخَرُ

এই বিষয়ে আরো একটি অনুচ্ছেদ

٢١١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ الْبَغْدَادِيُّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَعْقُوْبَ قَالاَ

১. পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইমাম, মু'আয্যিনসহ সামাজিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী সময়ে তা চালু না থাকায় ইমাম মু'আয্যিন প্রমুখের বেতন গ্রহণকে ফকীহগণ জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ أَبِى حَمْـزَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ :قَـالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ "مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ : اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْـوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْـهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِىْ وَعَدْتَـهُ اِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

২১১. মুহাম্মদ ইব্ন সাহল ইব্ন আসকার আল-বাগদাদী ও ইবরাহীম ইব্ন ইয়াকুব (র.)......জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে নিম্নের দু'আটি পড়বে কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআত করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। দু'আটি এই ঃ

اَللّٰهُـمَّ رَبَّ هٰـذِهِ الدَّعْـوَةِ التَّامَّـةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِـمَـةِ اٰتِ مُحَمَّـدًا الْوَسِيْلَـةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَـهُ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ صَحِيْـحٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ لاَنَعْلَـمُ اَحَدًا رَوَاهُ غَيْـرَ شُعَيْبِ بْنِ أَبِىْ حَمْـزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْـمُنْكَدِرِ . وَأَبُوْ حَمْزَةَ اِسْمُـهُ "دِيْنَارٌ " .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদিরের রিওয়ায়াত হিসাবে গরীব। শু'আয়ব ইব্ন আবী হামযা ছাড়া ইবনুল-মুনকাদির থেকে আর কেউ এ হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমরা জানি না।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اَنَّ الدُّعَاءَ لاَيُرَدُّ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ রদ হয় না

٢١٢. **حَدَّثَنَا** مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُوْ اَحْمَدَ وَأَبُوْ نُعَيْمٍ قَالُوْا : حَدَّثَنَا سُفْـيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِىْ اِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "اَلـدُّعَاءُ لاَيُـرَدُّ بَيْـنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَـةِ " .

২১২. মাহমূদ (র.).......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আযান ও ইকামতের মাঝে দু'আ রদ হয় না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو اِسحقَ الهَمدَانِيُّ عَنْ بُرَيدِ بنِ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَ هٰذَا .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।
ইব্‌ন ইসহাক আল-হামদানী (র.) আনাস (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ كَمْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর কত ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন।

٢١٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : "فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ . ثُمَّ نُقِصَتْ حَتّٰى جُعِلَت خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ : يَامُحَمَّدُ اِنَّهُ لاَيُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَاِنَّ لَكَ بِهٰذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ " .

২১৩. মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আন-নিসাপুরী (র.)......আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মি'রাজ রজনীতে নবী ﷺ-এর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়েছিল পরে তা কমিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়। এরপর বলা হলঃ হে মুহাম্মাদ! আমার কথার কোন রদ-বদল হয় না। আপনার জন্য এই পাঁচ ওয়াক্তের ছওয়াব পঞ্চাশ ওয়াক্তেরই সমান।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ وَأَبِىْ ذَرٍّ وَأَبِىْ قَتَادَةَ وَمَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

এই বিষয়ে উবাদা ইবনুস সামিত, তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ আবূ কাতাদা, আবূ যার্‌র মালিক ইব্‌ন সা'সাআ, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

অনুচ্ছেদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের ফযীলত।

٢١٤. **حَدَّثَنَا** عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَالَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ " .

২১৪. আলী ইব্ন হুজর (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এবং জুমু'আ মধ্যবর্তী সময়ে [১] যে গুনাহ হয় তার জন্য কাফ্ফারা স্বরূপ যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَاَنَسٍ وَحَنْظَلَةَ الْاُسَيِّدِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

এই বিষয়ে, জাবির, আনাস ও হান্যালা আল-উসায়দী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ জামা'আতের ফযীলত

٢١٥. **حَدَّثَنَا** هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلٰى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً " .

২১৫. হান্নাদ (র.)......ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ জামা'আতে সালাত আদায় করা একা আদায় করা অপেক্ষা সাতাশগুণ বেশি মর্যাদা রাখে।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَأَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

---

১. এক সালাত থেকে আরেক সালাত এবং এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আর মধ্যবর্তী সময়ের সগীরা গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهٰكَذَا رَوٰى نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : "تَفْضُلُ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ عَلٰى صَلاَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً" .

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَعَامَّةُ مَنْ رَوٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّمَا قَالُوْا "خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ" اِلاَّ ابْنَ عُمَرَ فَاِنَّهُ قَالَ : "بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ" .

এই বিষেয় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, উবায়্য ইব্ন কা'ব, মু'আয ইব্ন জাবাল, আবূ সাঈদ, আবূ হুরায়রা ও আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্ন উমর (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। নাফি' (র.)ও ইব্ন উমর (রা.)-এর বরাতে রাসূল ﷺ থেকে এইরূপ রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেনঃ জামা'আতের সালাত একা সালাতের তুলনায় সাতাশগুণ অধিক মর্যাদা রাখে। তবে সাধারণভাবে রাসূল ﷺ থেকে এই বিষয়ে যা বর্ণিত আছে তাতে পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদার কথা উল্লিখিত হয়েছে। ইব্ন উমর (রা.)-ই সাতাশগুণ অধিক হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।

٢١٦. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ فِى الْجَمَاعَةِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَتِهٖ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءًا " .

২১৬. ইসহাক ইব্ন মূসা আল-আনসারী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ জামা'আতের সালাত একা সালাতের তুলনায় পঁচিশগুণ অধিক মর্যাদা রাখে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ يَّسْمَعُ النِّدَاءَ فَلاَ يُجِيْبُ

অনুচ্ছেদ ঃ আযান শোনার পরও যদি কেউ সাড়া না দেয়।

٢١٧. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِىْ اَنْ يَّجْمَعُوْا حُزَمَ

الْحَطَبِ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اُحَرِّقَ عَلٰى اَقْـوَامٍ لاَيَشْـهَدُوْنَ الصَّلاَةَ " .

২১৭. হান্নাদ (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ আমার ইচ্ছা হয়, যুবকদের বলি তারা যেন জ্বালানী কাঠ জমা করে আর আমি সালাতের নির্দেশ দেই এবং তা দাঁড়িয়ে যায় পরে যারা সালাতে হাযির হয় না সেই লোকদের আগুনে জ্বালিয়ে দেই।

قَالَ أَبُوْ عِيسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَبدِ اللّٰهِ بْنِ مَسعُـودٍ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ وَجَابِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُمْ قَالُوْا : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ .

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ : هٰذَا عَلَى التَّغْلِيْظِ وَالتَّشْدِيْدِ وَلاَ رُخْصَةَ لِاَحَدٍ فِىْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ اِلاَّ مِنْ عُذْرٍ .

এই বিষয়ে ইব্‌ন মাসউদ, আবুদ্‌ দারদা, ইব্‌ন আব্বাস, মুআয ইব্‌ন আনাস ও জাবির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা বলেছেনঃ আযান শোনার পরও যদি কেউ সাড়া না দেয় তবে সালাত হবে না।

কতক আলিম বলেনঃ এই কথা হুমকী ও গুরুত্ব প্রদান হিসাবে প্রযোজ্য। তবে উযর ছাড়া জামা'আত পরিত্যাগের কোন অনুমতি নেই।

٢١٨. قَالَ مُجَاهِدٌ : " وَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ يَّصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ لاَيَشْهَدُ جُمُعَـةً وَّلاَ جَمَاعَـةً - قَالَ : هُوَ فِى النَّارِ " قَالَ : حَدَّثَنَا بِذَالِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ .

قَالَ : وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ : اَنْ لاَ يَشْهَدَ الْجَمَاعَـةَ وَالْجُمُـعَـةَ رَغْبَـةً عَنْهَا وَاسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا وَتَهَاوُنًا بِهَا .

২১৮. মুজাহিদ (র.) বলেনঃ ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এক ব্যক্তি দিনভর রোযা রাখে আর রাতভর সালাত আদায় করে কিন্তু জুমু'আ বা জামা'আতে হাযির হয় না তার কি হবে? উত্তরে তিনি বললেনঃ সে জাহান্নামী।

হান্নাদ (র.)......মুজাহিদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, এর মর্ম হল, কেউ যদি জুমু'আ ও জামা'আতকে উপেক্ষা করে, এর গুরুত্বকে খাট করে ও অবহেলার দৃষ্টিতে দেখে তার বেলায় এই কথা প্রযোজ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّىْ وَحْدَهُ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ

অনুচ্ছেদ ঃ একা সালাত আদায়ের পর যদি কেউ জামা'আত পায়

٢١٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ الْعَامِرِىُّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : "شَهِدْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلاَةَ الصُّبْحِ فِىْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ :فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ وَانْحَرَفَ اِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِىْ اُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَىَّ بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا : فَقَالَ مَامَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا ؟ فَقَالاَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ : فَلاَ تَفْعَلاَ ، اِذَا صَلَّيْتُمَا فِىْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ " .

২১৯. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)......ইয়াযীদ ইব্‌নুল আসওয়াদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আমি হজ্জে হাযির ছিলাম। তাঁর সঙ্গে মসজিদে খায়ফে ফজরের সালাত আদায় করলাম। সালাত শেষে তিনি যখন ফিরলেন তখন শেষ প্রান্তে দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। এঁরা তাঁর সঙ্গে সালাত আদায় করেনি। তিনি বললেন ঃ এদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। তাদের নিয়ে আসা হল। তখন ভয়ে তাঁদের ঘাড়ের রগ পর্যন্ত কাঁপছিল। তিনি তাদের বললেন ঃ আমাদের সঙ্গে সালাত আদায় করতে তোমাদের কিসে বাধা দিল? তারা বললঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমরা আমাদের অবস্থানস্থলে সালাত পড়ে নিয়েছিলাম। তিনি বললেন ঃ এরূপ করবে না। যদি তোমাদের অবস্থানস্থলে সালাত পড়ে মসজিদে জামা'আতে আস তবে তাদের সঙ্গে জামা'আতে শরীক হয়ে যেও। তোমাদের জন্য তা নফল হিসাবে গণ্য হবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ مِحْجَنِ الدِّيْلِىْ وَيَزِيْدَ بْنِ عَامِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَالشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

قَالُوْا: اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَحْدَهٗ ثُمَّ اَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّهٗ يُعِيْدُ الصَّلٰوَاتِ كُلَّهَا فِىْ الْجَمَاعَةِ وَاِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهٗ ثُمَّ اَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ ، قَالُوْا : فَاِنَّهٗ يُصَلِّيهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ وَالَّتِىْ صَلَّى وَحْدَهٗ هِىَ الْمَكْتُوْبَةُ عِنْدَهُمْ .

এই বিষয়ে মিহ্জান আদ্-দীলী ও ইয়াযীদ ইব্ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইয়াযীদ ইব্নুল আসওয়াদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান-সহীহ্।

একাধিক আলিম এই অভিমত দিয়েছেন। সুফাইয়ান ছাওরী, শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-ও এই অভিমত ব্যক্তি করেছেন। তাঁরা বলেনঃ কেউ যদি একা সালত আদায় করে পরে জামা'আত পায় তবে সকল সালাতই জামা' আতের সাথে পুনর্বার আদায় করবে। কেউ যদি একা মাগরিবের সালাত আদায় করার পর জামা' আত পায় তার সম্পর্কে তাঁরা বলেনঃ তা-ও জামা'আতের সঙ্গে আদায় করবে এবং শেষে এক রাক'আত মিলিয়ে তা জোড় বানিয়ে নিবে[১]। যে সালাত সে একা পড়েছে তাদের মতে তা ফরয বলে গণ্য হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْجَمَاعَةِ فِىْ مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّىَ فِيْهِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর পুনরায় সেখানে জামা'আত করা

.٢٢. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِىِّ الْبَصْرِىِّ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ : "جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ :اَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلٰى هٰذَا ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلَّى مَعَهُ" .

---

১. ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.) বলেন ঃ ফজর, আসর এবং মাগরিব ব্যতীত অন্য সালাতের ক্ষেত্রে সে জামা' আতে শরীক হবে।

২২০. হান্নাদ (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল ﷺ-এর সালাত আদায়ের পর জনৈক ব্যক্তি মসজিদে নববীতে এল। রাসূল ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে ছওয়াব লাভের ব্যবসা করতে চাও ? তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তার সাথে সালাত আদায় করল।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمَامَةَ وَأَبِيْ مُوْسٰى وَالْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ .

قَالَ : أَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ أَبِيْ سَعِيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ . قَالُوْا : لَابَأْسَ اَنْ يُصَلِّيَ الْقَوْمُ جَمَاعَةً فِيْ مَسْجِدٍ قَدْ صَلَّى فِيْهِ جَمَاعَةٌ . وَبِهٖ يَقُوْلُ اَحْمَدُ ، وَاِسْحٰقُ .

وَقَالَ اٰخَرُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ : يُصَلُّوْنَ فُرَادٰى . وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : يَخْتَارُوْنَ الصَّلَاةَ فُرَادٰى .

وَسُلَيْمَانُ النَّاجِيُّ بَصْرِيٌّ وَيُقَالُ "سُلَيْمَانُ بْنُ الْاَسْوَدِ" .

وَأَبُو الْمُتَوَكِّلِ اِسْمُهٗ "عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ" .

এই বিষয়ে আবূ উমামা, আবূ মূসা, হাকাম ইব্‌ন উমায়র (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ এই অভিমত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, কোন মসজিদে একবার জামা'আত হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় সে মসজিদে জামা' আত করায় কোন দোষ নেই। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

অন্য এক দল ফকীহ বলেনঃ এমতাবস্থায় জামা'আত না করে একা সালাত আদায় করবে। সুফইয়ান, ইবনুল মুবারক, মালিক, শাফিঈ (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সকলেই এই অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করার মত গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ فِي الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করার ফযীলত

٢٢١. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ :

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَنْ شَهِدَ الْعِشَاءَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيَامُ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ" .

২২১. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি 'ইশার জামা'আতে হাযির হতে পারবে সে অর্ধ রাত্রির সালাত আদায়ের ছওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ইশা ও ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করবে সে পূর্ণ রাত্রি সালাত আদায়ের ছওয়াব পাবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَنَسٍ وَعُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ وَجُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ وَاُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِيْ مُوْسٰى وَبُرَيْدَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُثْمَانَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ مَوْقُوْفًا وَرُوِىَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ عُثْمَانَ مَرْفُوْعًا .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর, আবূ হুরায়রা, আনাস, উমারা ইব্ন আবী রুওয়ায়বা, জুনদাব, উবাই ইব্ন কা'ব, আবূ মূসা ও বুরায়দা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এ হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। আবদুর রহমান ইব্ন আবী 'আমরা (র.)-এর বরাতে উছমান (রা.) থেকে মাওকূফ রূপেও এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। একাধিক সূত্রে এটি মারফূ' রূপেও বর্ণিত হয়েছে।

٢٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللّٰهَ فِيْ ذِمَّتِهِ" .

২২২. মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)......জুন্দাব ইব্ন সুফইয়ান (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় করবে সে আল্লাহ্র দায়িত্বে থাকবে। সুতরাং তোমরা কেউ আল্লাহ্র দায়িত্বের বিষয়ে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন এ হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

٢٢٣. حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيْرٍ اَبُوْ غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ

عَنْ اِسْمٰعِيْلَ الْكَحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ الْخُزَاعِيِّ عَنْ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِي الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

২২৩. আব্বাস আল-আন্‌বারী (র.)......বুরায়দা আল-আসলামী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ যারা রাতের আঁধারে মসজিদে বেশি বেশি যাতায়াত করে তাদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ নূরের খোশ খবরী দিয়ে দাও।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى: هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مَرْفُوْعٌ هُوَ صَحِيْحٌ مُسْنَدٌ وَّمَوْقُوْفٌ اِلٰى أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يُسْنَدْ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব। তবে এ হাদীছের মাওকূফ হিসাবে বর্ণিত সনদটি সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ الصَّفِّ الْاَوَّلِ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রথম কাতারের ফযীলত

٢٢٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا " .

২২৪. কুতায়বা (র.).......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হল প্রথম কাতার। আর নিকৃষ্ট কাতার হল শেষ কাতার। পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য সর্বোত্তম কাতার হল শেষ কাতার। আর নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِيْ سَعِيْدٍ وَ أُبَيٍّ وَعَائِشَةَ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَاَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْاَوَّلِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِيْ مَرَّةً " .

এই বিষয়ে জাবির, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমার, আবূ সাঈদ, উবাই, আইশা, ইরবায ইব্‌ন সারিয়া এবং আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রথম কাতারের জন্য তিনবার এবং দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার মাগফিরাতের দু'আ করেছেন।

٢٢٥. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ "لَوْ اَنَّ النَّاسَ يَعْلَمُوْنَ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا اِلاَّ اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ".

২২৫. নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আযান এবং প্রথম কাতারে কি ছওয়াব নিহিত আছে তা যদি মানুষ জানত আর তা লাভ করার জন্য লটারি ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকত তবে তারা লটারি করে হলেও তা লাভ করত।

قَالَ حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ أَبِىْ صَالِحٍ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ مِثْلَهُ .

٢٢٦. وَحَدَّثَنَا بِذَالِكَ اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ وَقُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ نَحْوَهُ .

২২৬. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী ও কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে উপরোক্ত হাদীছটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِقَامَةِ الصُّفُوْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ কাতার সোজা করা

٢٢٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا فَخَرَجَ يَوْمًا فَرَاٰى رَجُلاً خَارِجًا صَدْرُهُ عَنِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ " .

২২৭. কুতায়বা (র.).....নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ আমাদের কাতার সোজা করে দিতেন। একদিন তিনি বেরিয়ে দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি জামা'আতের কাতার থেকে বুক বের করে দাঁড়িয়ে আছে। তখন বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতার সোজ রাখবে নইলে আল্লাহ্ তোমাদের চেহারা পালটে দিবেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالْبَرَاءِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَسٍ

وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : "مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اِقَامَةُ الصَّفِّ" .

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالاً بِاِقَامَةِ الصُّفُوْفِ فَلاَ يُكَبِّرُ حَتّٰى يُخْبَرَ اَنَّ الصُّفُوْفَ قَدِ اسْتَوَتْ .

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ : اَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذٰلِكَ وَيَقُوْلاَنِ : اِسْتَوُوْا .

وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ : تَقَدَّمْ يَافُلاَنُ تَأَخَّرْ يَا فُلاَنُ .

এই বিষয়ে জাবির ইব্ন সামুরা, বারা, জাবির ইব্ন আব্দিল্লাহ্, আনাস, আবূ হুরায়রা এবং আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

নবী করীম ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি ইরশাদ করেন ঃ কাতার সোজা করা সালতের পূর্ণতার শামিল।

উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কাতার সোজা করার জন্য লোক নিযুক্ত করেছিলেন। কাতার সোজা হওয়ার বিষয়ে তাঁকে অবহিত না করা পর্যন্ত তিনি সালাতের তাকবীর বলতেন না।

বর্ণিত আছে যে, উছমান ও আলী (রা.) বিষয়টির প্রতি খুবই লক্ষ্য রাখতেন। তাঁরা সকলকেই কাতার সোজা করতে নির্দেশ দিতেন। আলী (রা.) কাতার সোজা করতে গিয়ে বলতেন, "হে অমুক, একটু সামনে এগিয়ে আস; হে অমুক, একটু পিছনে সরে যাও।"

بَابُ مَاجَاءَ لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى

অনুচ্ছেদ ঃ "তোমাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তারা আমার কাছে দাঁড়াবে"।

٢٢٨. **حَدَّثَنَا** نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لِيَلِيَنِيْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ" .

২২৮. নাস্‌র ইব্‌ন আলী আল-জাহযামী (র.).......আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা অধিক জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান তারা আমার কাছে দাঁড়াবে। এরপর যারা তাদের অনুরূপ সে ক্রম অনুসারে দাঁড়াবে। কাতার করতে আঁকা-বাঁকা করবে না এতে তোমাদের হৃদয়ে হৃদয়েও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে পড়বে। সাবধান, বাজারের মত শোরগোল করা থেকে বেঁচে থাকবে।

قَالَ : وَ فِى الْبَابِ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ وَاَبِىْ سَعِيْدٍ وَالْبَرَاءِ وَاَنَسٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَقَدْ رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ " اَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ اَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ، لِيَحْفَظُوْا عَنْهُ " .

قَالَ : وَخَالِدٌ الْحَذَّاءُ هُوَ "خَالِدُ بْنُ مِهْرَانَ" يُكْنٰى "اَبَا الْمَنَازِلِ" .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْمٰعِيْلَ يَقُوْلُ : يُقَالُ اِنَّ خَالِدًا الْحَذَّاءَ مَا حَذَا نَعْلاً قَطُّ ، اِنَّمَا كَانَ يَجْلِسُ اِلٰى حَذَّاءٍ فَنُسِبَ اِلَيْهِ .

قَالَ : وَاَبُوْ مَعْشَرٍ اِسْمُهُ "زِيَادُ بْنُ كُلَيْبٍ" .

এই বিষয়ে উবাই ইব্‌ন কা'ব, আবূ মাসউদ, আবূ সাঈদ, বারা ও আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান, সহীহ্ ও গরীব।

নবী করীম ﷺ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ তাঁর কাছে মুহাজির ও আনসারদের দাঁড়ানো পছন্দ করতেন। যাতে তাঁরা প্রতিটি বিষয় নবী করীম ﷺ থেকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেন।

বর্ণনাকারী খালিদ আল-হায্‌যা হলেন খালিদ ইব্‌ন মিহ্‌রান। তাঁর উপনাম বা কুনিয়াত হল আবুল মানাযিল। মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন ঃ খালিদ কখনও জুতা সেলাইয়ের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন না। তবে তিনি জুতা ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে বসতেন। এই কারণে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত হয়ে তিনি আল-হাযযা বা জুতা প্রস্তুতকারী নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেন।

অপর রাবী আবূ মা'শারের পূর্ণ নাম হল যিয়াদ ইব্‌ন কুলায়ব।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِىْ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই স্তম্ভের মাঝে কাতার করা মাকরূহ

٢٢٩. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِيئِ بْنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ : "صَلَّيْنَا خَلْفَ اَمِيْرٍ مِّنَ الْاُمَرَاءِ فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: كُنَّا نَتَّقِىْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ" .

২২৯. হান্নাদ (র.).......আবদুল হামীদ ইব্‌ন মাহমূদ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ একবার জনৈক আমীরের পিছনে আমি সালাত আদায় করলাম। মানুষের চাপে বাধ্য হয়ে আমাদের দুই স্তম্ভের মাঝে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে হল। সালাত শেষে আনাস (রা.) আমাদের বললেন ঃ রাসূল ﷺ এর যুগে আমরা এই ধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকতাম।

وَفِى الْبَابِ عَنْ قُرَّةَ بْنِ اِيَاسٍ الْمُزَنِىِّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يُصَفَّ بَيْنَ السَّوَارِى .

وَبِهِ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَقَدْ رَخَّصَ قَوْمٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ فِىْ ذٰلِكَ .

এই বিষয়ে কুররা ইব্‌ন ইয়াস আল-মুযানী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ। আলিমদের একদল দুই স্তম্ভের মাঝে কাতার করা মাকরূহ বলে মত পোষণ করেন। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই। পক্ষান্তরে আরেক দল ফকীহ এর অনুমতি দিয়েছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّلَاةِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা।

٢٣٠. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : أَخَذَ زِيَادُ بْنُ أَبِى الْجَعْدِ بِيَدِىْ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ ، فَقَامَ بِىْ عَلٰى شَيْخٍ يُقَالُ لَهُ

وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ فَقَالَ زِيَادٌ : حَدَّثَنِىْ هٰذَا الشَّيْخُ : "اَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ - فَاَمَرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُّعِيْدَ الصَّلاَةَ" .

২৩০. হান্নাদ (র.)......হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা একবার রাক্কা নগরীতে ছিলাম। মুহাদ্দিছ যিয়াদ ইব্ন আবিল-জা'দ আমার হাত ধরে বনূ আসাদ গোত্রের ওয়াবিসা ইব্ন মা'বাদ নামক জনৈক বৃদ্ধ শায়খের নিকট নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে শুনিয়ে আমাকে বললেনঃ এই শায়খ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, জনৈক ব্যক্তি একবার কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছিল। রাসূল ﷺ. তখন তাঁকে সালাত পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَحَدِيْثُ وَابِصَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ اَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَقَالُوْا : يُعِيْدُ اِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ . وَبِهٖ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ : يُجْزِئُهُ اِذَا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ اِلٰى حَدِيْثِ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَيْضًا ، قَالُوْا : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ يُعِيْدُ . مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ اَبِىْ سُلَيْمَانَ وَ ابْنُ أَبِىْ لَيْلٰى وَوَكِيْعٌ .

وَرَوٰى حَدِيْثَ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ غَيْرُ وَاحِدٍ مِثْلَ رِوَايَةِ اَبِىْ الْاَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ .

وَفِىْ حَدِيْثِ حُصَيْنٍ مَا يَدُلُّ عَلٰى اَنَّ هِلاَلاً قَدْ اَدْرَكَ وَابِصَةَ .

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ فِىْ هٰذَا .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَصَحُّ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَدِيْثُ حُصَيْنٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ اَصَحُّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا عِنْدِيْ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، لاَنَّهُ قَدْ رُوِىَ مِنْ غَيْرِ حَدِيْثِ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ وَابِصَةَ .

এই বিষয়ে আলী ইব্‌ন শায়বান এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ওয়াবিসা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

আলিমগণের একদল কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা অপছন্দীয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন ঃ কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

আলিমগণের অপর একদল বলেনঃ কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তা হয়ে যাবে। এ হল ইমাম সুফইয়ান ছাওরী (ইমাম আবূ হানীফা), ইব্‌ন মুবারাক ও শাফিঈ (র.)-এর অভিমত।

হাম্মাদ ইব্‌ন আবী সুলায়মান, ইব্‌ন আবী লায়লা এবং ওয়াকী'-এর মত কূফাবাসী একদল আলিমও ওয়াবিসা ইব্‌ন মা'বাদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির মর্মানুসারে মত পোষণ করে থাকেন। তাঁরা বলেন, কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

আবুল আহওয়াস-যিয়াদ ইব্‌ন আবিল জা'দ-ওয়াবিসা (রা.)-এর মত আরও একাধিক সূত্রে হুসায়ন-হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ-এর উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণিত আছে। হুসায়ন বর্ণিত রিওয়ায়াতটি দ্বারা বুঝা যায় হিলাল (র.) ওয়াবিসা (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। এই হাদীছটির সনদের বিষয়ে হাদীছবেত্তাগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। তাঁদের কেউ কেউ বলেন, আম্‌র ইব্‌ন মুর্‌রা-হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ-আম্‌র ইব্‌ন রাশিদ-ওয়াবিসা (রা.) সনদটি অধিকতর সহীহ। অপর একদল বলেন, হুসায়ন-হিলাল ইব্‌ন ইয়সাফ-যিয়াদ ইব্‌ন আবিল জা'দ-ওয়াবিসা (রা.) সনদটি অধিকতর সহীহ।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আম্‌র ইব্‌ন মুর্‌রা বর্ণিত রিওয়ায়াতটির তুলনায় আমার মতে এই সনদটিই অধিকতর সহীহ। কেননা আম্‌র ইব্‌ন মুর্‌রা হিলাল ইব্‌ন ইয়াসাফ-এর বরাত ছাড়াও যিয়াদ ইব্‌ন আবিল জা'দ (আম্‌র ইব্‌ন রাশিদের স্থলে)-ওয়াবিসা ইব্‌ন মা'বাদ (রা.) সূত্রের উল্লেখ করেছেন।

٢٣١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو

بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ : "أَنَّ رَجُلاً صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاَةَ " .

২৩১. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার–মুহাম্মদ ইব্ন জাফার–শু'বা–আম্র ইব্ন মুর্রা হিলাল ইব্ন ইয়াসাফ–আম্র ইব্ন রাশিদ–ওয়াবিসা (রা.) বর্ণনা করেন যে জনৈক ব্যক্তি একবার কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। রাসূল ﷺ তখন তাকে সালাত পুনরায় আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ يَقُوْلُ :سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ :اِذَا صَلَّى الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاِنَّهُ يُعِيْدُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ ওয়াকী' (র.) বলেছেন, কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে পুনরায় তা আদায় করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرَّجُلِ يُصَلِّيْ وَمَعَهُ رَجُلٌ

অনুচ্ছেদ ঃ এক ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে সালাত আদায় করা

٢٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَطَّارُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :"صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَأْسِيْ مِنْ وَرَائِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ " .

২৩২. কুতায়বা (র.).......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, একরাতে রাসূল ﷺ–এর সঙ্গে আমি সালাত আদায় করেছিলাম। আমি তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন তিনি আমার পিছন দিয়ে মাথায় ধরে আমাকে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন।

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ قَالُوْا: اِذَا كَانَ الرَّجُلُ مَعَ الْاِمَامِ يَقُوْمُ عَنْ يَمِيْنِ الْاِمَامِ

সামুরা ইব্‌ন জুনদুব (রা.) বর্ণিত হাদীছটির অন্যতম রাবী ইসমাঈল ইব্‌ন মুসলিম আল-মক্কীর স্মরণশক্তির বিষয়ে হাদীছবেত্তাগণের কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ وَمَعَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষ ও নারী উভয়সহ সালাত আদায় করা

٢٣٤. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اِسْحٰقَ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ "اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : قُوْمُوْا فَلْنُصَلِّ بِكُمْ قَالَ اَنَسٌ : فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِالْمَاءِ ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ عَلَيْهِ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ " .

২৩৪. ইসহাক আল-আনসারী (র.).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতামহী মুলায়কা (রা.) একবার খানা তৈরি করে রাসূল ﷺ -কে তাঁর ঘরে দাওয়াত করেছিলেন। রাসূল ﷺ এসে খানা খেয়ে বললেন, দাঁড়াও, তোমাদের নিয়ে সালাত আদায় করে নেই।

আনাস (রা.) বলেন, আমি তখন উঠে আমাদের একটা চাটাই নামিয়ে আনলাম। এটি বহু ব্যবহারে কালচে হয়ে পড়েছিল ; তাই তা সামান্য পানি ছিটিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। রাসূল . ﷺ এতে সালাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। আমি ও আমার ভাই ইয়াতীমও পিছনে দাঁড়ালেন। আর বৃদ্ধা মহিলা আমাদের পিছনে দাঁড়ালেন। রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন পরে চলে গেলেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَنَسٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوْا : اِذَا كَانَ مَعَ الْاِمَامِ رَجُلٌ وَامْرَاَةٌ قَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِيْنِ الْاِمَامِ وَالْمَرْاَةُ خَلْفَهُمَا .

وَقَدِاحْتَجَّ بَعْضُ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ فِيْ اِجَازَةِ الصَّلَاةِ اِذَا كَانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ وَقَالُوْا : اِنَّ الصَّبِيَّ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَلَاةٌ وَكَاَنَّ اَنَسًا كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَحْدَهُ فِي الصَّفِّ .

وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلٰى مَاذَهَبُوْا اِلَيْهِ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيْمِ خَلْفَهُ فَلَوْلَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْيَتِيْمِ صَلَاةً لَمَا اَقَامَ الْيَتِيْمَ مَعَهُ وَلَاَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ : اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ .

وَفِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلَالَةٌ اَنَّهُ اِنَّمَا صَلّٰى تَطَوُّعًا اَرَادَ اِدْخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمْ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের সাথে যদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থাকে তবে পুরুষটি ইমামের ডান পাশে এবং মহিলাটি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত জায়েয হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের কেউ কেউ এই হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। তারা বলেন ঃ বালকটির সালাত ধর্তব্যের নয়। সুতরাং এখানে রাসূল ﷺ-এর পিছনে আনাস (রা.) একা দাঁড়িয়েছিলেন বলে ধরা যায়।

কিন্তু এই ধরনের প্রমাণ পেশ করা বস্তুত ঠিক নয়। কারণ, রাসূল ﷺ তাঁর পিছনে আনাস (রা.)-এর সাথে এক বালককেও দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি যদি তার সালাতকে ধর্তব্য বলে গণ্য না করতেন তবে কখনও তাকে আনাস (রা.)-এর সঙ্গে দাঁড় করাতেন না বরং অবশ্যই আনাস (রা.)-কে তাঁর পাশে দাঁড় করাতেন। কেননা মূসা ইব্ন আনাস-এর সূত্রে আনাস (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মূল হাদীছটি দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, উক্ত পরিবারের লোকদের বরকত দানের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ নফল হিসাবে ঐ দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম হওয়ার অধিক হকদার কে ?

٢٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ :سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ :قَالَ

وَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلٰى مَاذَهَبُوْا اِلَيْهِ لِاَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَقَامَهُ مَعَ الْيَتِيْمِ خَلْفَهُ فَلَوْلَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ جَعَلَ لِلْيَتِيْمِ صَلَاةً لَمَا اَقَامَ الْيَتِيْمَ مَعَهُ وَلَاَقَامَهُ عَنْ يَّمِيْنِهِ . وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَنَسٍ : اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فَاَقَامَهُ عَنْ يَّمِيْنِهِ .

وَفِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ دَلَالَةٌ اَنَّهُ اِنَّمَا صَلّٰى تَطَوُّعًا اَرَادَ اِدْخَالَ الْبَرَكَةِ عَلَيْهِمْ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আনাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। আলিমগণ এতদনুসারে আমল করছেন। তাঁরা বলেন, ইমামের সাথে যদি একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থাকে তবে পুরুষটি ইমামের ডান পাশে এবং মহিলাটি ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

কাতারের পিছনে একা দাঁড়িয়ে সালাত জায়েয হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের কেউ কেউ এই হাদীছটিকে দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। তারা বলেন ঃ বালকটির সালাত ধর্তব্যের নয়। সুতরাং এখানে রাসূল ﷺ-এর পিছনে আনাস (রা.) একা দাঁড়িয়েছিলেন বলে ধরা যায়।

কিন্তু এই ধরনের প্রমাণ পেশ করা বস্তুত ঠিক নয়। কারণ, রাসূল ﷺ তাঁর পিছনে আনাস (রা.)-এর সাথে এক বালককেও দাঁড় করিয়েছিলেন। তিনি যদি তার সালাতকে ধর্তব্য বলে গণ্য না করতেন তবে কখনও তাকে আনাস (রা.)-এর সঙ্গে দাঁড় করাতেন না বরং অবশ্যই আনাস (রা.)-কে তাঁর পাশে দাঁড় করাতেন। কেননা মূসা ইব্‌ন আনাস-এর সূত্রে আনাস (রা.) থেকে এ-ও বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। তখন তিনি তাঁকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন।

এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মূল হাদীছটি দ্বারা এই কথাও বুঝা যায় যে, উক্ত পরিবারের লোকদের বরকত দানের উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ নফল হিসাবে ঐ দু' রাক'আত সালাত আদায় করেছিলেন।

بَابُ مَاجَاءَ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমাম হওয়ার অধিক হকদার কে ?

٢٣٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ : وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ :سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ :قَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَكْبَرُهُمْ سِنًّا ، وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ" . قَالَ مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ : قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِىْ حَدِيْثِهِ : "اَقْدَمُهُمْ سِنًّا" .

২৩৫. হান্নাদ ও মাহমূদ (র.)......আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌র কিতাব কুরআন অধ্যয়নে যে অধিক পারদর্শী সে ইমাম হবে। যদি অধ্যয়ন ক্ষেত্রে সকলেই এক বরাবর হয় তবে সুন্নাহ্ সম্পর্কে যে বেশি জ্ঞানী সে ইমামত করবে, সুন্নাহ্‌র ক্ষেত্রে সমান সমান হলে যে অগ্রে হিজরত করেছে সে ; আর হিজরতের ক্ষেত্রে এক সমান হলে যার বয়স বেশি সে ইমাম হবে। কারো কর্তৃত্বাধীন স্থানে তার অনুমতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ইমামত করবে না এবং কারো বাড়িতে তার নিজস্ব বসার স্থানে অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কেউ বসবে না।

বর্ণনাকারী মাহমূদ বলেন, ইব্‌ন নুমায়র তাঁর রিওয়ায়াতে اكبرهم سنا-এর স্থলে اقدمهم سنا শব্দ ব্যবহার করেছেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَعَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ .

قَالُوْا اَحَقُّ النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ .

وَقَالُوْا : صَاحِبُ الْمَنْزِلِ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ ، اِذَا اَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ فَلاَبَأْسَ اَنْ يُصَلِّىَ بِهِ .

وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَقَالُوا السُّنَّةُ اَنْ يُصَلِّىَ صَاحِبُ الْبَيْتِ .

قَالَ اَحْمَدُبْنُ حَنْبَلٍ :وَقَوْلُ النَّبِىِّ ﷺ وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ فِىْ بَيْتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ" فَاِذَا اَذِنَ فَاَرْجُوْ اَنَّ الْاِذْنَ فِى الْكُلِّ وَلَمْ

يَرَىٰ بِهِ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ .

এই বিষয়ে আবূ সাঈদ, আনাস ইব্‌ন মালিক, মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিছ এবং আমর ইব্‌ন সালিমা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবূ মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, আল্লাহ্‌র কিতাব সম্পর্কে অধিক পাঠ অভিজ্ঞ এবং সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি ইমামতের সর্বাপেক্ষা হকদার। তাঁরা আরও বলেন, বাড়ির মালিক যিনি, তিনিই তাঁর বাড়িতে ইমামতের বেশি হক রাখেন। আলিমদের কতক বলেন, বাড়ির মালিক যদি অন্য কাউকে ইমামত করার অনুমতি দেন তবে তার ইমামত করায় কোন দোষ নেই। আবার কতকজন এমতাবস্থায় ইমামত করা মাকরূহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তারা বলেন, সুন্নাত হল বাড়ির কর্তারই ইমামত করা।

'অনুমতি ভিন্ন কারো কর্তৃত্বাধীন এলাকায় অন্য কেউ ইমামত করবে না এবং কারো বাড়িতে অনুমতি ভিন্ন তার নিজস্ব বসার স্থানে বসবে না'–রাসূল ﷺ–এর এই উক্তির ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র.) বলেন, যদি অনুমতি দেওয়া হয় তবে সর্বক্ষেত্রেই সেই অনুমতি প্রযোজ্য হবে বলে আমি মনে করি। অনুমতি দিলে সালাতের ইমামতীতে কোন দোষ হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ

অনুচ্ছেদ ঃ তোমাদের কেউ যদি লোকদের ইমামত করে তবে সে যেন সংক্ষেপে সালাত আদায় করে।

٢٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمَرِيضَ ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ" .

২৩৬. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি লোকদের ইমামত করে তবে সে যেন সংক্ষেপে সালাত আদায় করে। কেননা, জামাআতের লোকদের মধ্যে শিশু, বয়ঃবৃদ্ধ, দুর্বল ও অসুস্থ লোকও থাকে। আর কেউ যদি একাকী সালাত আদায় করে তবে সে যেভাবে ইচ্ছা তা আদায় করতে পারে।

ل اَبُوْ عِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ وَاَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ

ـالِكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبِىْ وَاقِدٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ وَأَبِىْ مَسْعُوْدٍ

ـجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

ـالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ـهُوَ قَوْلُ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ : اِخْتَارُوْا اَنْ لاَّ يُطِيْلَ الاِمَامُ الصَّلاَةَ مَخَافَةَ

ـلْمُشَقَّةِ عَلَى الضَّعِيْفِ وَالْكَبِيْرِ وَالْمَرِيْضِ .

ـالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَأَبُو الزِّنَادِ اِسْمُهُ "عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ ذَكْوَانَ" .

وَالْاَعْرَجُ هُوَ "عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْمَدِيْنِىُّ" وَيُكْنٰى "اَبَا دَاوُدَ" .

এই বিষয় আদী ইব্‌ন হাতিম, আনাস, জাবির ইব্‌ন সামুরা, মালিক ইব্‌ন আব্‌দিল্লাহ্‌, আবূ ওয়াকিদ, উছমান ইব্‌ন আবিল আস, আবূ মাসঊদ, জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ্‌ ও ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ–এর অভিমত এই যে, দুর্বল, বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিদের কষ্ট হবে আশংকায় ইমাম সালাত দীর্ঘ করবেন না।

রাবী আবূ–যিনাদের নাম হল আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন যাকওয়ান। আ'রাজের নাম হল আবদুর রহমান ইব্‌ন হুরমুয আল মাদীনী, তার উপনাম হল আবূ দাউদ।

٢٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :"كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَخَفِّ النَّاسِ صَلاَةً فِىْ تَمَامٍ" .

২৩৭. কুতায়বা (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সংক্ষেপে সালাত আদায় করতেন, তবে তা হত পূর্ণাঙ্গ।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَاِسْمُ أَبِىْ عَوَانَةَ "وَضَّاحٌ" .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : سَأَلْتُ قُتَيْبَةَ قُلْتُ أَبُوْ عَوَانَةَ مَا اِسْمُهُ ؟

قَالَ : وَضَّاحٌ قُلْتُ اَيْنَ مَنْ ؟ قَالَ : لاَاَدْرِىْ كَانَ عَبْدًا لِاِمْرَأَةٍ بِالْبَصْرَةِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

রাবী আবূ আওয়ানা-এর নাম হল ওয়ায্যাহ্। ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আমি কুতায়বা (র.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আবূ আওয়ানার নাম কি? তিনি বললেনঃ ওয়ায্যাহ্। আমি বললাম ঃ ইনি কোন স্থানের ? তিনি বললেন জানি না। তিনি ছিলেন বসরার জনৈকা মহিলার দাস।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَحْرِيْمِ الصَّلاَةِ وَتَحْلِيْلِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ যে বিষয় সালাতে অন্য জিনিস হারাম করে এবং যে বিষয় অন্য জিনিস হালাল করে সে বিষয়ের বিবরণ ঃ

٢٣٨. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيْعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ طَرِيْفٍ السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . "مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدِ وَسُوْرَةٍ فِيْ فَرِيْضَةٍ اَوْ غَيْرِهَا " .

২৩৮. সুফ্ইয়ান ইব্ন ওয়াকী' (র.)......আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ সালাতের চাবি হল তাহারাত। তাকবীর তাহ্রীমা (সালাতের পরিপন্থী) সকল কাজ হারাম করে দেয় আর সালাম তা হালাল করে। কেউ যদি সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা না পড়ে তবে তার সালাত হয় না-তা ফরয হোক বা অন্য কিছু।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ .

قَالَ : وَحَدِيْثُ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ فِيْ هٰذَا اَجْوَدُ اِسْنَادًا وَاَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَقَدْ كَتَبْنَاهُ فِيْ اَوَّلِ "كِتَابِ الْوُضُوْءِ" .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ :اَنَّ تَحْرِيْمَ الصَّلاَةِ التَّكْبِيْرُ وَلاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ دَاخِلاً فِى الصَّلاَةِ اِلاَّ بِالتَّكْبِيْرِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَسَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ اَبَانٍ مُسْتَمْلِيَ وَكِيْعٍ يَقُوْلُ :

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اِبْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ : "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا" . وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ وَاَخْطَأَ يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ فِى الْحَدِيْثِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বললেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই হাদীছটি হাসান। একাধিক রাবী আবূ যি'ব-এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাতে দাখিল হতেন তখন দুই হাত প্রসারিত করে উঠাতেন।

এই রিওয়ায়াতটি ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামানের বরাতে বর্ণিত আগের রিওয়ায়াতটির তুলনায় অধিক সহীহ। ইব্‌ন ইয়ামান এই হাদীছটির বর্ণনায় ভুল করেছেন।

٢٤٠. قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِىُّ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدِبْنِ سِمْعَانَ قَالَ :سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : " كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا " .

২৪০. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দির রহমান-উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্দিল মাজীদ আল-হানাফী ইব্‌ন আবী যি'ব (র.)-এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন তখন হাত দু'টি প্রসারিত করে উপরে তুলতেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ وَحَدِيْثُ يَحْيَى بْنِ الْيَمَانِ خَطَأٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেছেন, এই রিওয়ায়াতটি ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইয়ামানের রিওয়ায়াতের তুলনায় অধিক সহীহ। ইব্‌ন ইয়ামানের রিওয়ায়াতে ভুল বিদ্যমান।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى

অনুচ্ছেদ ঃ তকবীরে উলার ফযীলত

٢٤١. حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ وَنَصْرُبْنُ عَلِىٍّ الْجَهْضَمِىُّ قَالاَ :حَدَّثَنَا أَبُوْ قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "مَنْ صَلّٰى لِلّٰهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فِىْ جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ

التَّكْبِيْرَةَ الْأُوْلٰى كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَتَانِ : بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ " .

২৪১. উকবা ইব্‌ন মুকরাম ও নাসর ইব্‌ন আলী (র.)......আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, কেউ যদি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে চল্লিশ দিন তাকবীরে উলার সাথে জামা'আতে সালাত আদায় করে তবে তাকে দু'টি মুক্তি সনদ লিখে দেয়া হয় একটি হল জাহান্নাম থেকে মুক্তির, অপরটি হল মুনাফিকী থেকে মুক্তির।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ اَنَسٍ مَوْقُوْفًا وَلاَ اَعْلَمُ اَحَدًا رَفَعَهُ اِلاَّ مَارَوٰى سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ .

وَاِنَّمَا يُرْوٰى هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ الْبَجَلِىِّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَوْلُهُ " .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِىْ حَبِيْبٍ الْبَجَلِىِّ عَنْ اَنَسٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

وَرَوٰى اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

وَهٰذَا حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ ، وَهُوَ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ لَمْ يُدْرِكْ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ .

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ : حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ يُكْنٰى "اَبَا الْكَشُوْثٰى" وَيُقَالُ "اَبُوْ عُمَيْرَةَ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আনাস (রা.) থেকে মওকূফরূপেও এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। সাল্‌ম ইব্‌ন কুতায়বা-তু'মা ইব্‌ন আম্‌র-এর সূত্র ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে এটি মারফূ' হিসাবে বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। হাবীব ইব্‌ন আবী হাবীব আল-বাজালী (র.)-এর বরাতে এটি আনাস (রা.)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। ইসমাঈল ইব্‌ন আয়্যাশ (র.) এটিকে উমারা ইব্‌ন গাযিয়্যা-আনাস ইব্‌ন মালিক-'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.) সূত্রে রাসূল ﷺ-এর হাদীছ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তবে এই রিওয়ায়াতটি মাহফূজ

বা সংরক্ষিত নয়। এটি মুরসাল। কেননা, উমারা ইব্‌ন গাযিয়্যা (র.)-এর আনাস (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ ঘটেনি।

মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসমাঈল বুখারী (র.) বলেন, হাবীব ইব্‌ন আবী হাবীব-এর উপনাম হল আবুল কাশূছা; আবূ উমায়রাও বলা হয়।

بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতের শুরুতে কি বলবে

٢٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلاَةِ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " .

২৪২. মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-বসরী (র.)...... আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন রাতে সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাকবীরের পর বলতেনঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

হে আল্লাহ্, পবিত্রতা এবং প্রশংসা আপনারই; বরকতময় আপনার নাম, অত্যুচ্চ আপনার মর্যাদা, আর কোন ইলাহ নেই আপনি ছাড়া।

এরপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا

পরে বলতেন ঃ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " .

আমি পানাহ্ চাই আল্লাহ্‌র যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ, অভিশপ্ত শয়তান ও তার ওয়াস-ওয়াসা, দম্ভ ও যাদু-টোনা থেকে।

قَالَ أَبُوْعِيْسٰى : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرٍ،

وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ وَابْنِ عُمَرَ .

قَالَ أَبُوْ عِيسَى : وَحَدِيْثُ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَشْهَرُ حَدِيثٍ فِيْ هٰذَا الْبَابِ .

وَقَدْ أَخَذَ قَوْمٌ مِّنْ اَهْلِ الْعِلْمِ بِهٰذَا الْحَدِيثِ .

وَاَمَّا اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ فَقَالُوْا مِمَّا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ :

"سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ "

وَهٰكَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَغَيْرِهِمْ .

وَقَدْ تُكُلِّمَ فِيْ اِسْنَادِ حَدِيْثِ اَبِيْ سَعِيْدٍ كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ يَتَكَلَّمُ فِيْ عَلِيِّ

بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ وَقَالَ اَحْمَدُ لاَيَصِحُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ .

এই বিষয়ে আলী, আইশা, আব্‌দুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ, জাবির, জুবায়র ইব্‌ন মুত’ইম ও ইব্‌ন উমর (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই বিষয়ে আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আলিমগণের একদল এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ্ বলেন যে, রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাকবীরের পর বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

উমর ইবনুল খাত্তাব ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। অধিকাংশ তাবিঈ ও অপরাপর আলিমগণ অনুরূপ আমল গ্রহণ করেছেন।

আবূ সাঈদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটির সনদ সম্পর্কে হাদীছ বিশেষজ্ঞগণ সমালোচনা করেছেন। প্রখ্যাত হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র.) এই হাদীছের রাবী আলী ইব্‌ন আলী আর-রিফাঈ-এর সমালোচনা করেছেন। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন এই হাদীছটি সহীহ্ নয়।

٢٤٣. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ وَيَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالاَ : حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ اَبِي الرِّجَالِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا

افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ : سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ

وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ " .

২৪৩. হাসান ইব্‌ন আরাফা ও ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......আইশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সালাত শুরু করার পর বলতেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ .

قَالَ أَبُو عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَحَارِثَةُ قَدْ تُكُلِّمَ فِيْهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .

وَأَبُو الرِّجَالِ اِسْمُهُ "مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَدِيْنِيُّ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই সূত্রটি ছাড়া অন্য কোন সূত্রে এই হাদীছটি সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। রাবী হারিছার স্মরণশক্তি সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। আর আবুর-রিজালের নাম হল, মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আবদির রাহমান।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ تَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম জোরে না পড়া

٢٤٤. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرٰهِيْمَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُبْنُ اَبِى اِيَاسٍ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَايَةَ عَنْ اِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ :"سَمِعَنِىْ اَبِىْ وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ اَقُوْلُ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : فَقَالَ لِى : اَىْ بُنَىَّ مُحْدَثٌ اِيَّاكَ وَالْحَدَثَ ، قَالَ : وَلَمْ اَرَ اَحَدًا مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اَبْغَضَ اِلَيْهِ الْحَدَثُ فِى الْاِسْلاَمِ، يَعْنِىْ :مِنْهُ قَالَ :وَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ . وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقُوْلُهَا فَلاَ تَقُلْهَا اِذَا اَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلْ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

২৪৪. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)......ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন মুগাফ্‌ফাল (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ একদিন আমার পিতা আমাকে সালাতের মধ্যে জোরে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে শুনে বললেনঃ প্রিয় বৎস, এ ধরনের কাজ বিদ'আত। তুমি অবশ্যই বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকবে। সাহাবীগণের নিকট ইসলামে বিদ'আত সৃষ্টি করার চেয়ে ঘৃণিত আর কোন বিষয় ছিল বলে আমি দেখিনি। তিনি আরো বললেনঃ আমি রাসূল ﷺ, আবূ বকর, উমর, উছমান (রা.) সকলের সঙ্গে সালাত আদায় করেছি কিন্তু কাউকেই সালাতে এরূপভাবে জোরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি। সুতরাং তুমিও এরূপভাবে বলবে না। যখন সালাতে দাঁড়াবে তখন পড়বে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন.....।

৩০—

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ .

وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ : لاَيَرَوْنَ اَنْ يَّجْهَرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالُوْا : وَيَقُوْلُهَا فِيْ نَفْسِهِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান।

আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী (র.) প্রমুখ সাহাবী এবং অধিকাংশ তাবিঈ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন। [ইমাম আবূ হানীফা,] সুফইয়ান ছাওরী, ইব্ন মুবারাক, আহমদ, ইসহাক (র.)-এর অভিমতও এই। তাঁরা সালাতে বিসমিল্লাহ......জোরে পড়ার বিধান দেন না। তাঁরা বলেন, নীরবে তা পাঠ করবে।

بَابُ مَنْ رَاَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে জোরে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম পড়া

٢٤٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ :حَدَّثَنِىْ اِسْمٰعِيْلُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ اَبِىْ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" .

২৪৫. আহমাদ ইব্ন আব্দা (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমের মাধ্যমে তাঁর সালাত শুরু করতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِذَاكَ .

وَقَدْ قَالَ بِهٰذَا عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ : اَبُوْهُرَيْرَةَ وَابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ : رَأَوْا الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ .

وَاِسْمٰعِيْلُ بْنُ حَمَّادٍ هُوَ ابْنُ أَبِىْ سُلَيْمَانَ .

وَاَبُوْخَالِدٍ يُقَالُ هُوَ اَبُوْخَالِدٍ الْوَالِبِيُّ وَاسْمُهُ "هُرْمُزُ" وَهُوَكُوْفِىٌّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটির সনদ তেমন শক্তিশালী নয়।

আবূ হুরায়রা, ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস, ইব্নুয্ যুবায়র (রা.)-এর মত কতিপয় সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী কিছু তাবিঈ সালাতে বিসমিল্লাহ....জোরে পড়ার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম শাফিঈ, ইসমাঈল ইব্ন হাম্মাদ-ইনি হলেন ইব্ন আবী সুলায়মান, আবূ খালিদ (র.)ও অনুরূপ অভিমত দিয়েছেন। এই আবূ খালিদ হলেন আবূ খালিদ আল-ওয়ালিবী, তাঁর নাম হল হুরমুয। ইনি ছিলেন কূফার বাসিন্দা।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ افْتِتَاحِ الْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন-এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করা

٢٤٦. **حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ** حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ " .

২৪৬. কুতায়বা (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ আবূ বক্‌র, উমর, উছমান (রা.) সকলেই আল-হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন থেকে কিরাআত শুরু করতেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

قَالَ الشَّافِعِيُّ :اِنَّمَا مَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الْقِرَاَةَ بِالْحَمْدُلِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مَعْنَاهُ : اَنَّهُمْ كَانُوْا يَبْدَءُوْنَ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ السُّوْرَةِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اَنَّهُمْ كَانُوْا لاَيَقْرَءُوْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَرَى اَنْ يُّبْدَاَ بِبِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاَنْ يُّجْهَرَ بِهَا اِذَا جُهِرَ بِالْقِرَاءَةِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তীযুগের আলিমগণ অনুরূপ আমল করেছেন। তাঁরা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন"-থেকে কিরাআত শুরু করতেন।

ইমাম শাফিঈ (র.) বলেন ঃ রাসূল ﷺ, আবূ বকর, উমর ও উছমান (রা.) আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন–এর মাধ্যমে কিরাআত শুরু করতেন–এই হাদীছটির মর্ম হল যে, তাঁরা সূরা পাঠের পূর্বেই সূরা ফাতিহা পড়তেন। এ কথা নয় যে, তাঁরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করতেন না। ইমাম শাফিঈ (র.) মনে করেন যে, সালাত বিসমিল্লাহ .....পাঠের মাধ্যমে শুরু করতে হবে এবং কিরাআত জোরে পাঠ করা হলে বিসমিল্লাহ...ও জোরে পাঠ করতে হবে।

بَابُ مَاجَاءَ اَنَّهُ لاَ صَلاَةَ اِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফাতিহা ব্যতীত সালাত হয় না

٢٤٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ عُمَرَ الْمَكِّيُّ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ الْعَدَنِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ" .

২৪৭. মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া ইব্‌ন আবী উমর ও আলী ইব্‌ন হুজর (র.)......উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি ফাতিহাতুল কিতাব (সূরা ফতিহা) পাঠ করবে না তার সালাত হবে না।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَاَنَسٍ . وَاَبِىْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا : لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ اِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ .

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ : كُلُّ صَلاَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ .

وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى عُمَرَ يَقُولُ : اِخْتَلَفْتُ اِلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً، وَكَانَ الْحُمَيْدِىُّ اَكْبَرَ مِنِّى بِسَنَةٍ . وَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِى عُمَرَ يَقُولُ : حَجَجْتُ سَبْعِيْنَ حَجَّةً مَاشِيًا عَلَى قَدَمَىَّ .

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আইশা, আনাস, আবূ কাতাদা ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, উবাদা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

উমর ইবনুল খাত্তাব, আলী ইব্ন আবী তালিব, জাবির ইব্ন আবদিল্লাহ্, ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) প্রমুখ সাহাবী এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতিরেকে সালাত জায়েয হবে না। ইব্ন মুবারাক, শাফিঈ, আহমদ, ইসহাক (র.)ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّأْمِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলা

٢٤٨. حَدَّثَنَا بُنْدَارُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ : اٰمِيْنَ ، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ .

২৪৮. বুনদার (র.)......ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ-কে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পাঠের পর "আমীন" বলতে শুনেছি। আর তিনি দীর্ঘস্বরে তা পাঠ করেছেন।

قَالَ وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِىٍّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ - يَرَوْنَ اَنَّ الرَّجُلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّأْمِيْنِ وَلاَ يُخْفِيْهَا .

وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَرَوٰى شُعْبَةُ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ اَبِى الْعَنْبَسِ عَنْ

عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ : اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ : اٰمِيْنَ ، وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ " .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ : حَدِيْثُ سُفْيَانَ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فِىْ هٰذَا وَاَخْطَاَ شُعْبَةُ فِىْ مَوَاضِعَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ : "عَنْ حُجْرِ اَبِى الْعَنْبَسِ " وَاِنَّمَا هُوَ "حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَيُكْنٰى اَبَا السَّكَنِ " وَزَادَ فِيْهِ "عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ وَلَيْسَ فِيْهِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَاِنَّمَا هُوَ : عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَقَالَ : "وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ " اِنَّمَا هُوَ "وَمَدَّبِهَا صَوْتَهُ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَ سَاَلْتُ اَبَا زُرْعَةَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ : حَدِيْثُ سُفْيَانَ فِىْ هٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ ، قَالَ : وَ رَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ الْاَسَدِىُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ .

এই বিষয়ে আলী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ওয়াইল ইব্ন হুজ্‌র (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্। একাধিক সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিম এই মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেনঃ নীরবে না বলে আমীন উচ্চৈস্বরে পাঠ করতে হবে।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.)-এর অভিমত এ-ই।

২৪৯. শু'বা (র.) এই হাদীছটি সালামা ইব্ন কুহায়ল-হুজ্‌র আবুল আম্বাস-আলকামা ইব্ন ওয়াইল - তার পিতা ওয়াইল (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ পাঠের পর আস্তে, আমীন বলেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ মুহাম্মদ আল-বুখারী (র.)-কে বলতে শুনেছি যে, এই বিষয়ে সুফ্ইয়ান (র.) বর্ণিত রিওয়ায়াতটি (২৪৮ নং) শু'বার রিওয়ায়তটি (২৪৯ নং) থেকে অধিকতর সহীহ্। শু'বা এই রিওয়ায়াতটির একাধিক স্থানে ভুল করেছেন। ক. তিনি সনদে হুজ্‌র আবুল আম্বাস-এর কথা বলেছেন অথচ তিনি হলেন হুজ্‌র ইবনুল আম্বাস, তাঁর উপনাম হল আবুস সাকান; খ. আলকামা ইব্ন ওয়াইলের নাম অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন অথচ এই সনদে আলকামার উল্লেখ হবে না; প্রকৃত সনদটি হল, হুজ্‌র ইব্ন আম্বাস-ওয়াইল ইব্ন হুজ্‌র (রা.) গ. তাঁর বর্ণনায় আছে। خفض بها صوته রাসূল ﷺ নিম্নস্বরে আমীন পাঠ করেছেন অথচ প্রকৃত কথা হল مدبها صوته তিনি উচ্চস্বরে তা পাঠ করেছেন।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আমি ইমাম আবূ যুরআকেও এই হাদীছটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেনঃ সুফইয়ানের রিওয়ায়াতটিই অধিক সহীহ্।

আলা ইব্ন সালিহ্ আল-আসাদীও সালামা ইব্ন কুহায়লের সূত্রে এই হাদীছটি সুফইয়ানের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسَى : حَدَّثَنَا أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَبَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحِ الْاَسَدِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ حَدِيْثِ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন আবান-আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমায়র আলা ইব্ন সালিহ আল-আসাদী-ইব্ন কুহায়ল-হুজ্‌র ইব্ন আম্বাস-ওয়াইল ইব্ন হুজ্‌র সূত্রে সুফ্ইয়ানের অনুরূপ এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ فَضْلِ التَّامِيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ আমীন বলার ফযীলত

٢٥٠. حَدَّثَنَا اَبُوْ كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

২৫০. আবূ কুরায়ব মুহাম্মাদ ইবনুল আলা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ ইমাম যখন আমীন বলবে তোমরাও তখন আমীন বলবে। কারণ ফেরেশতাগণের আমীন বলার সাথে যার আমীন বলা হবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে।

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِي السَّكْتَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে দুইবার নীরবতা প্রসঙ্গে

٢٥١. حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ : "سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

فَاَنْكَرَ ذٰلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَقَالَ حَفِظْنَا سَكْتَةً - فَكَتَبْنَا اِلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَكَتَبَ اُبَىٌّ اَنْ حَفِظَ سَمُرَةُ " قَالَ سَعِيْدٌ : فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ مَاهَاتَانِ السَّكْتَتَانِ ؟ قَالَ : اِذَا دَخَلَ فِىْ صَلاَتِهٖ وَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذٰلِكَ : وَاِذَا قَرَأَ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ : وَكَانَ يُعْجِبُهُ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاَةِ اَنْ يَّسْكُتَ حَتّٰى يَتَرَادَّ اِلَيْهِ نَفَسُهُ .

২৫১. মুহাম্মাদ ইবনুল মুছান্না (র.)......সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ থেকে সালাতে দুই স্থানে নীরবতার কথা স্মরণ রেখেছি। ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা.) এ কথা প্রত্যাখান করে বললেন ঃ আমরা এক স্থানের নীরবতার কথা জানি। রাবী হাসান বলেন, আমরা এই বিষয়ে মদীনার উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা.)–কে লিখলে তিনি আমাদের লিখে জানালেন যে, সামুরাই সঠিক স্মরণ রেখেছেন।

রাবী সাঈদ বলেনঃ আমরা কাতাদাকে বললাম, এই নীরবতার স্থান কোন দুইটি ?

তিনি বললেনঃ একটি হল, সালাত শুরুর পর; আরেকাটি হল, কিরাআতের পর। পরবর্তীতে তিনি বলেছিলেন, আরেকটি হল, وَلاَ الضَّالِّيْنَ পাঠের পর। শ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসার উদ্দেশ্যে কিরাআত শেষে কিছুক্ষণ নীরব থাকা তিনি পছন্দ করতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ سَمُرَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ لِلْاِمَامِ اَنْ يَسْكُتَ بَعْدَ مَايَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاَةِ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ وَاَصْحَابُنَا .

এই বিষয়ে আবূ হুরায়ারা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ সামুরা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

একাধিক আলিম এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা সালাত শুরুর পর এবং কিরাআত শেষে কিছুক্ষণ নীরব থাকা ইমামের জন্য মুস্তাহাব বলে মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আহমদ, ইসহাক (র.) ও আমাদের উস্তাদগণের অভিমত এ–ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ وَضْعِ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

٢٥٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ" .

২৫২. কুতায়বা (র.)........কাবীসা ইব্‌ন হুলব তাঁর পিতা হুলব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ যখন আমাদের ইমামত করতেন তখন ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধারণ করতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَغُطَيْفِ بْنِ الْحٰرِثِ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ هُلْبٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَرَوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ يَمِيْنَهُ عَلٰى شِمَالِهٖ فِى الصَّلاَةِ .

وَرَأَى بَعْضُهُمْ اَنْ يَّضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَأَى بَعْضُهُمْ اَنْ يَّضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ .

وَاِسْمُ هُلْبٍ يَزِيْدُ بْنُ قُنَافَةَ الطَّائِىُّ .

এই বিষয়ে ওয়াইল ইব্‌ন হুজর, গুতায়ফ ইবনুল হারিছ, ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন মাসউদ ও সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.)-বলেন, হুলব (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তীযুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন। তাঁরা সালাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ উভয় হাত নাভির উপর স্থাপন করার আর কেউ কেউ নাভির নীচে স্থাপন করার অভিমত দিয়েছেন। তবে আলিমগণের নিকট এই উভয় সুরতেরই অবকাশ রয়েছে।

হুল্‌ব (রা.)-এর নাম হল ইয়াযীদ ইব্‌ন কুনাফা আত্-তাঈ।

بَابُ مَاجَاءَ فِى التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদার সময় তাকবীর বলা

٢٥٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ أَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِىْ كُلِّ خَفْضٍ وَّرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَّقُعُوْدٍ ، وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ" .

২৫৩. কুতায়বা (র.).........আব্দুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ প্রত্যেক উঠা, নামা, দাঁড়ান ও বসার সময় তাকবীর বলতেন। আবূ বকর ও উমর (রা.) ও অনুরূপ করতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ ، وَاَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَاَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىِّ وَاَبِىْ مُوْسٰى وَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مِنْهُمْ : اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌّ وَغَيْرُهُمْ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَعَلَيْهِ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ .

এই বিষয়ে আবূ হুরায়রা, আনাস, ইব্ন উমর, আবূ মালিক আল-আশআরী, আবূ মূসা, ইমরান ইব্ন হুসায়ন, ওয়াইল ইব্ন হুজ্র ও ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

আবূ বকর, উমর, উছমান, আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবী, তাবিঈ ও সাধারণভাবে ফকীহ্ ও আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন।

بَابٌ مِّنْهُ اٰخَرُ

এ সম্পর্কে আর একটি অনুচ্ছেদ

٢٥٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ الْمَرْوَزِىُّ قَالَ : سَمِعْتُ عَلِىَّ بْنَ الْحَسَنِ قَالَ : اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ : "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِى.

২৫৪. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুনীর (র.)...... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সিজদায় গমনের সময় তাকবীর বলতেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ ، قَالُوْا : يُكَبِّرُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَهْوِى لِلرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন রুকূ ও সিজদায় গমনের সময় তাকবীর বলবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ–এর সময় হাত তোলা

٢٥٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ اَبِىْ عُمَرَ قَالاَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : "رَاَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ" وَزَادَ ابْنُ اَبِىْ عُمَرَ فِىْ حَدِيْثِهِ "وَكَانَ لاَيَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" .

২৫৫. কুতায়বা (র.)........সালিম তাঁর পিতা ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন এবং রুকূতে যেতেন; রুকূ থেকে মাথা তুলতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত উঠাতেন।

ইব্‌ন আবী উমর তাঁর রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করেনঃ রাসূল ﷺ দুই সিজদার মাঝে হাত উঠাতেন না।

٢٥٦. قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيْثِ ابْنِ اَبِىْ عُمَرَ .

২৫৬. ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ফাযল ইবনুস সাব্বাহ আল–বাগদাদী (র.) ও সুফ্ইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না–যুহরী (র.)–এর সনদে ইব্‌ন আবী উমারের অনুরূপ এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ،

وَاَنَسٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ حُمَيْدٍ وَاَبِيْ اُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَاَبِيْ قَتَادَةَ وَاَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ وَجَابِرٍ وَعُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَبِهٰذَا يَقُوْلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُمْ اِبْنُ عُمَرَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ وَاَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ وَمِنَ التَّابِعِيْنَ : الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَطَاؤُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَنَافِعٌ وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُمْ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَمَعْمَرٌ وَالْاَوْزَاعِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ الشَّافِعِيُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ .

وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : قَدْ ثَبَتَ حَدِيْثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَذَكَرَ حَدِيْثَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيْثُ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ : "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ فِيْ اَوَّلِ مَرَّةٍ" .

حَدَّثَنَا بِذٰلِكَ اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الْاٰمُلِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ .

قَالَ : وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى قَالَ : حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ اَوَيْسٍ قَالَ : كَانَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ يَرٰى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِى الصَّلاَةِ .

وَقَالَ يَحْيٰى : وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : كَانَ مَعْمَرٌ يَرٰى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِيْ الصَّلاَةِ .

وَسَمِعْتُ الْجَارُوْدَ بْنَ مُعَاذٍ يَقُوْلُ : كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَعُمَرُ بْنُ هٰرُوْنَ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ يَرْفَعُوْنَ اَيْدِيَهُمْ اِذَا افْتَتَحُوا الصَّلاَةَ وَاِذَا رَكَعُوْا وَاِذَا رَفَعُوْا رُؤُوْسَهُمْ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ .

وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَاَهْلِ الْكُوْفَةِ .

এই বিষয়ে বারা ইব্‌ন 'আযিব (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, ইব্‌ন মাসঊদ (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান। একাধিক সাহাবী ও তাবিঈ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (ইমাম আবূ হানীফা), সুফ্‌ইয়ান ছাওরী (র.) ও কূফাবাসী আলিমদের অভিমতও এ-ই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূতে হাটুদ্বয়ে হাত রাখা

٢٥٨. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ قَالَ : قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : "اِنَّ الرُّكَبَ سُنَّتْ لَكُمْ ، فَخُذُوْا بِالرُّكَبِ" .

২৫৮. আহমদ ইব্‌ন মানী (র.)......আবূ আবদির রাহ্‌মান আস-সুলামী (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন, তোমাদের জন্য (রুকূতে) হাটুদ্বয় ধারণ করা সুন্নাত হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা ধারণ করবে।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وَاَنَسٍ وَاَبِىْ حُمَيْدٍ وَاَبِىْ أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَاَبِىْ مَسْعُوْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عُمَرَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ ، اِلاَّ مَارُوِىَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَبَعْضِ اَصْحَابِهٖ : اَنَّهُمْ كَانُوْا يُطَبِّقُوْنَ .

وَالتَّطْبِيْقُ مَنْسُوْخٌ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ .

এই বিষয়ে সা'দ, আনাস, আবূ হুমায়দ, আবূ উসায়দ, সাহল ইব্ন সা'দ, মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা, আবূ মাসউদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, উমর (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারেই আমল করেছেন। ইব্ন মাসউদ (রা.) ও তাঁর কতিপয় শাগ্রিদ ব্যতীত এই বিষয়ে কারো কোন মতবিরোধ নেই। ইব্ন মাসউদ (রা.) ও তাঁর কতিপয় শাগ্রিদ থেকে বর্ণিত আছে যে, রুকূতে তাঁরা দুই হাত একত্রে মিলিয়ে উরুর মাঝে চেপে ধরতেন। আলিমগণ এই বিষয়টি মানসূখ বা রহিত বলে গণ্য করেছেন।

٢٥٩. قَالَ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ: "كُنَّا نَفْعَلُ ذٰلِكَ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَاُمِرْنَا اَنْ نَضَعَ الْاَكُفَّ عَلَى الرُّكَبِ" قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِىْ يَعْفُوْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ سَعْدٍ بِهٰذَا .

২৫৯. সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমরা পূর্বে রুকূর মাঝে এইরূপ করতাম। পরে আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করে দেওয়া হয় এবং হাঁটুতে হাত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

কুতায়বা (র.)......সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে উক্ত রিওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছেন।

وَأَبُوْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اِسْمُهُ "عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ الْمُنْذِرِ"

وَأَبُوْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ اِسْمُهُ "مَالِكُ بْنُ رَبِيْعَةَ" .

وَأَبُوْ حَصِيْنٍ اِسْمُهُ "عُثْمَانُ" بْنُ عَاصِمٍ الْاَسَدِيُّ .

وَأَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيُّ اِسْمُهُ "عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ حَبِيْبٍ" .

وَأَبُوْ يَعْفُوْرٍ "عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ" .

وَأَبُوْيَعْفُوْرٍ الْعَبْدِيُّ اِسْمُهُ "وَاقِدٌ" وَيُقَالُ "وَقْدَانُ" وَهُوَ الَّذِىْ رَوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ اَوْفَى . وَكِلاَهُمَا مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ .

আবূ হুমায়দ আস-সাঈদীর নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন সা'দ ইবনুল মুনযির। আবূ উসায়দ আস-সাঈদীর নাম হল মালিক ইব্ন রাবীআ। আবূ হাসীনের নাম হল উছমান ইব্ন আসিম আল-আসাদী। আবূ আবদির রাহমান আস-সুলামীর নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাবীব। আবূ ইয়াফূরের নাম হল আবদুর রহমান ইব্ন উবায়দ ইব্ন নিসতাস। আবূ ইয়াফূর আল-

আবদীর নাম হল ওয়াকীদ, মতান্তরে ওয়াকদান। তিনি হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আবী আওফা থেকে হাদীছ রিওয়ায়াত করেছেন। উভয় আবূ ইয়াফূর ছিলেন কূফার বাসিন্দা।

بَابُ مَا جَاءَ اَنَّهُ يُجَافِىْ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِى الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূর সময় হাত দু'টি শরীরের পার্শ্বদেশ থেকে পৃথক রাখা

٢٦٠. **حَدَّثَنَا** مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ :"اِجْتَمَعَ أَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، فَذَكَرُوْا صَلاَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ : اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ كَاَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ " .

২৬০. মুহাম্মাদ ইব্ন বাশ্শার বুন্দার (র.)......আব্বাস ইব্ন সাহ্ল (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন ঃ একবার আবূ হুমায়দ, আবূ উসায়দ, সহ্ল ইব্ন সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইব্ন মাসলামা (রা.) প্রমুখ একস্থানে একত্রিত হলেন। তাঁরা রাসূল (সা.)-এর সালাত সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। আবূ হুমায়দ (রা.) বললেনঃ রাসূল ﷺ-এর সালাত সম্পর্কে তোমাদের মধ্যে আমি ভাল জানি। রাসূল ﷺ রুকূর সময় দুই হাঁটুতে তাঁর দুই হাত এমনভাবে স্থাপন করছিলেন যে, যেন তিনি হাঁটু দু'টি ধরে আছেন এবং হাত দুটো পার্শ্বদেশ থেকে দূরে সরিয়ে ধনুর ছিলার মত তা বানিয়ে নিয়েছিলেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ حُمَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ الَّذِىْ اِخْتَارَهُ اَهْلُ الْعِلْمِ : اَنْ يُّجَافِىَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবূ হুমায়দ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

রুকূ এবং সিজদার সময় পার্শ্বদেশ থেকে হাত পৃথক রাখার বিধানটিই আলিমগণ গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيْحِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ এবং সিজদার তাসবীহ ।

٢٦١. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ يَزِيْدَ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "اِذَا رَكَعَ اَحَدُكُمْ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَقَدْ تَمَّ رُكُوْعُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ . وَاِذَا سَجَدَ فَقَالَ فِيْ سُجُوْدِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى : ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : فَقَدْ تَمَّ سُجُوْدُهُ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ " .

২৬১. আলী ইব্‌ন হুজ্‌র (র.)......ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমাদের কেউ যদি রুকূতে তিনবার "সুবহানা রাব্বিআল আযীম" পাঠ করে নেয় তবে তাঁর রুকূ পূর্ণ হল। আর এ হল সর্বনিম্ন পরিমাণ। এমনিভাবে কেউ যদি সিজদার মাঝে "সুবহানা রাব্বিআল আলা" তিনবার পাঠ করে নেয় তবে তার সিজদাও পূর্ণ হল। আর এ হল সর্বনিম্ন পরিমাণ।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يَلْقَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ : يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ لَايَنْقُصَ الرَّجُلُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِيْحَاتٍ .

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ اَنَّهُ قَالَ : اَسْتَحِبُّ لِلْاِمَامِ اَنْ يُسَبِّحَ خَمْسَ تَسْبِيْحَاتٍ لِكَيْ يُدْرِكَ مَنْ خَلْفَهُ ثَلَاثَ تَسْبِيْحَاتٍ .

وَهٰكَذَا قَالَ اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ .

এই বিষয়ে হুযায়ফা ও উকবা ইব্‌ন আমির (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর এই রিওয়ায়াতটির সনদ মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন নয়। ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-এর সাথে রাবী আওন ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (র.)-এর সাক্ষাত হয়নি।

আলিম ও ফকীহগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা রুকূ এবং সিজদায় তাসবীহ পাঠের ক্ষেত্রে তিনবার অপেক্ষা কম না করা মুস্তাহাব বলে মত পোষণ করেন।

ইব্‌ন মুবারক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ ইমামের জন্য পাঁচবার করে তাসবীহ পাঠ করা মুস্তাহাব যাতে তাঁর পিছনে যারা আছে তারা যেন তিনবার তা পাঠ করার সুযোগ পায়। ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র.) ও অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন।

٢٦٢. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاوُدَ قَالَ: اَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ :سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ : "اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ :سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى ، وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ رَحْمَةٍ اِلاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ وَمَا اَتٰى عَلٰى اٰيَةِ عَذَابٍ اِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ " .

২৬২. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.)......হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে সালাত পড়েছেন। রাসূল ﷺ রুকূতে "সুবহানা রাব্বিআল আযীম" এবং সিজদায় "সুবহানা রাব্বিআল আলা" পাঠ করতেন। রহমতের আয়াত তিলাওয়াত করলে থামতেন এবং রহমতের দু'আ করতেন। আযাবের আয়াত তিলাওয়াত করলে থামতেন এবং তা থেকে পানাহ্ চাইতেন।[১]

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَهٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

٢٦٣. قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ : نَحْوَهُ .

২৬৩. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......শুবা (র.) থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ "اَنَّهُ صَلّٰى بِاللَّيْلِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ " فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ .

হুযায়ফা (রা.) থেকে এই হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রাতে সালাত আদায় করেছেন.... ....।

১. এটি নফল সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

بَابُ مَاجَاءَ فِى النَّهْىِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ এবং সিজদায় কিরাআত নিষিদ্ধ

٢٦٤. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ : "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّىِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ فِى الرُّكُوْعِ" .

২৬৪. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আনসারী (র.)......আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ রেশম, কুসুম রঙ্গের কাপড়, স্বর্ণের আংটি এবং রুকূতে কুরআন পাঠ করা নিষেধ করেছেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَلِىٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ كَرِهُوْا الْقِرَاءَةَ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আলী (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ। সাহাবী ও পরবর্তীযুগের আলিমগণ এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা রুকূ এবং সিজদায় কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণ দিয়েছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْمَنْ لاَّ يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ যদি কেউ রুকূ এবং সিজদায় পিঠ স্থির না রাখে

٢٦٥. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ الْبَدْرِىِّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ "لاَتُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَيُقِيْمُ فِيْهَا الرَّجُلُ يَعْنِىْ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ" .

২৬৫. আহমদ ইব্‌ন মানী' (র.)......আবূ মাসউদ আল-আনসারী আল-বাদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ রুকূ ও সিজদার সময় যদি কেউ তার পিঠ স্থির না রাখে তবে তার সালাত হবে না।

قَالَ :وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ وَاَنَسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ وَرِفَاعَةَ الزُّرَقِىِّ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىِّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ : يَرَوْنَ اَنْ يُقِيْمَ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ .

وَقَالَ الشَّافِعِىُّ وَاَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ :مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَصَلاَتُهُ فَاسِدَةٌ ، لِحَدِيْثِ النَّبِىِّ ﷺ "لاَتُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ" .

وَاَبُوْ مَعْمَرٍ اِسْمُهُ "عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَخْبَرَةَ " .

وَاَبُوْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىُّ الْبَدْرِىُّ اِسْمُهُ "عُقْبَةُ بْنِ عَمْرٍو " .

এই বিষয়ে আলী ইব্‌ন শায়বান, আনাস, আবূ হুরায়রা, রিফাআ আয্-যুরাকী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আবূ মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও পববর্তী যুগের আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করে থাকেন। তাঁরা রুকূ ও সিজদার সময় পিঠ স্থির রাখার বিধান দিয়েছেন। ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) বলেনঃ রুকূ ও সিজদার সময় পিঠ স্থির না রাখলে সালাত ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কারণ রাসূল ﷺ বলেছেনঃ কেউ যদি রুকূ এবং সিজদায় তার পিঠ স্থির না রাখে তবে তার সালাত হবে না।

রাবী আবূ মা'মারের নাম হল আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাখবারা। আর আবূ মাসউদ (রা.) আনাসারী ছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী। তাঁর নাম হল উকবা ইবন আম্‌র।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় কি বলবে ?

٢٦٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ سَلَمَةَ الْمَاجِشُوْنُ حَدَّثَنِيْ عَمِّيْ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ : "كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ : سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَابَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ " .

২৬৬. মাহমূদ ইব্ন গায়লান (র.)......আলী ইব্ন আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ রুকূ থেকে মাথা তোলার সময় বলতেনঃ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَابَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِئْتَ مِنْ شَيْئٍ بَعْدُ -[১]

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ اَبِيْ اَوْفٰى وَاَبِيْ جُحَيْفَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَلِيٍّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ قَالَ : يَقُوْلُ هٰذَا فِى الْمَكْتُوْبَةِ وَالتَّطَوُّعِ .

وَقَالَ بَعْضُ اَهْلِ الْكُوْفَةِ : يَقُوْلُ هٰذَا فِيْ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ وَلاَ يَقُوْلُهَا فِيْ صَلاَةِ الْمَكْتُوْبَةِ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَاِنَّمَا يُقَالُ "الْمَاجِشُوْنِيُّ" لاَنَّهُ مِنْ وَلَدِ الْمَاجِشُوْنِ .

এই বিষয়ে ইব্ন উমর, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন আবী আওফা, আবূ জুহায়ফা, এবং আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আলী (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন।

ইমাম শাফিঈ (র.)-এর বক্তব্যও এ-ই। তিনি বলেন, ফরয ও নফল সবক্ষেত্রে এই

১. আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন। হে আমাদের রব, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আকাশ ও পৃথিবী এর মাঝে যা কিছু আছে এবং এ ছাড়াও আপনি যে পরিমাণ চান তা সব পরিপূর্ণ করে দেয় এমন প্রশংসা আপনারই জন্য।

দু'আ প্রযোজ্য। কূফাবাসী আলিমগণের কেউ কেউ বলেনঃ এটি নফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ফরযের ক্ষেত্রে এই দু'আ পড়বে না।

بَابٌ مِنْهُ أُخَرُ

এই বিষয় আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٦٧. حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُوْسَى الْاَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ :"اِذَا قَالَ الْاِمَامُ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا :رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

২৬৭. ইসহাক ইব্‌ন মূসা আল-আনসারী (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে তখন তোমরা বলবে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ফেরেশতাদের এই দু'আর অনুরূপ যার দু'আ পাঠ হবে তার পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ :اَنْ يَقُوْلَ الْاِمَامُ " سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" وَيَقُوْلَ مَنْ خَلْفَ الْاِمَامِ "رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " وَبِهٖ يَقُوْلُ اَحْمَدُ .

وَقَالَ اِبْنُ سِيْرِيْنَ وَغَيْرُهُ : يَقُوْلُ مَنْ خَلْفَ الْاِمَامِ "سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " مِثْلَ مَايَقُوْلُ الْاِمَامُ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ ، وَاِسْحٰقُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবী ও পরবর্তী যুগের আলিমদের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেনঃ তাঁরা বলেনঃ ইমাম বলবে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ আর মুক্তাদীরা বলবেঃ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমতও এ-ই।

ইব্‌ন সীরীন প্রমুখ বলেনঃ ইমামের মত তাঁর পিছনের মুক্তাদীরাও একই দু'আ পাঠ

করবেঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ইমাম শাফিঈ ও ইসহাক (র.) ও এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ وَضْعِ الرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় দুই হাত রাখার পূর্বে দুই হাঁটু রাখা

٢٦٨. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ وَاَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِىُّ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُنِيْرٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوْا :حَدَّثَنَا يَزِيْدُبْنُ هٰرُوْنَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ " .

২৬৮. সালামা ইব্ন শাবীব, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুনীর, আহমদ ইব্ন ইবরাহীম আদ-দাওরাকী. হাসান ইব্ন আলী আল্ হুলওয়ানী এবং আরো একাধিক রাবী (র.)......ওয়াইল ইব্ন হুজ্র (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সিজদা করছিলেন তখন দুই হাত রাখার আগে দুই হাঁটু রাখছিলেন। আর যখন সিজদা থেকে উঠছিলেন তখন দুই হাঁটুর আগে দুই হাত তুলছিলেন।

قَالَ : زَادَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ فِىْ حَدِيْثِهِ : قَالَ يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ :وَلَمْ يَرْوِ شَرِيْكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ اِلاَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُ اَحَدًا رَوَاهُ مِثْلَ هٰذَا عَنْ شَرِيْكٍ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ :يَرَوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

وَرَوَى هَمَّامٌ عَنْ عَاصِمٍ هٰذَا مُرْسَلاً وَلَمْ يَذْكُرْفِيْهِ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ.

হাসান ইব্ন আলী (র.) তাঁর রিওয়ায়াতে আরো উল্লেখ করেন যে, রাবী ইয়াযীদ ইব্ন হারূন বলেনঃ আসিম ইব্ন কুলায়ব থেকে শরীক (র.) এই হাদীছটি ছাড়া আর কোন হাদীছ বর্ণনা করেন নি।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব ও হাসান। শরীক (র.) ছাড়া আর কেউ এই হাদীছটি রিওয়ায়াত করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল গ্রহণ করেছেন যে, সিজদায় যাওয়ার সময় হাতের আগে দুই হাঁটু রাখবে আর উঠার সময় হাঁটুর পূর্বে দুই হাত উঠাবে।

আসিমের সূত্রে হাম্মাম (র.) এই হাদীছটি মুরসাল রূপে রিওয়ায়াত করেছেন। এতে ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র (রা.)-এর উল্লেখ করেননি।

بَابٌ اٰخَرُ مِنْهُ

এই বিষয়ে আর একটি অনুচ্ছেদ

٢٦٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ: "يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَبْرُكُ فِىْ صَلَاتِهِ بَرْكَ الْجَمَلِ ؟".

২৬৯. কুতায়বা (র.).....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেনঃ উটের মত তোমরা সালাতেও হাঁটুর আগে হাত রেখে সিজদায় যাচ্ছ ?

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى الزِّنَادِ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ .

وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ .

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىُّ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُهُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি গরীব। রাবী আবুয-যিনাদ (র.) থেকে অন্য কোনভাবে এটির রিওয়ায়াত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আল-মাকবুরী-এর সূত্রেও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। হাদীছ বিশেষজ্ঞ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সাঈদ আল-কাত্তান (র.) প্রমুখ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাঈদ আল-মাকবুরীকে যঈফ বলেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى السُّجُوْدِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ

অনুচ্ছেদ ঃ নাক ও কপালের উপর সিজদা প্রদান

٢٧٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ الْعَقَدِىُّ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ

سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعَدِيِّ : "اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ . كَانَ اِذَا سَجَدَ اَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْاَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ " .

২৭০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশশার বুন্‌দার (র.)......আবূ হুমায়দ আল-সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ সিজদার সময় তাঁর নাক ও কপালকে মাটিতে স্থির করে স্থাপন করতেন, শরীরের দুই পার্শ্ব থেকে হাত দুটো সরিয়ে রাখতেন এবং কাঁধ বরাবর দুই হাত রাখতেন।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِيْ حُمَيْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ : اَنْ يَّسْجُدَ الرَّجُلُ عَلٰى جَبْهَتِهِ وَاَنْفِهِ . فَاِنْ سَجَدَ عَلٰى جَبْهَتِهِ دُوْنَ اَنْفِهِ :فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ يُجْزِئُهُ وَقَالَ غَيْرُهُمْ : لاَيُجْزِئُهُ حَتّٰى يَسْجُدَ عَلَى الْجَبْهَةِ وَالْاَنْفِ .

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, ওয়াইল ইব্‌ন হুজ্‌র এবং আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ হুমায়দ (র.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা বলেন, নাক ও কপাল উভয়ের উপর সিজদা করতে হবে। কেউ যদি নাক বাদ দিয়ে কেবল কপালের উপর সিজদা করে তবে একদল আলিম বলেন যে তা যথেষ্ট হবে। অপর একদল বলেন, কপাল ও নাক উভয়ের উপর সিজদা না করা পর্যন্ত সিজদা হবে না।

بَابُ مَاجَاءَ اَيْنَ يَضَعُ الرَّجُلُ وَجْهَهُ اِذَا سَجَدَ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় চেহরা কোথায় রাখবে?

٢٧١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ "قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ اِذَا سَجَدَ ؟ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ " .

২৭১. কুতায়বা (র.)......আবূ ইসহাক (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি বারা ইব্ন আযিব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সিজদার সময় রাসূল ﷺ তাঁর চেহারা কোথায় রাখতেন? তিনি বললেন ঃ দুই হাতের মাঝে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

هُوَالَّذِى اخْتَارَهُ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ : اَنْ تَكُوْنَ يَدَاهُ قَرِيْبًا مِّنْ اُذُنَيْهِ .

এই বিষয়ে ওয়াইল ইব্ন হুজ্‌র ও আবূ হুমায়দ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান, সহীহ ও গরীব। এই হাদীছ অনুসারে আলিমদের কেউ কেউ বলেন ঃ সিজদার সময় হাত দুই কানের কাছাকাছি থাকবে।

بَابُ مَاجَاءَ فِي السُّجُوْدِ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ

অনুচ্ছেদ ঃ সপ্ত অঙ্গে সিজদা প্রদান

٢٧٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : "اِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ اَرَابٍ : وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ" .

২৭২. কুতায়বা (র.)......আব্বাস ইব্ন আবদিল মুত্তালিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, বান্দা যখন সিজদা করে তখন তার সাথে তার সাতটি অঙ্গও সিজদা করে-তার চেহারা, তার দুই করতল, দুই হাঁটু এবং দুই পা।

قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَاَبِيْ سَعِيْدٍ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ الْعَبَّاسِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ .

وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ .

এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস, আবূ হুরায়রা, জাবির ও আবূ সাঈদ (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আব্বাস (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন।

٢٧٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَلاَ ثِيَابَهُ " .

২৭৩. কুতায়বা (র.)......ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ. সপ্ত অঙ্গে সিজদা করতে এবং সিজদাকালে চুল ও কাপড় ফিরিয়ে না রাখতে নির্দেশিত হয়েছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَاجَاءَ فِي التَّجَافِيْ فِي السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদার সময় দুই হাত পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখা

٢٧٤. حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُوْ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَقْرَمِ الْخُزَاعِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : "كُنْتُ مَعَ أَبِيْ بِالْقَاعِ مِنْ نَمِرَةَ فَمَرَّتْ رَكَبَةٌ فَإِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ قَالَ : فَكُنْتُ أَنْظُرُ إِلٰى عُفْرَتَي إِبْطَيْهِ إِذَا سَجَدَ أَيْ بَيَاضِهِ " .

২৭৪. আবূ কুরায়ব (র.).......আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকরাম আল খুযাঈ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি আমার পিতার সঙ্গে আরাফার নামিরা ময়দানের একটি প্রশস্ত উপত্যকায় ছিলাম। এমন সময় একটি ছোট দল এদিক দিয়ে অতিক্রম করে গেল। তখন দেখলাম রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছেন। সিজদার সময় তাঁর বগলের নীচ-এর শুভ্রতা আমি দেখতে পাচ্ছিলাম।

قَالَ : وَ فِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ ابْنِ بُحَيْنَةَ وَجَابِرٍ وَأَحْمَرَ بْنِ جَزْءٍ وَمَيْمُوْنَةَ وَأَبِيْ حُمَيْدٍ وَأَبِيْ مَسْعُوْدٍ وَأَبِيْ أُسَيْدٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَعَدِيِّ بْنِ عَمِيْرَةَ وَعَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : وَأَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ حَدِيْثٌ وَاحِدٌ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ ، لاَنَعْرِفُهُ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ .

وَلاَ نَعْرِفُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَقْرَمَ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

قَالَ : وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَقْرَمَ الْخُزَاعِيُّ اِنَّمَا لَهُ هٰذَا الْحَدِيْثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَرْقَمَ الزُّهْرِيُّ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ كَاتِبُ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ.

এই বিষয়ে ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন বুহায়না, জাবির, আহমার ইব্‌ন জায, মায়মূনা, আবূ হুমায়দ, আবূ মাসউদ, আবূ উসায়দ, সাহল ইব্‌ন সা'দ, মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাসলামা, বারা ইব্‌ন আযিব, আদী ইব্‌ন আমীরা ও আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন, আহমার ইব্‌ন জায রাসূল–এর একজন সাহাবী; তাঁর থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকরাম (র.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান। দাউদ ইব্‌ন কায়স (র.)–এর সূত্র ছাড়া অন্য কোন সনদে এটির রিওয়ায়াত আছে বলে আমাদের জানা নেই। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকরামের বরাতে রাসূল ﷺ থেকে অন্য কোন হাদীছ বর্ণিত আছে বলেও আমাদের জানা নেই।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকরাম খুযাঈ থেকে এই একটি হাদীছই বর্ণিত আছে।

আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আকরাম আয্–যুহরী ছিলেন রাসূল ﷺ–এর একজন সাহাবী এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)–এর লিপিকার।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِعْتِدَالِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন

٢٧٥. حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : "اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ " .

২৭৫. হান্নাদ (র.)......জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে তখন সে যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে [১] এবং কুকুরের মত কনুই পর্যন্ত হাত যেন বিছিয়ে না রাখে।

قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ ، وَ اَنَسٍ ، وَ الْبَرَاءِ ، وَ اَبِيْ حُمَيْدٍ ، وَ عَائِشَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ جَابِرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَخْتَارُوْنَ الْاِعْتِدَالَ فِى السُّجُوْدِ وَيَكْرَهُوْنَ الْاِفْتِرَاشَ كَافْتِرَاشِ السَّبُعِ .

এই বিষয়ে আবদুর রহমান ইব্‌ন শিব্‌ল, বারা, আনাস, আবূ হুমায়দ, আইশা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

আলিমগণ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। সিজাদার মাঝে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা পছন্দনীয় বলে এবং হিংস্র জন্তুর মত কনুই পর্যন্ত হাত বিছিয়ে রাখা মাকরূহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

٢٧٦. حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَمِعْتُ اَنَسًا يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "اِعْتَدِلُوْا فِى السُّجُوْدِ وَلَايَبْسُطَنَّ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ فِى الصَّلَاةِ بَسْطَ الْكَلْبِ " .

২৭৬. মাহমূদ ইব্‌ন গায়লান (র.).......কাতাদা (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি আনাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি যে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ তোমরা সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত কনুই পর্যন্ত হাত বিছিয়ে না থাকে।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ্।

بَابُ مَاجَاءَ فِيْ وَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদায় ভূমিতে হস্তদ্বয় স্থাপন করা এবং দুই পা খাড়া রাখা

٢٧٧. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

১. সিজদায় মধ্যপন্থা অবলম্বনের অর্থ হল, হাত শরীরের সাথে একবারে মিশিয়ে রাখা বা খুব সরিয়ে রাখার মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন, হস্তদ্বয় ভূমিতে যথাযথভাবে স্থাপন করা, কনুই দু'টো ভূমি থেকে উঠিয়ে রাখা এবং সে দুটো উরু ও পার্শ্বদেশ থেকে সরিয়ে রাখা।

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ اَبِيْهِ : "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ" .

২৭৭. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদির রাহমান.......সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হস্তদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করতে এবং পা দু'টো খাড়াভাবে স্থাপিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন।

٢٧٨. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ : "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ" فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ "عَنْ اَبِيْهِ" .

২৭৮. আবদুল্লাহ্ (র.).......আমির ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ হস্তদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন অতঃপর তিনিও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি সনদে আমিরের পিতা সা'দ (রা.)-এর বরাত উল্লেখ করেননি।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : وَرَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ" مُرْسَلٌ .

وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ .

وَهُوَ الَّذِىْ اَجْمَعَ عَلَيْهِ اَهْلُ الْعِلْمِ وَاخْتَارُوْهُ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ আল কাত্তান প্রমুখ হাদীছবিদ মুহাম্মাদ ইব্ন আজলান-মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম-আমির ইব্ন সা'দ (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ হস্তদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করতে এবং দুই পা খাড়াভাবে স্থাপিত রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই হাদীছটি মুরসাল। এই সূত্রটি উহায়ব (র.) উল্লিখিত সূত্র (নং ২৭৭ হাদীছ) থেকে অধিকতর সহীহ।

এই হাদীছ অনুসারে আমল করার বিষয়ে আলিমগণের কোন মতবিরোধ নেই। সকলেই এটা গ্রহণ করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ اِقَامَةِ الصُّلْبِ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ রুকূ ও সিজদা থেকে মাথা তুলে পিঠ সোজা রাখা

٢٧٩. حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْمَرْوَزِىُّ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

الْمُبَارَكِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : "كَانَتْ صَلاَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ : قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ" .

২৭৯. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন মূসা আল-মারওয়াযী (র.)......বারা ইব্‌ন আযিব (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ-এর সালাতে রুকূ থেকে মাথা তোলা, সিজদা এবং সিজদা থেকে মাথা তোলা প্রায় সমান সমান ছিল।[১]

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ .

এই বিষয়ে আনাস (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

٢٨٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ نَحْوَهُ .

২৮০. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.)....আল-হাকাম (র.) সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ اَنْ يُّبَادِرَ الْاِمَامَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে রুকূ ও সিজদায় যাওয়া মাকরূহ

٢٨١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ - قَالَ : "كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَسْجُدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَسْجُدَ" .

২৮১. মুহাম্মাদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).......বারা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলতেন। পরে তিনি সিজদায় না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ পিঠ ঝুকাত না। তিনি সিজদায় গেলে পর আমরাও সিজদায় যেতাম।

১. রুকূতে যতক্ষণ কাটাতেন প্রায় ততক্ষণ রুকূ থেকে উঠে কাটাতেন, সিজদায় যতক্ষণ কাটাতেন প্রায় ততক্ষণ সিজদা থেকে উঠে কাটাতেন।

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ اَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَابْنِ مَسْعَدَةَ صَاحِبِ الْجُيُوْشِ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ .

قَالَ أَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ الْبَرَاءِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ اَهْلُ الْعِلْمِ :اِنَّ مَنْ خَلْفَ الْاِمَامِ اِنَّمَا يَتْبَعُوْنَ الْاِمَامَ فِيْمَا يَصْنَعُ : لاَ يَرْكَعُوْنَ اِلاَّ بَعْدَ رُكُوْعِهٖ وَلاَ يَرْفَعُوْنَ اِلاَّ بَعْدَ رَفْعِهٖ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ اخْتِلاَفًا .

এই বিষয়ে আনাস, মুআবিয়া, ইব্ন মাসআদা সাহিবুল জুয়ূশ, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ বারা (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণের অভিমত এই যে, ইমামের পিছনে যারা থাকবে তারা ইমামের সকল কাজে অনুসরণ করে চলবে। ইমাম রুকূতে না যাওয়া পর্যন্ত তারা রুকূতে যাবে না। ইমাম মাথা না তোলা পর্যন্ত তারা মাথা তুলবে না। এই বিষয়ে আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ আছে বলে আমাদের জানা নেই।

بَابُ مَاجَاءَ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْاِقْعَاءِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার মাঝে নিতম্ব ভূমিতে রেখে দুই হাঁটু খাড়া করে বসা মাকরূহ

٢٨٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ :قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . "يَا عَلِىُّ أُحِبُّ لَكَ مَا اُحِبُّ لِنَفْسِىْ وَاَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِىْ لاَتُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ" .

২৮২. আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদির রাহমান (র.)......আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ একদিন বলেছেন ঃ হে আলী, আমার জন্য যা পছন্দ করি তোমার জন্যও তা পছন্দ করি, আমার জন্য যা না পছন্দ করি তোমার জন্যও তা না পছন্দ করি। দুই সিজদার মাঝে নিতম্ব ভূমিতে রেখে দুই হাঁটু তুলে বসবে না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ لاَنَعْرِفُهٗ مِنْ حَدِيْثِ عَلِىٍّ اِلاَّ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْحٰرِثِ عَنْ عَلِىٍّ .

وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ الْحٰرِثَ الْاَعْوَرَ .

وَالْعَمَلُ عَلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ : يَكْرَهُوْنَ الْاِقْعَاءَ .

قَالَ : وَفِى الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَاَنَسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আবূ ইসহাক-হারিছ-আলী (রা.) এই সূত্রে ছাড়া অন্য কোন সূত্রে আলী (রা.) থেকে এই হাদীছটি বর্ণিত আছে বলে আমাদের জানা নেই। কোন কোন হাদীছ বিশেষজ্ঞ হারিছ আ' ওয়ারকে যঈফ বলেছেন।

অধিকাংশ আলিম এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তারা বলেনঃ দুই সিজদার মাঝে এই ধরনের বসা মাকরূহ।

এই বিষয়ে আইশা, আনাস ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الرُّخْصَةِ فِى الْاِقْعَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ এই বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে।

٢٨٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ طَاؤُسًا يَقُوْلُ : "قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْاِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ - قَالَ : هِىَ السُّنَّةُ ، فَقُلْنَا : اِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ : بَلْ هِىَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ .

২৮৩. ইয়াহইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)......তাউস (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে দুই পা খাড়া করে বসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেনঃ এতো সুন্নাত। আমি বললামঃ আমরা তো এটিকে গেঁয়ো রূঢ়তা বলে মনে করি। তিনি বললেনঃ না, বরং তা তোমাদের নবীজী ﷺ এর সুন্নাত।[১]

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ اِلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ لَايَرَوْنَ بِالْاِقْعَاءِ بَأْسًا .

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ اَهْلِ مَكَّةَ مِنْ اَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ .

قَالَ : وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُوْنَ الْاِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

---

১. ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ হাদীছটি যঈফ এবং মানসূখ।

ইমাম আবূ ইসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

সাহাবীগণের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। তাঁরা এই ধরনের বসায় কোন দোষ আছে বলে মনে করেন না, মক্কাবাসী কতিপয় আলিম ও ফকীহ্-এর অভিমতও এ-ই। তবে অধিকাংশ আলিম ও ফকীহ্ এই ধরনের বসা মাকরূহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ ঃ দুই সিজদার মাঝের দু'আ

٢٨٤. **حَدَّثَنَا** سَلَمَةُ بْنُ شَبِيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : "اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ" .

২৮৪. সালামা ইব্ন শাবীব (র.)......ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ দুই সিজদার মাঝে বলতেনঃ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاجْبُرْنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ .

—'হে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আমাকে রিয্ক দান করুন।

٢٨٥. **حَدَّثَنَا** الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْخَلَّالُ الْحُلْوَانِىُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هٰرُوْنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ كَامِلٍ اَبِى الْعَلَاءِ نَحْوَهُ .

২৮৫. হাসান ইব্ন আলী আল-খাল্লাল (র.)......কামিল আবুল আলা (র.)-এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ : اَبُوْ عِيْسٰى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ .

وَهٰكَذَا رُوِىَ عَنْ عَلِىٍّ .

وَبِهٖ يَقُوْلُ الشَّافِعِىُّ وَ اَحْمَدُ وَاِسْحٰقُ : يَرَوْنَ هٰذَا جَائِزًا فِى الْمَكْتُوْبَةِ وَالتَّطَوُّعِ .

وَرَوٰى بَعْضُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ كَامِلٍ اَبِى الْعَلَاءِ مُرْسَلاً .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ এই হাদীছটি গরীব।

এই বিষয়ে আলী (রা.) থেকেও হাদীছ বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক (র.) এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা বলেন ঃ ফরয ও নফল সকল ক্ষেত্রেই এইরূপে বলা জায়েয আছে। [ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এটা কেবল নফল সালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য]

কোন কোন রাবী কামিল আবুল আলা (র.)-এর বরাতে এটি মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَاجَاءَ فِى الْاِعْتِمَادِ فِى السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজ্‌দার সময় কিছুতে ভর দেওয়া

٢٨٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : "اِشْتَكَى بَعْضُ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ مَشَقَّةَ السُّجُوْدِ عَلَيْهِمْ اِذَا تَفَرَّجُوْا فَقَالَ : اِسْتَعِيْنُوْا بِالرُّكَبِ" .

২৮৬. কুতায়বা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবীগণ রাসূল ﷺ-এর নিকট সিজদার সময় হাত শরীর থেকে সরিয়ে রাখলে কষ্ট হয় বলে উযর করলে তিনি বলেছিলেনঃ এই ক্ষেত্রে তোমরা হাঁটুর সাহায্য গ্রহণ করো।[১]

قَالَ اَبُوْ عِيْسَى : هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لاَنَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ اللَّيْثِ عَنْ ابْنِ عَجْلاَنَ . وَقَدْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيْثَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ نَحْوَ هٰذَا .

وَكَاَنَّ رِوَايَةَ هٰؤُلاَءِ اَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ লায়ছ-ইব্‌ন আজলান (র.)-এ সূত্র ছাড়া অন্য কোন সনদে আবূ সালিহ্-আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছটি সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। সুফ্ইয়ান ইব্‌ন উয়ায়না প্রমুখ-সুমাই-নুমান ইব্‌ন আবী আয়্যাশ সূত্রে অনুরূপ একটি হাদীছ রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত আছে। এই রিওয়ায়াতটি লায়ছের রিওয়ায়াত অপেক্ষা সহীহ্।

১. কনুই ও হাঁটুতে ভর দিয়ে সিজদা করো। এতে কষ্ট কম হবে।

بَابُ مَاجَاءَ كَيْفَ النُّهُوْضُ مِنَ السُّجُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ সিজদা থেকে কিভাবে দাঁড়াবে

٢٨٧. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيِّ :اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فَكَانَ اِذَا كَانَ فِىْ وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِىَ جَالِسًا".

২৮৭. আলী ইব্ন হুজ্র (র.)......মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিছ আল-লায়ছী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ -কে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি যখন বেজোড় রাক'আতের সিজদা থেকে উঠতেন তখন সোজা হয়ে না বসে উঠতেন না।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ اَهْلِ الْعِلْمِ .

وَبِهِ يَقُوْلُ اِسْحٰقُ وَبَعْضُ اَصْحَابِنَا .

وَمَالِكٌ يُكْنٰى "اَبَا سُلَيْمَانَ" .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেন ঃ মালিক ইব্ন হুওয়ায়রিছ (রা.) বর্ণিত হাদীছটি হাসান ও সহীহ।

আলিমগণের কেউ কেউ এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। ইমাম ইসহাক (র.) এবং আমাদের উস্তাদগণেরও কারো কারো অভিমত এ-ই।

মালিক (র.)-এর কুনিয়ত বা উপনাম হল আবূ সুলায়মান।

بَابُ مِنْهُ اَيْضًا

এই বিষয়ে আরেকটি অনুচ্ছেদ

٢٨٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ اِلْيَاسَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْاَمَةِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ "كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَنْهَضُ فِى الصَّلاَةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ" .

২৮৮. ইয়াহইয়া ইব্ন মূসা (র.)......আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ পায়ের অগ্রভাগে ভর দিয়ে সালাতের সিজদা থেকে দাঁড়াতেন।

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى : حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ : يَخْتَارُوْنَ اَنْ يَّنْهَضَ الرَّجُلُ فِى الصَّلاَةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ .

وَخَالِدُ بْنُ اِلْيَاسَ هُوَ ضَعِيْفٌ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ قَالَ وَيُقَالُ "خَالِدُ بْنُ اِيَاسٍ" اَيْضًا .

وَصَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ هُوَ "صَالِحُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ" .

وَاَبُوْ صَالِحٍ اِسْمُهُ نَبْهَانُ وَهُوَ مَدَنِىٌّ .

ইমাম আবূ ঈসা তিরমিযী (র.) বলেনঃ আলিমগণ আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত এই হাদীছ অনুসারে আমল করেছেন। পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে সালাতের সিজদা থেকে দাঁড়ান পছন্দনীয় বলে তাঁরা সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

হাদীছ বিশেষজ্ঞগণের মতে এই হাদীছের রাবী খালিদ ইব্‌ন ইলয়াস যঈফ। তাঁকে খালিদ ইব্‌ন ইয়াসও বলা হয়। তাও আমার মাওলা বা আযাদকৃত দাস রাবী সালিহ হলেন সালিহ ইব্‌ন আবূ সালিহ। এই আবূ সালিহের নাম হল নাবহান। তিনি ছিলেন মাদানী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَوَّلاً وَّاٰخِرًا وَّظَاهِرًا وَّبَاطِنًا حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ .

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلاَلِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ .

ইফাবা—২০০৪-২০০৫—প্র/৬৬৮০ (উ)—৫২৫০